পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 17 Tuesday, 17 December, 2024 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা ✱ ১ পৌষ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

খোলনলচে বদলে যাবে তৃণমূলের?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বরঃ পৌষ সংক্রান্তির পর তৃণমূলে বড়সড় রদবদলের সম্ভাবনা। ১৫ থেকে ২৩ জানুয়ারির মধ্যে বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক রদবদল হতে পারে। শুধু সাংগঠনিক নয়, ওই একই সময়ে মন্ত্রিসভায়ও রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক বদল নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তালিকা জমা দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রে জানা গিয়েছে, পৌষ সংক্রান্তির পরই তৃণমূলে রদবদলের তালিকা প্রকাশ হবে। সেখানে একাধিক সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি বদল হবে। তাঁর প্রস্তুতি ইতিমধ্যে চলছে। জল্পনা শুরু হয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমা দেওয়া তালিকাতেই কি সিলমোহর দেবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার নবীনদের তুলে আনার কথা বলেছেন। প্রবীণদের দলে প্রয়োজনের কথা জানিয়েও নবীনদের পক্ষে সওয়াল করেছেন। লোকসভা ভোটের আগে রাজনীতিতে বয়সের উর্ধ্বসীমা নিয়েও তাঁর মন্তব্যে নানা জল্পনা শুরু হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, বয়স বাড়লে পরিশ্রম করার ক্ষমতা কমে যায়। একজন ৪০-৫০ বছরের ব্যক্তি যে পরিশ্রম করতে পারবেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিশ্রম করার ক্ষমতা কমে যাবে। তবে প্রবীণদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেন। তৃণমূল সুপ্রিমোও প্রবীণদের দরকার বলে মন্তব্য করেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলছে, তৃণমূলে এখন প্রবীণদের প্রাধান্য রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নবীন-প্রবীণ সমন্বয় রেখে কি সাংগঠনিক রদবদল হবে? অভিষেকের তালিকাকে মাথায় রেখে মমতা সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেন, সেটাই দেখার। শুধু দলের সংগঠন নয়, ওই একই সময়ে মন্ত্রিসভায়ও বড় বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৫ থেকে ২৩ জানুয়ারির মধ্যে মন্ত্রিসভায়ও রদবদল করা হতে পারে। সূত্রের খবর, একাধিক দফতর সামলাচ্ছেন, এমন কয়েকজন মন্ত্রীর দফতরের সংখ্যা কমানো হতে পারে। শুধু তাই নয়, মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ আনার সম্ভাবনা রয়েছে। যার জেরে বর্তমান মন্ত্রিসভা থেকেও কেউ কেউ বাদ পড়তে পারেন। সবমিলিয়ে তৃণমূলের সাংগঠনিক ও মন্ত্রিসভায় কী কী রদবদল হবে, তা নিয়ে জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে।

'ফিরহাদ হাকিম জিন্নার বংশধর'

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ ডিসেম্বরঃ সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু মন্তব্যের জেরে ইতিমধ্যেই রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে নিয়ে সমালোচনার ঝড়। ঘরে বাইরে সর্বত্র তীব্র কটাক্ষের মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁকে। ডেবরায় আইপিএস তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির বলেছেন, কোয়ান্টিটি নয়, কোয়ালিটি প্রয়োজন। ফিরহাদের পাল্টা এই তত্ব সামনে আসতেই সায় দিচ্ছেন রাজনৈতিক নেতৃত্ব। কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেছেন, 'অপূর্ব কথা বলেছেন।' অধীর বলেন, ''খুব ভাল লেগেছে আজকে, পুলিশ অফিসার হুমায়ুন কবিরের বক্তব্য। কোয়ান্টিটি নয়, কোয়ালিটি চাই। অপূর্ব কথা বলেছেন। এটাই হওয়া উচিত মুসলমান সমাজের মূল কথা।'' প্রসঙ্গত, শনিবারই রাজ্যের মন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছিল, ''বাংলায় তো আমরা কেবল ৩৩ শতাংশ। কিন্তু আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু ভাবি না। আমরা একদিন সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগুরু হতে পারি।'' এর পাল্টাই ডেবরায় আইপিএস নিজের সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'জিন্দেগি লম্বি নেহি বড়ি হোনে চাইয়ে হুজুর হাকিমজি। কোয়ান্টিটি নয়, কোয়ালিটি চাই। পাঁচ বাচ্চা- রিকশাওয়ালা, সবজিওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, পরিযায়ী শ্রমিক, হকার, না হয়ে দু'বাচ্চার শিক্ষক, ডাক্তার, নিদেনপক্ষে আমার মতো পুলিশ হওয়া ভালো নয় কি?' সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই ফিরহাদকে কটাক্ষ করে অধীর বলেন, ''এরা নিজেদের ছেলেমেয়েকে কোটিপতি করবে, শিক্ষিত করবে।'' নাম না করে ফিরহাদের পরিবার পরিকল্পনা নিয়েও কটাক্ষ করেন অধীর। তিনি বলেন, ''ওঁরা তেমন, যাঁরা অন্যের বাচ্চাদের বলবে মাদ্রাসায় যেতে। বলবে রিকশাওয়ালা বানাও, সবজিওয়ালা বানাও, বোমা বাঁধানো শেখাও। আর নিজেদের ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াবে। এই সমস্ত জিন্নার বংশধররা এরা।''

ববির মন্তব্যের নিন্দা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বরঃ কলকাতার মহানাগরিক তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মৌলবাদী কথার থেকে দূরত্ব বজায় রাখল তৃণমূল। শুধু তাই নয়, রাজ্যের পুরমন্ত্রীর কথা কঠোর ভাবে নিন্দা করল শাসক দল। শনিবার এক অনুষ্ঠানে কলকাতার মহানাগরিক ও পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, ''বাংলায় আমরা ৩৩ শতাংশ। কিন্তু গোটা ভারতে মাত্র ১৭ শতাংশ। কিন্তু আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু মনে করি না। এক দিন আমরাই সংখ্যাগুরুর চেয়েও সংখ্যাগুরু হব।'' প্রশাসনিক পদে বসে এ ধরনের মৌলবাদী কথা বলা যায় না। সংবিধানের শর্তও তাই। সে কারণে ফিরহাদ হাকিমের কথা নিয়ে শুধু বিজেপি বা বিরোধী রে রে করে ওঠেনি, তৃণমূলের মধ্যেও ঘরোয়াভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়! একদিকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে বাংলায় বিজেপি আবার হিন্দু আবেগে শান দিচ্ছে। এই অবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন দিঘায় গিয়ে জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণ দেখভাল করছেন, তখন ববির কথা অনেকটাই তাতে জল ঢেলেছে বলে মত তৃণমূলের অনেকেরই। কেউ কেউ সাত সতেরো জল্পনাতেও মজে গিয়ে ষড়যন্ত্র, ব্ল্যাকমেল ইত্যাদির রহস্য সন্ধান করতে নেমে পড়েছেন। চুম্বকে বিড়ম্বনায় তৃণমূল। তা ছাড়া এই কৌতূহলও তৈরি হয়েছিল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে কী ভাবছেন? এই পরিস্থিতে ৪৮ ঘণ্টা পর ববির মন্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাল তৃণমূল। তাতে পষ্টাপষ্টিই বলা হয়েছে যে, ''সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে

যে, দু'দিন আগে একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী শ্রী ফিরহাদ হাকিমের দেওয়া মন্তব্যের সঙ্গে দল কোনওভাবেই একমত নয় এবং এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছে। এই মন্তব্য দলের নীতি বা আদর্শের প্রতিফলন ঘটেনি।'' ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ''আমাদের শান্তি, ঐক্য এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি অঙ্গীকার অটুট। পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক বন্ধনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার যে কোনও মন্তব্যের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'' পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, তৃণমূলের বহু নেতার মধ্যে যেমন খুশি সাজো প্রবণতা রয়েছে। যে যখন ইচ্ছা, যে বিষয়ে ইচ্ছা আলটপকা মন্তব্য করেন। সেই কারণেই সম্প্রতি একটি শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে কমিটির অন্যতম সদস্য হলেন ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা গেল সেই ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধেই মতাদর্শের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য বার্তা দিল তৃণমূল।

'মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ভুলতে পারব না'

বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতিতে মনে করালেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশে মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার আসার আগে থেকেই অশান্ত হয়ে ওঠে ওপারের বাতাবরণ। সেই তপ্ত আবহে এখন হিন্দুদের জীবননির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে ওপার বাংলায় বলে অভিযোগ। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করেছে। সেখানে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বড় অবদান ছিল ভারতীয় সেনার। ওই বছর ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনা এবং বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সেনা। তখন থেকেই প্রত্যেক বছর কলকাতায় এই দিনে বিজয় দিবস উদযাপন হয়। আর আজ রেসকোর্সে ভারতীয় সেনার বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের সম্পর্কে অতীতের স্মৃতি যেমন রোমন্থন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তেমন বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি তিনি জানেন না বলেছেন। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে জানায় না। এভাবেই কেন্দ্রকে আজ, সোমবার ঠুকলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও বাংলার ভূমিকা কখনই ভুলতে পারি না। যাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়েছেন, তাঁদের কখনই ভুলতে পারব না। যদিও বর্তমান পরিস্থিতি কী আমি জানি না। আমাকে জানানো হয় না। এই বিষয়ে কিছু বলাটা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। বিষয়টা ভারত সরকার ও ভারতীয় সেনার হাতে।'' ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামিল হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীও। দিনটা ছিল ১৬ ডিসেম্বর। ওই বছরই নয়াদিল্লিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল পাক-বাহিনী। তারপর থেকে প্রত্যেক বছরই দিনটিকে বিজয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ফোর্ট উইলিয়ামে বিশেষ অনুষ্ঠান হয় ইস্টার্ন কমান্ডের। এই বছরও তা ঘটল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই অনুষ্ঠানে সাধারণত আসেন না। তবে এবার ব্যাতিক্রম ঘটল। তিনি এলেন। আর তাঁর বক্তব্য, ''আমার বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। যখন আমি ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ি, তখন তিনি মারা যান। কিন্তু প্রত্যেকদিন তিনি আমায় বলতেন কীভাবে ১৯৬৫ সালে ইন্দো-চিন যুদ্ধে আমাদের সেনারা কাজ করেছিলেন। তাঁদের আত্মত্যাগের কথা। শুনতাম ৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের কথা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা।'' এখন বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে আশ্রয়ে রয়েছেন শেখ হাসিনা। আবার ওপারে ইসকন মন্দিরের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করে রেখেছেন বাংলাদেশ প্রশাসন। সেখানে বিজয় দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''মনে পড়ে যাচ্ছে সেই পরিচিত গান। জো শহিদ হুয়ে হ্যায় উনকি জারা ইয়াদ করো কুরবানি। আজ লতাজি নেই কিন্তু আমাদের শহিদ জওয়ানদের জন্য গাওয়া তাঁর এই গান চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। ভারতীয় সেনা নিয়ে আমরা সবসময় গর্ববোধ করি। তাঁরা সবসময়ই সাহসিকতা সঙ্গে কাজ করে।''

আবাসের টাকা মঙ্গলবার থেকে দেওয়া শুরু হবে, কোন অ্যাকাউন্টে কীভাবে টাকা যাবে জানাল নবান্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বরঃ আগেই লেখা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনা তথা বাংলার বাড়ি খাতে টাকা বড়দিনের আগেই রাজ্যের ১২ লক্ষ পরিবারের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। হচ্ছেও তাই। শনিবার লেখা হয়েছিল অর্থ দফতর আবাস যোজনার টাকা জেলায় জেলায় পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন অপেক্ষা শুধু একটা আনুষ্ঠানিকতার। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সময় চাওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত ও অর্থ দফতরকে সেই সময় দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার বিকেল পৌনে ৫টায় নবান্ন সভাঘর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার বাড়ি খাতে টাকা দেওয়া শুরু করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ মঙ্গলে ঊষা বুধে পা। মঙ্গলবার বিকেল থেকেই অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু হয়ে যাবে। মঙ্গল-বুধবারের মধ্যে বহু উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতে শুরু করে দেবে। নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, সংখ্যাটা বিপুল। তাই আশা করা হচ্ছে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে ১২ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে। সুতরাং কেউ যেন অসহিষ্ণু না হয়ে পড়েন। যাঁদের নাম ফাইনাল লিস্টে রয়েছে, তাঁরা সবাই টাকা পাবেন। এই প্রকল্প নিঃসন্দেহে মাইলফলক। রাজ্যের ১২ লক্ষ পরিবার তথা প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে জড়িয়ে। রাজ্যের এই প্রান্তিক মানুষগুলো অবশেষে তাঁদের মাথায় পাকা ছাদ পাবেন। দুই, কোনও রাজ্য সরকার এর আগে নিজের কোষাগার থেকে এত বড় প্রকল্পের ঝুঁকি নেয়নি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা খাতে কেন্দ্র

৬০ শতাংশ অর্থ দেয়। রাজ্য দেয় ৪০ শতাংশ। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি সরকার যেহেতু আবাস যোজনা খাতে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ ২০২২ সাল থেকে বন্ধ করে রেখেছে, তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির করেছেন, এই খাতে ১০০ শতাংশ টাকাই রাজ্য দেবে। আগে হিসাব করা হয়েছিল, ১১ লক্ষ ৩২ হাজার পরিবারকে এই খাতে টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু এখন এত বেশি আবেদন জমা পড়েছে যে সংখ্যাটা বাড়িয়ে প্রায় ১২ লক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেলে অর্থ দফতর সূত্রে বলা হয়েছে, এই টাকা সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হবে ৬০ হাজার টাকা। পরের কিস্তিতে দেওয়া হবে ৪০ হাজার টাকা। আর শেষ কিস্তিতে ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রতি পরিবার পিছু ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। আবাস যোজনা খাতে রাজ্যকে ৪০ শতাংশ খরচ বহন করতে হলেও, সেই টাকায় তৈরি বাড়ির উপর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ফলক লাগাতে হয়। এবার যেহেতু রাজ্যই পুরো টাকা দিচ্ছে তাই, প্রকল্পের নাম রাখা হয়েছে 'বাংলার বাড়ি'। মনে করা হচ্ছে, গড়ে ওঠা বাড়ির উপর 'বাংলার বাড়ি' ফলক লাগানো বাধ্যতামূলক করতে পারে নবান্ন। একদিক থেকে এটা যেমন বড় খবর, তেমনই বড় চ্যালেঞ্জের মুখেও রয়েছে সরকার। কারণ এই টাকার সুষ্ঠুবন্টন, সে ব্যাপারে স্বচ্ছতা বজায় রাখা, নিচুতলায় এক শ্রেণির উপদ্রব বন্ধ করা-এগুলোর উপরেও নজর রাখতে হবে।

'এক দেশ এক ভোট' কেন নয়? ব্যাখ্যা দিলেন অভিষেক

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বরঃ 'এক দেশ এক ভোট' বিলের প্রতিবাদে আগেই সরব হয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এই বিল নিয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের কথায়, ''সরকার তো পাহারাদার। পাহারাদার চাইছে ২৫ দিনের পরিবর্তে ২ দিন ডিউটি করতে! এটা হলে সরকারের কোনও অ্যাকাউন্টিবিলিটি থাকবে না। মোদি সরকার সেটাই করতে চাইছে। ওরা মানুষের ভোটদানের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। তবে আমরা যতদিন আছি, এসব হতে দেব না। ওরা হাজার চেষ্টা করুক।'' এক দেশ এক ভোট প্রস্তাবে বৃহস্পতিবার অনুমোদন দিয়েছে নরেন্দ্র মোদি মন্ত্রিসভা। সোমবার সংসদে পেশ হওয়ার কথা ছিল এই বিল। তবে রবিবারই সোমবারের আলোচ্য সূচির তালিকা থেকে এই বিলের প্রসঙ্গ তুলে নিয়েছিল মোদি সরকার। বিরোধীদের চাপের মুখে পড়েই সরকার সাময়িক পিছু হটেছে বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের। কটাক্ষের সুরে অভিষেক এও বলেন, ''এরা তো সংবিধানটাকেই বদলে দিতে চাইছে। এরপরে তো বলবে, ওয়ান ন্যাশন ওয়ান পলিটিক্যাল পার্টি! ওয়ান ন্যাশন ওয়ান লিডার!'' এ ব্যাপারে গত বৃহস্পতিবারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, এটা শুধু অসাংবিধানিক নয়, এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। এবার এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের সরকারের 'বৈষম্যমূলক' আচরণ বোঝাতে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন অভিষেক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কথায়, ''২০২১ বাংলার সঙ্গে কেরল, অসমে নির্বাচন হয়েছিল। তখন কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের মধ্যেও বাংলায় আট দফায় ভোট করিয়েছিল। যারা একটা রাজ্যে আট দফায় নির্বাচন করায় তাঁরা সারা দেশে এক দফায় নির্বাচন করাবে? এটা হাস্যকর নয়!'' এমনকী ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে তাঁর ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে তিন দফায় ভোটের প্রসঙ্গ মনে করিয়ে অভিষেক বলেন, ''ভাবুন, একটা লোকসভা কেন্দ্র, সেখানেও তিন দফায় ভোট!'' অভিষেকের অভিযোগ, এই বিল এনে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে কেন্দ্র। প্রশ্ন তুলেছেন, একদফায় ভোট করা হবে কেন? জবাবও দিয়েছেন নিজেই, ''পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা, লোকসভা- মানুষ বছর বছর ভোটদান করতে পারলে সরকার চাপে থাকবে। মানুষের সেই অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে কেন্দ্র।'' এদিকে রাহুল গান্ধির পরিবর্তে ইন্ডিয়া জোটের নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেছে নেওয়ার দাবি তুলেছে শরদ পাওয়ার, সমাজবাদী পার্টির মতো জোটের শরিকদলগুলি। এমনকী লালু প্রসাদও সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইন্ডিয়া জোটের নেত্রী করার দাবিতে সওয়াল করে বলেছেন, ''ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বের রাশ কোনও মজবুত মুখের হাতে দেওয়া হোক। সেই তিনি হতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।'' এবার এবিষয়ে মুখ খুললেন অভিষেকও। সোমবার সংসদের বাইরে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে অভিষেক বলেন, ''ইন্ডিয়া জোটে বর্তমান যে নেতানেত্রীরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সবচেয়ে সিনিয়র এবং ওজনদার নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাত বারের সাংসদ। নয়ের দশক থেকে চার বারের কেন্দ্রের মন্ত্রী ও পরে তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী।'' একই সঙ্গে অভিষেক এও বলেন, ''এই বিষয়ে জোটে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, ভারতের জোটে টিএমসিই একমাত্র দল যা বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেসকে পরাজিত করেছে। তাই কোন দলকে ছোট করা উচিত নয়।'' পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, অভিষেক সরাসরি মমতাকেই ইন্ডিয়া জোটের নেত্রী করার দাবি করেননি। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কেরিয়ারের বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনিই জোটের সবচেয়ে ওজনদার মুখ। তাই এবিষয়ে আলোচনা হওয়া জরুরি বলেও মন্তব্য করেছেন অভিষেক। এমনকী বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেসকেও যে তৃণমূলই হারিয়েছে তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। তৃণমূলের 'স্ট্রাইক রেট' উল্লেখ করে অভিষেক বলেন, ''আমরা ২৯ হতে পারি, কিন্তু বাংলায় বিজেপিকে ১৮ থেকে ১২ তে নামিয়েছে তৃণমূল। অন্য দলের স্ট্রাইক রেট দেখুন আর তৃণমূলের স্ট্রাইক রেট দেখুন! অন্যদলের লোককে বিজেপি ভাঙিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু তৃণমূলই একমাত্র দল যাতে বিজেপির লোকও নিজে থেকে আসছে এবং ভোটে জিতছেও। ফলে জনগণের শক্তিকে ছোট করে দেখা উচিত নয়।'' যা থেকে মনে করা হচ্ছে, বড় শরিককে বার্তা দিতেই 'কোন দলকে ছোট করা উচিত নয়' মন্তব্যও করেছেন তিনি। এখন দেখার এ বিষয়ে বড় শরিক কংগ্রেস কী বলে।

'মা'কে বলুন নেহেরুর চিঠিগুলি ফেরত দিতে'!

রাহুল গান্ধিকে চিঠি পাঠাল প্রাইম মিনিস্টার মিউজিয়াম

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বরঃ সোনিয়া গান্ধির কাছে ভারতের প্রথম এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কিছু চিঠি রয়েছে। তা এবার ফেরত চাইল প্রাইম মিনিস্টারস মিউজিয়াম। সম্প্রতি লোকসভার দলনেতা রাহুল গান্ধির কাছে চিঠি দিয়েছেন এই মিউজিয়ামের এক সদস্য রিজওয়াল কাদরি। তিনি তাঁকে অনুরোধ করেছেন যাতে তিনি তাঁর মাকে বলেন ওই চিঠিগুলি ফিরিয়ে দিতে। 'প্রাইম মিনিস্টারস মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি' কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে এই চিঠি দিয়েছে। তার সদস্য রিজওয়ান দাবি করেছেন, ২০০৮ সালে সোনিয়া গান্ধির নির্দেশ অনুসারেই ওই চিঠিগুলি মিউজিয়াম থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। রিজওয়ানের বক্তব্য, প্রায় ৮টি বিভাগ থেকে ৫১টি কার্টন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই সময়। তখন এই মিউজিয়ামের নাম ছিল নেহরু মেমোরিয়াল। তাঁর দাবি, ওই কার্টনগুলির মধ্যে জওহরলাল নেহরুর লেখা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ছিল। সেগুলি ফেরত পেলে গবেষণায় ভীষণভাবে কাজে লাগবে এবং দেশের ইতিহাসকে নতুন করে চেনা যেতে পারে। রিজওয়ান কাদরি আরও যে দাবি করেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

জানিয়েছেন, লেডি (এডউইনা) মাউন্টব্যাটন এবং নেহরুর একে অপরকে লেখা একাধিক চিঠি রয়েছে সেইসব কার্টনে। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এবং রাজনীতিক জয়প্রকাশ নারায়ণকে নেহরুর লেখা চিঠিও রয়েছে সেখানে। কাদরি অভিযোগের সুরে বলেছেন, গত সেপ্টেম্বর মাসে তিনি নিজের এই চিঠি ফেরত চেয়ে সোনিয়া গান্ধিকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া তিনি পাননি। তাই তিনি এখন রাহুল গান্ধিকে চিঠি দিয়েছেন। কাদরির স্পষ্ট কথা, সোনিয়া গান্ধির নির্দেশেই যে এই চিঠিগুলি মিউজিয়াম থেকে সরানো হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে। তিনি এও বলছেন, ভারতের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হতে পারে। তাই সেগুলি ফেরত দিলে আখেরে দেশের অতীতকে বুঝতেই সুবিধা হবে। প্রচুর তথ্যও উঠে আসতে পারে। গোটা বিষয়টি নিজের স্বাভাবিকভাবেই আসরে নেমে পড়েছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র সম্বি পাত্র ইতিমধ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ৫১টি এমন কার্টন সরিয়ে নিয়ে গেছেন যার মধ্যে এডউইনা মাউন্টব্যাটন এবং নেহরুর চিঠি ছিল! আমার তো সবথেকে বেশি এটা জানতে ইচ্ছে করছে যে দুজনের মধ্যে এমন কী কথা হয়েছিল যা লোকাতে চেষ্টা করছে কংগ্রেস।'

এক দেশ এক ভোট নিয়ে সাবধানী মোদি সরকার?

আজই দিতে পারে যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বরঃ 'এক দেশ, এক ভোট' নীতি কার্যকর করতে এবং এই প্রসঙ্গে নয়া আইন আনতে তেড়েফুঁড়ে মাঠে নামার পরও কি কিছুটা সাবধানী কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার? এই প্রশ্ন উঠছেই। কারণ, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে, 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন' বিল হয়তো সরাসরি আইনে পরিণত করার পথে হাঁটবে না মোদি সরকার। মনে করা হচ্ছে, সরকার পক্ষ এই বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসি গঠনের প্রস্তাব দিতে পারে। এখনও পর্যন্ত যতটুকু তথ্য সামনে এসেছে, তাতে মনে করা হচ্ছে - খুব সম্ভবত মঙ্গলবারই (১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪) ১২৯তম সাংবিধানিক সংশোধনী বিলটি লোকসভায় পেশ করা হতে পারে। সংসদের নিম্ন কক্ষে এই বিল পেশ করবেন প্রাক্তন আইন মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। অনুমান করা হচ্ছে, বিল পেশ করার পর তিনি এই বিল নিয়ে জেপিসি গঠনের প্রস্তাব দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি হবে, বিল নিয়ে যাতে আরও বিশদে আলোচনা এবং বিবেচনা করা যায়, তার জন্যই জেপিসি গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সরকারের তরফে এই প্রস্তাব পাওয়ার পরই বিভিন্ন রাজনৈতিক

দলের তরফে জেপিসি-র জন্য সদস্যদের নাম মনোনীত করে সেই তালিকা লোকসভায় জমা দেওয়া হবে। সূত্রের দাবি, এক্ষেত্রে যেদিন বিল পেশ করা হবে, সেদিনই লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা জেপিসি গঠনের কথা ঘোষণা করে দিতে পারেন। প্রাথমিকভাবে জেপিসি-কে ওই বিলের প্রস্তাব খতিয়ে দেখার জন্য নির্ধারিত সময় দেওয়া হবে। যদিও পরে সেই সময়সীমা বাড়ানোও হতে পারে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের আরও দাবি, এই বিলের জেপিসি গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্যস্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরও জায়গা দেওয়া হতে পারে। কারণ, এই বিলের প্রধান লক্ষ্যই হল- লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই দেশের সমস্ত বিধানসভা ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতেও প্রাদেশিক আইনসভার ভোট করিয়ে নেওয়া। তাই, কেন্দ্রের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মতামত শোনার পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদেরও কথা এক্ষেত্রে শোনা হতে পারে। প্রসঙ্গত, এক দেশ এক ভোট-বিলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দু'টি বিলকে যে লোকসভায় পেশ করা হবে, তা ইতিমধ্যেই নিশ্চিত। কারণ, সেই বিল দু'টি লোকসভায় পেশ হতে চলা বিলগুলির তালিকাভুক্ত করা হয়ে গিয়েছে। এই দু'টি বিল হল যথাক্রমে- সংবিধান (১২৯তম সংশোধনী) বিল, ২০২৪ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২৪।

বিজয় দিবসে বীরদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি রাষ্ট্রপতির, সাহসিকতাকে কুর্নিশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ বিজয় দিবসে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সোমবার সকালে সামাজিক এক্স-এ রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, বিজয় দিবসে, আমি আমাদের বীর সৈনিকদের শ্রদ্ধা জানাই, যারা ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় অদম্য সাহস প্রদর্শন করেছিলেন, ভারতের জয় নিশ্চিত করেছিলেন। একটি কৃতজ্ঞ দেশ আমাদের সাহসী বীরদের চূড়ান্ত আত্মত্যাগকে স্মরণ করে যাদের গল্প প্রতিটি ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে এবং জাতীয় গর্বের উৎস হয়ে থাকবে।বিজয় দিবসে বীর শহীদদের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স-এ টুইট করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, বিজয় দিবসে, আমরা ১৯৭১ সালে ভারতের ঐতিহাসিক বিজয়ে অবদান রাখা সাহসী সৈনিকদের সাহস ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানাই। তাঁদের নিঃস্বার্থ উৎসর্গ এবং অটল সংকল্প আমাদের দেশকে রক্ষা করেছে এবং আমাদের গৌরব এনে দিয়েছে। এই দিনটি তাঁদের অসাধারণ বীরত্ব এবং তাঁদের অদম্য চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁদের আত্মত্যাগ চিরকাল প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে এবং আমাদের দেশের ইতিহাসে গভীরভাবে গেঁথে থাকবে।

বিজেপি সর্বদা মহিলাদের কল্যাণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধঃনির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ বিজেপি সর্বদা মহিলাদের কল্যাণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। নির্মলার কথায়, সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তকালীন রাজীব গান্ধী সরকার মহিলা সংরক্ষণ বিল আনেনি, কিন্তু তাঁর সরকার লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের সংরক্ষণ প্রদানের জন্য আইন পাস করেছে। সীতারমন জোর দিয়ে বলেন, বিজেপি সরকার সংবিধান রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্যসভায় সোমবার ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ বছরের গৌরবময় যাত্রার উপর একটি বিশেষ আলোচনা শুরু হয়। ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে বক্তব্য শুরু করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। নির্মলা অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেস গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে একটি পরিবারকে সাহায্য করার জন্য এবং ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য নির্লজ্জভাবে সংবিধান সংশোধন

মহিলাদের জুনিয়র এশিয়া কাপ হকিঃ ভারত শ্যুটআউটে চিনকে হারিয়ে শিরোপা রক্ষা করেছে

মাস্কাট, ১৬ ডিসেম্বর ঃ রবিবার ওমানের মাস্কাটে মহিলা জুনিয়র এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতীয় মহিলা হকি দল পেনাল্টি শ্যুটআউটে চিনকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে সফলভাবে শিরোপা রক্ষা করেছে।জিনঝুয়াং তান চিনের হয়ে প্রথম গোলটি করেন। কিন্তু কণিকা সিওয়াচ ভারতের হয়ে তৃতীয় কোয়ার্টারে সমতা এনে দেন। এরপর ম্যাচটি পেনাল্টি শ্যুটআউটে চলে যায়। ভারতের গোলরক্ষক নিধি পেনাল্টি শ্যুটআউটের সময় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেছিলেন যাতে তাঁর দলকে শিরোপা তুলতে সাহায্য করে।পেনাল্টি শ্যুটআউটে ভারতের হয়ে গোল করেন সাক্ষী রানা, ঈশিকা ও সুনেলিতা। গোলরক্ষক নিধি লিহাং ওয়াং, জিঙ্গি লি এবং ডান্ডান জুওর বিরুদ্ধে তিনটি দুর্দান্ত সেভ করেছিলেন যাতে ভারত তার শিরোপা রক্ষা করে।হকি ইন্ডিয়া, প্রত্যেকের প্রচেষ্টা এবং চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের জন্য প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য ২ লাখ টাকা এবং প্রতিটি সমর্থন স্টাফকে ১ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

২০২৫-এর শেষ অথবা ২৬-এর শুরুতে জাতীয় নির্বাচনঃমুহাম্মদ ইউনূস

ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সোমবার সকালে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।ভাষণে নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সব প্রধান সংস্কারগুলি সম্পন্ন করে নির্বাচন আয়োজন করার ব্যাপারে বারবার আপনাদের কাছে আবেদন জানিয়ে এসেছি। তবে রাজনৈতিক ঐকমত্যের কারণে আমাদের যদি, আবার বলছি যদি, অল্প কিছু সংস্কার করে ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করার ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয় তাহলে ২০২৫ সালের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে।তিনি বলেন, আর যদি এর সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত মাত্রার সংস্কার যোগ করি তাহলে অন্তত আরও ছয় মাস অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে। মোটামুটি বলা যায়, ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা যায়।

কনকনে শীতের পারদ নামতেই নলেন গুড়ে মজেছে আপামর বাঙালি

দুরন্তবার্তা,দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৬ ডিসেম্বরঃবাঙালি বড্ড বেশি ভোজনরসিক। জামাইষষ্ঠীর পর আষা।রে বৃষ্টি শুরু হতেই বাঙালি ছোটে মাছের বাজারে ইলিশের খোঁজে। শারদ উৎসবের শুরু হতেই হেঁসেলে গিন্নি খোঁজেন শীতের সব্জি। ঠিক সেই সময় বিজয়ার নাড়ু নিয়ে ব্যস্ত থাকেন ঠাকুমা দিদিমারা। আর এরপর শারদ উৎসব পেরোলেই শীতের আমেজ। নতুন ধান ঘরে ওঠার পালা। এবার বাঙালির সন্ধানে আসে খেজুরের রস ও খেজুর গু।। নভেম্বর মাসের মধ্যে হালকা শীতের আমেজ অনুভূত হয়। ধীরে ধীরে শীত জাঁকিয়ে প।তে থাকে। মাঝে মাঝে আকাশ মেঘলা থাকায় শীতের কনকনে ভাব হাড়ে হাড়ে টের পায় মানুষজন। আর এরপর জানুয়ারি মাসে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা সেইসময় আপামর বাঙালির ঘরে ঘরে পিঠে পুলির অনুষ্ঠান। সেই পিঠে-পুলি তৈরিতে চাই নলেন গুড়। কথা বলছি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের বরভিটা গ্রামের সুরেশ সরকার খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে সেই রস জাল দিয়ে নলেন গু। তৈরি করেন। প্রতি বছরই খেজুর গাছ থেকে রস বের করে নলেন গুড় তৈরি করেন বছর ৫০-এর সুরেশ বাবু। তিনি প্রায় ৮ বছর ধরে এই কাজ করে আসছেন। সুরেশবাবু জানান, প্রতি বছর ১৪ থেকে ১৫ টি খেজুর গাছ কিনে নিতে হয়। সেই গাছ থেকে রস নেবার পর কমপক্ষে সাতদিন বিশ্রাম দিতে হয়, একে বলে শুকি। এই শুকি না দিলে খেজুর রসের স্বাদ থাকবে না ফলে নলেন গু।রে স্বাদও কমে যাবে। সুরেশবাবুর এই গুড় তৈরির কাজে হাত লাগান তাঁর দুই ছেলে উত্তম ও শুভ।এই নলেন গু।কে বাজারজাত করার জন্য তিনি সরাইহাট, হরিরামপুর হাট, পাতিরাজ হাট সহ এলাকার বিভিন্ন হাটে এই নলেন গু। ৭০ থেকে ৮০ টাকা দরে বিক্রি করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের দাম আকাশ ছোঁয়া কিন্তু গু।রে দাম সেভাবে পাওয়া যায় না। তবে গত দু'বছর আগে চলতে থাকা করোনা মহামারীর জেরে ব্যবসায় অনেকটা মঃদা থাকার ফলে লক্ষীর ভাঁ।ে টান পড়েছিল ব্যবসায়ীদের। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি অনেক স্বাভাবিক আর তাই এই শীতের সময় ফের নলেন গুড়ের ব্যবসায় লাভবান হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। জেলার এলাকাবাসী বিমান হালদার, জানান সুরেশবাবুর তৈরি নলেন গু।রে একটা নাম আছে এলাকায়। যার জন্য আশপাশের এলাকা থেকে মানুষজন চলে আসেন সুরেশবাবুর বা।ি গু। কিনতে। তবে গত দু'দিন ধরে চলতে থাকা উত্তুরে ঠান্ডা কনকনে হাওয়া উত্তরবঙ্গ জু।ে জাঁকিয়ে ঠান্ডার থাবা ফেলেছে তার রেশ পাওয়া যাচ্ছে হা।ে হা।ে। আমরা তার সাথে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাবাসীরা ঐ হাড় হিম করা ঠান্ডায় কাঁপছি। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে জবুথবু হয়ে লেপের তলায় আশ্রয় নিয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতা তা বলাই বাহুল্য।

কঠিন পরীক্ষায় সিরিয়াঃইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচির বিশ্লেষণ

ইরান,১৬ডিসেম্বরঃ-ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাকচি লেবাননের সংবাদপত্র আল-আখবারে লেখা এক নিবন্ধে সিরিয়া পরিস্থিতি এবং এই দেশটিকে বাঁচানোর উপায় বিশ্লেষণ করেছেন।সিরিয়া ও ফিলিস্তিন পরিস্থিতি বিবেচনায় পশ্চিম এশীয় অঞ্চলের ভবিষ্য নিয়ে মুসলিম বিশ্ব ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণ বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের ইহুদি-খ্রিস্টান সংকটের ফলে বিগত কয়েক দশক ধরে মুসলিম বিশ্ব তাদের সার্বভৌম অধিকারের ব্যাপারে অসচেতনতার কারণে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে।একজন কূটনীতিক হিসেবে আমার দায়িত্ব পালনের বছরগুলিতে, ফিলিস্তিন সংকট সর্বদা আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। আলোচনার টেবিলে আমি সবসময় ইউরোপীয় সহকর্মীদের যুক্তির মুখোমুখি হয়েছি। তাদের ভাষ্য হলো 'জার্মান জনগণ ইহুদিদের বিরুদ্ধে নাসি শাসনের নৃশংসতার জন্য নিজেদেরকে অসম্মানিত এবং দায়ী বলে মনে করে'। তাদের এ বক্তব্যটি যথার্থ কেননা ইউরোপীয় ইতিহাসের সেই অন্ধকার যুগের শাসকদের নৃশংস আচরণ তৎকালীন ইউরোপীয় মহাদেশের মানুষের দেহমনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বের অন্যান্য দেশের শরীরেও বহু ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। আমার দেশ ইরান এবং আমার দেশের জনগণ নিরপেক্ষ থাকা সত্ত্বেও সেই বিশ্ব যুদ্ধের কারণে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছিল।কূটনৈতিক আলোচনায় যখন প্রতিপক্ষ তাদের লজ্জার কথা বলেছিল এবং এ বিষয়ে তাদের দায় স্বীকার করেছিল, তখন আমার মনে একটি প্রশ্নের উদ্রেক ঘটেছিল যে প্রশ্নের সাথে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। সেটি হলোঃ ইসরাইলি ন্যাক্কারজনক অপরাধের জন্য কে দায়ী? যে অবৈধ দখলদার ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করে আছে এবং সর্বদা আন্তর্জাতিক রীতিনীতি যথারীতি লঙ্ঘন করে যাচ্ছে, দখলদার ইসরাইলের প্রতিবেশীদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বকে আক্রমণ করে যাচ্ছে এবং অব্যাহতভাবে জনগণের জন্য অনেক বিধিনিষেধ সৃষ্টি করেছে এমনকি মানবিক ত্রাণ-সাহায্য পাঠানোর পথেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর নৃশংসভাবে বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে! এই অপরাধের সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে গত ১৪অক্টোবর২০২৪-এর শোহাদায়ে আল-আকসা হাসপাতালের হলোকাস্টের কথা উল্লেখ করা যায়। গাজা শরণার্থী শিবিরে চালানো ওই গণহত্যাকে নাসি গণহত্যার আধুনিক সংস্করণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাদের নির্লজ্জ বর্বরতার উদাহরণের জন্য এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট।সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং ইসরাইলের বর্বর অপরাধের সম্প্রসারণ এবং সিরিয়ায় তার বিস্তারের ঘটনা আমার আগের প্রশ্নের সঙ্গে নতুন আরেকটি প্রশ্ন যোগ করেছে। প্রশ্নটি হলোঃএমন একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ যে দেশটির অভ্যন্তরে এমনিতেই কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করছে, একটি সরকারের পতনের পর আরেকটি সরকারের জন্ম হতে যাচ্ছে, সে দেশের ভূখণ্ডে ইসরাইলি আগ্রাসনের জন্য কে দায়ী? দুঃখ প্রকাশ করা এবং উদ্বেগ জানানো সবচেয়ে সহজ শব্দ এবং কখনও কখনও সবচেয়ে অর্থহীন শব্দ। যারা 'পশ্চিম এশিয়ার জনগণের

ডঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান ২০২৪-এ সম্মানিত ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ এবং সাহিত্য সমৃদ্ধির প্রতি নিবেদিত ডঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান ২০২৪ অনুষ্ঠানটি কলকাতায় সম্পন্ন হয়েছে। এই বছর এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মান বিখ্যাত বক্তা এবং চলচ্চিত্র শিল্পের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদীকে দেওয়া হয়েছে। ডাঃ চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী, যিনি চাণক্য চরিত্রে অভিনয় করে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান এই সম্মাননা প্রদান করেন।বন্দে মাতরম এবং বিখ্যাত সাংবাদিক ও গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্রের পরিবেশিত জাতীয় সঙ্গীত জন গণ মন দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ আয়কর উপদেষ্টা সজ্জন কুমার তুলস্যান, পাঁচজন্য-র সম্পাদক হিতেশ শঙ্কর এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক অজয় প্রতাপ সিং এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।ডঃ হেডগেওয়ারের অবদানের কথা উল্লেখ করে সুনীল আম্বেকর বলেছেন, তিনি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই বাংলার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর স্কুলের সময়ে তাঁর দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনগুলির মধ্যে বন্দে মাতরমের স্লোগানটি বাংলা থেকেই শুরু হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ডঃ হেডগেওয়ার দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মানুষের প্রয়োজন বুঝতে পেরে ১৯২৫ সালে মাত্র ১৭ জনকে নিয়ে আরএসএসের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তখন এটা বজায় রাখা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি আরও বলেন, যখনই হিন্দু সমাজ জাতীয়তাবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, দেশ ভাগ ও সন্ত্রাসের মতো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু যখনই তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, ফলাফল হয়েছে দেশের স্বার্থে। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা দুঃখজনক হলেও সেখানকার হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করছে, যা সবার জন্য শিক্ষণীয়।অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতির ভারসাম্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুনীল আম্বেকর বলেন, সারা বিশ্বের মানুষ প্রযুক্তিগত বিকাশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, কিন্তু ভারতের মেধা এতটাই সমৃদ্ধ যে একটি সময় আসবে যখন আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রযুক্তির সাথে একীভূত করব।সজ্জন কুমার তুলস্যান ডঃ চন্দ্র প্রকাশ দ্বিবেদীর কাজের প্রশংসা করে বলেছেন, তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন, চলচ্চিত্র শিল্পে অবদানের জন্য তিনি পদ্মশ্রীতে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর কাজগুলি ভারতীয়তা এবং হিন্দুত্বের সমার্থক। ডঃ দ্বিবেদীকে সম্মানিত করে কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গর্ব করার মতো, কিন্তু আমরা এর প্রতি সুবিচার করিনি। ডঃ হেডগেওয়ারের মতো ব্যক্তিত্বের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় নবজাগরণ। ডঃ দ্বিবেদী তার ভাষণে বলেন যে আমি অনেক সম্মান পেয়েছি, কিন্তু ডঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান আমার জন্য সবচেয়ে বড়। যে আদর্শ ও পথ নিয়ে আমি আমার জীবন শুরু করেছি তার প্রতি এই সম্মান একটি শ্রদ্ধা। ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাচীন এবং চির-নতুন, এবং নতুন প্রজন্ম এটি বুঝতে পেরে আনন্দিত। তিনি কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানকে দারা শিকোহ বলে সম্বোধন করেছিলেন।গীতার বাণীকে প্রাণবন্ত করতে হবে - আরিফ মহম্মদ খানভারতীয় সংস্কৃতির প্রশংসা করে আরিফ মহম্মদ খান বলেন, গীতা শুধু পড়ার জন্য নয়, এর বার্তাগুলোকে জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। দারা শিকোহের মতো ব্যক্তিত্ব উপনিষদ অনুবাদ করে সারা বিশ্বে ভারতীয জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব দারা শিকোহকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শুধু হত্যাই করেননি, তার জ্ঞান সম্পদও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দারা শিকোহ কর্তৃক পার্সি ভাষায় অনূদিত উপনিষদের সমস্ত কপিও পুড়িয়ে দেন। যাইহোক, তিনি কিছু কপি লুকিয়ে রাখেন যা পরবর্তীতে ইউরোপে পৌঁছে সেখানে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ শুরু হয়। স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জ্ঞান অর্জনে নিযুক্ত থাকা।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগারের চেয়ারম্যান মহাবীর প্রসাদ বাজাজ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিডি শর্মা।ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী কে?ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী একজন বিখ্যাত লেখক, পরিচালক এবং প্রযোজক যিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে কেন্দ্রে রেখে অনেক বিখ্যাত রচনা তৈরি করেছেন। তিনি ১৯৬০ সালের ৬ জুন রাজস্থানের শিরোহি জেলার দোদিয়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাঁর আগ্রহ সাহিত্য ও শিল্পের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।ডঃ দ্বিবেদী টিভি ধারাবাহিক চাণক্য (১৯৯১)-এর মাধ্যমে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। এর পরে, মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলির উপর ভিত্তি করে এক অর মহাভারত এবং মৃত্যুঞ্জয় (কর্ণ)-এর মতো কাজগুলি উপস্থাপন করেন। তার চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে পিঞ্জর (২০০৩), মোহাল্লা অস্‌সি (২০১৮), জেড প্লাস (২০১৪), এবং সম্রাট পৃথ্বীরাজ (২০২২)। ডঃ দ্বিবেদী ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি নিবেদিত। তিনি ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও ইতিহাসকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রে নিজস্ব অবদানের জন্য ২০০২ সালে পদ্মশ্রী-সহ বেশ কয়েকটি সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁর কাজগুলি ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে জীবন্ত করার জন্য বিখ্যাত।

রাষ্ট্রপতি ভবনে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতিকে অভিবাদন, আতিথেয়তায় আপ্লুত দিসানায়েক

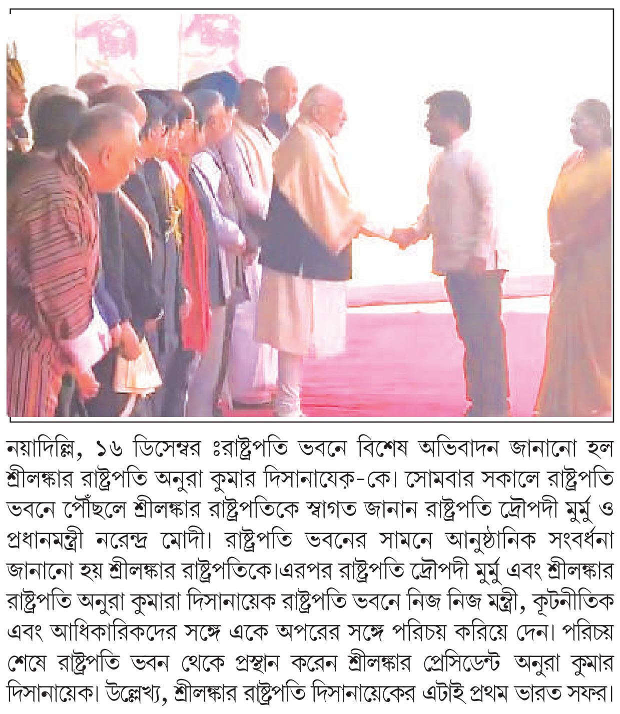

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর ঃরাষ্ট্রপতি ভবনে বিশেষ অভিবাদন জানানো হল শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিসানায়েক-কে। সোমবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছলে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানানো হয় শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতিকে।এরপর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়েক রাষ্ট্রপতি ভবনে নিজ নিজ মন্ত্রী, কূটনীতিক এবং আধিকারিকদের সঙ্গে একে অপরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয় শেষে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রস্থান করেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমার দিসানায়েক। উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি দিসানায়েকের এটাই প্রথম ভারত সফর।

আগরপাড়া বেলতলা স্পোর্টিং ক্লাবের এক সামাজিক কর্মকান্ডের মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন পাণিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ মহাশয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আগরপাড়া বেলতলা স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক শুভম দত্ত। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপ-পৌরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী, পৌরপারিষদ তীর্থঙ্কর ঘোষ সহ অন্যান্য কাউন্সিলরবৃন্দ। সন্ধ্যাবেলায় নৃত্য ও সংগীতের অনুষ্ঠানে এলাকায়া সারা পড়ে যায়। এই মঞ্চে বসে আকাঁ প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরন করা হয়।

জনকেন্দ্রিক সমস্ত বিষয়ে আলোচনায় প্রস্তুত সরকারঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৬ ডিসেম্বর ঃজনগণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে আলোচনায় প্রস্তুত সরকার। উত্তর প্রদেশ বিধানসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, আমি সমস্ত নেতাদের কাছে আবেদন করছি, উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় আলোচনা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হোক। ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি অর্জনের রাজ্য সরকারের সংকল্পে আমাদের সকলের অংশগ্রহণ করা উচিত।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, এটি একটি গর্বের বিষয় হবে, যখন ২০২৫ সালের মহাকুম্ভ মেলা প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত হবে। আমি সমস্ত বিরোধী নেতাদের কাছে রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা করার জন্য আবেদন করছি। উত্তর প্রদেশ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের আগে যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে। আমি সকল সদস্যকে স্বাগত জানাই। এটা গর্বের বিষয় যে দেশ ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি 'বিকশিত ভারত' তৈরির প্রধানমন্ত্রী মোদীর আশা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং উত্তর প্রদেশ এতে বড় ভূমিকা পালন করছে।

তবলার জাদুতে মুগ্ধ গোটা বিশ্ব, জাকির হুসেনের প্রয়াণে একটি যুগের অবসান

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ তবলায় জাদু চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল। রবিবার সান ফ্রান্সিসকোর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কিংবদন্তি তবলাবাদক, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা উস্তাদ জাকির হুসেন। ৭৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। জাকির হুসেনের প্রয়াণে একটি যুগের অবসান হয়ে গেল। নিজের তবলার জাদুতে সমগ্র বিশ্বকে মুগ্ধ করেছিলেন তিনি।জাকিরের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ দিন ধরেই রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। হৃদ্যন্ত্রে সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ নিঃশ্বাস করেছেন জাকির। ১৯৫১ সালে মুম্বইয়ে জন্ম জাকিরের। তাঁর পিতা উস্তাদ আল্লা রাখাও ছিলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক। ভারত সরকারের পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। মাত্র তিন বছর বয়স থেকে তবলার সফর শুরু তাঁর। সাত বছর বয়স থেকে মঞ্চে একক অনুষ্ঠান করেছেন তিনি।

ছলে বলে কৌশলে জিহাদিরা দেশকে হিন্দুশূন্য করছে, কটাক্ষ তসলিমার

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ মনে হচ্ছে বাংলাদেশের বড় বড় পদে যত হিন্দু আছেন, তাঁদের সবাইকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। সোমবার সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্য করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।তিনি লিখেছেন, গত চার পাঁচ মাসে অগুনতি হিন্দু নারীপুরুষকে তাঁদের পদ থেকে জোরপূর্বক সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরিয়ে দেওয়ার জন্য কতগুলো অযৌক্তিক এবং হাস্যকর কারণ দেখানো হয়েছে। শিশির ভট্টাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক, শুধু অধ্যাপকই নন, ইন্সটিটিউটের পরিচালকও ছিলেন। তাঁকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইনস্টিটিউটের বীর জিহাদি শিক্ষার্থীরা। শিশির ভট্টাচার্যের একটি ফেসবুক পোস্ট পড়ে নাকি তাদের জিহাদোনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। আঘাতের শুশ্রূষা করতে হলে কী করতে হবে? শিশির ভট্টাচার্যকে পদচ্যুত করতে হবে।কিছুদিন আগে সিরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে নিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন শিশির ভট্টাচার্য। তিনি লিখেছেন, ' পালালো?' প্রশ্ন শুনে এক আরবি বন্ধু বললোঃ' হচ্ছো কেন, পালানোতো সুন্নত (আরব দেশে মহাপুরুষদের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত)!'। পোস্টটিতে শিশির ভট্টাচার্য তাঁর এবং তাঁর এক আরব-বন্ধুর খুব সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যালাপ তুলে ধরেছেন। এই কৌতুকময় সত্য উচ্চারণের কারণে কারও জিহাদোনুভূতিতে আঘাত লাগলে সেটা জিহাদোনুভূতির দোষ, বাক্যালাপের দোষ নয়, বাক্যালাপ যারা করেছে, তাদেরও দোষ নয়। ছলে বলে কৌশলে জিহাদিরা দেশকে হিন্দুশূন্য করছে।

দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির মামলায় সাক্ষীদের তালিকা তৈরির নির্দেশ

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বরঃনিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের তোড়জোড় শুরু হতে চলেছে। সোমবার মৌখিক ভাবে বিচার ভবনের বিচারক ইডিকে আগামী বুধবারের মধ্যে সাক্ষীদের তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দেন।প্রায় প্রতি দিনই বিচার প্রক্রিয়া চলতে পারে। সোমবার মৌখিক পর্যবেক্ষণে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছে নিম্ন আদালত। নিয়োগকাণ্ডে ইডির মামলায় অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।তদন্তকারী সংস্থাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত নথি জমা দেওয়ার নির্দেশও দেন বিচারক। পাঁচ নম্বর অতিরিক্ত (সাপ্লিমেন্টরি) চার্জশিটে যাঁরা অভিযুক্ত হিসাবে পরে যুক্ত হয়েছেন, তাঁদেরও নোটিস এবং নথি দিতে বলা হয়েছে।উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২৩ জুলাই গ্রেফতার হয়েছিলেন তকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তার পর একাধিকবার জামিনের আর্জি জানালেও তা খারিজ হয়ে যায়। গত ১৩ ডিসেম্বর, সুপ্রিম কোর্ট ইডির মামলায় শর্তসাপেক্ষে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মঞ্জুর করে। শীর্ষ আদালত জানায়, ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তিনি জামিন পাবেন। এ মাসের মধ্যেই চার্জ গঠন করতে হবে ইডিকে।

আবহাওয়া

শীতের পরশ গায়ে মেখে সোমবারও ঘুম ভাঙল মহানগরীর। কলকাতার পাশাপাশি লাগোয়া জেলাতেও জমজমাট শীতের আমেজ। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৫ ডিগ্রি কম। পুরুলিয়া, বাঁকু।ার মতো জেলাগুলিতে সোমবারও কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। তবে, ফের মাথাচাড়া দিতে পারে তাপমাত্রার পারদ।।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৬ মিনিট । ভাটা-সকাল ৯ টা ৫৬মনিট এবং রাত ১ টা ৫৬মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৭মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫২মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৩০ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ১ পৌষ, চান্দ্রঃ ১৬ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৫ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১৬ পোইনু, আসামঃ৩০ অঘোন, মুসলিমঃ১৪-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।বাংলাদেশঃবিজয় দিবসসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১২ঃ০৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫২ঃ০৬।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ০২(১৬) এবং অস্তঃসকাল ০৮ঃ০১ঃ২০(১৭)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃপ্রতিপদ (নন্দা) সকাল ঘ ১৩ঃ১৪ঃ২৮ দং ১৭৩৫৪৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃআর্দ্রা শেষ রাত্রি ঘ ০২ঃ৫৫ঃ১৬ দং ৫১৪৬২২.৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃকৌলব সকাল ঘ ১৩ঃ১৪ঃ২৮ দং ১৭৩৫৪৫ পর্যন্ত পরে তৈতিল রাত্রিঃ১২ঃ৪২ঃ৪৭ দং ৪৬১৫১০ পর্যন্ত পরে গরযোগঃশুক্র শেষ রাত্রি ঘ ০১ঃ৩০ঃ১৯ দং ৪৮১৩৬০ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃত যোগঃদিন ০৬ঃ১২ঃ১০ থেকে - ০৭ঃ৩৭ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ০২ঃ৫০ থেকে - ১১ঃ১০ঃ৫১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৩২ঃ১১ থেকে - ১১ঃ০৫ঃ৩১ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৩৮ঃ৫০ থেকে - ০৩ঃ৩২ঃ১০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০২ঃ০১ঃ৩১ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ১১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৪৫ঃ৩০ থেকে - ০২ঃ৩৮ঃ৫০ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০২ঃ১২ঃ১১ থেকে - ০৩ঃ৩২ঃ১১ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৭ঃ৩২ঃ১০ থেকে - ০৮ঃ৫২ঃ১০ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৯ঃ৫২ঃ১১ থেকে - ১১ঃ৩২ঃ১১ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮০৫৬৭ (১৯) ১ পদচন্দ্রঃ ২২১৩৪০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৩১০৩৮৩৭ (৮) ৩ পদবুধ৭১০৩৪২২ (১৭) ৩ পদবৃহস্পতিঃ১২১৫১৫২ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯১৬৬৫১ (২২) ২ পদশনিঃ১০১৬১২৩৭ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১০২২৪১ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১০২২৪১ (১৩) ১ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ০৮ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১০ঃ০৪ঃ০১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১১ঃ৩৭ঃ২৫ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০১ঃ০৮ঃ২৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০২ঃ৪৯ঃ০৩ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৭ঃ০০ঃ৪৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ০৯ঃ১৬ঃ২৮ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১১ঃ২৭ঃ৪৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৮ঃ০০ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৫২ঃ১০ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৬০৭ঃ৫৪ পর্যন্ত।

জেলা পর্যায়ে যুব উৎসব ২০২৪

অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়া , ১৬ ডিসেম্বর ঃ মিনিস্ট্রি অফ ইয়ুথ এ্যাফিয়াস এ্যান্ড স্পোর্টস,ভারত সরকার এর সহযোগিতায় নেহেরু যুব কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায. শুরু হয়েছে জেলা পর্যায়ে যুব উৎসব ২০২৪। হাওড়া সদর ও গ্রামীণ হাওড়া জেলার চৌদ্দটি পঞ্চায়েত সমিতি আছে। এই পঞ্চায়েত সমিতিতে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে। হাওড়া জেলায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলি তাদের বিগত দিনের ও বর্তমান কাজকর্মের ভিত্তিতে একমাত্র অগ্রগতি সংগঠন এই জেলা যুব উসব করার সুযোগ অর্জন করে। গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলিকাতা গ্রামের পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণীর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অগ্রগতি পরিচালিত রামকৃষ্ণ মন্ডল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন এর এন সি সি ইউনিট এর আয়োজনে মিনিস্ট্রি অফ ইয়ুথ এফিয়াস এ্যান্ড স্পোর্টস, ভারত সরকার এর সহযোগিতায় হাওড়া জেলা নেহেরু যুব সংগঠন এর ব্যবস্থাপনায় জেলা

পর্যাযে. যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল আমতা ১ নং ব্লকের রসপুর হাই স্কুল ফুটবল মাঠে। জেলা যুব উৎসবে প্রতিযোগিতার অঙ্গ হিসাবে ছিল অঙ্কন , মোবাইল ফটোগ্রাফি , ২০৪৭ সালে ভারতবর্ষকে কিভাবে দেখতে চাও এই বিষয়ে বক্তব্য, ব্যক্তিগত ও দলগত বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী , কবিতা লেখা , দলগত কালচারাল উৎসব । হাওড়া সদর ও গ্রামীণ হাওড়া জেলার চৌদ্দটি পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমিক,উচ্চ মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষক - শিক্ষণ সংস্থা,বি এড মহাবিদ্যালয় এর একশত পঁচিশ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। জেলা পর্যাযের যুব উৎসবে প্রত্যেক বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। জেলা পর্যায়ে যুব উৎসবে প্রত্যেক বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারীরা রাজ্য পর্যাযে. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ অর্জন করে। রাজ্য পর্যায়ের প্রথম স্থানাধিকারীরা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে বলে নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠন এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। জেলা পর্যায়ের এই যুব উৎসবে রসপুর হাই স্কুল ফুটবল মাঠে উপস্থিত ছিলেন অগ্রগতি সংগঠন এর প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার তপন মন্ডল, নেহেরু যুব কেংন্দ্র সংগঠন হাওড়ার দুই অধিকর্তা দুলাল মজুমদার ও পার্থ মিত্র, রামকৃষ্ণ মন্ডল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ত্রিদিব কুমার পাল, রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এর উপপ্রধান রাজকুমার খাঁড়া প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০০ কোটি টাকা রাজ্যকে দিতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ স্বচ্ছ ভারত মিশনে সমস্ত মাপকাঠি অতিক্রম করায় কেন্দ্রীয় সরকার ঐ প্রকল্পে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম কিস্তির প্রায় ২০০ কোটি টাকা রাজ্যকে দিতে চলেছে। বিগত বছরে ওই প্রকল্পে উন্মুক্ত শৌচ বন্ধ করা,বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মত নানা কর্মসূচিতে রাজ্য দেশের মধ্যে মডেল হিসেবে উঠে এসেছে। প্রথম কিস্তির টাকা পেতে তার আগের অর্থবর্ষের বরাদ্দ অর্থের প্রায় ৮৭ শতাংশ খরচ করতে হয়। রাজ্য এই মাপকাঠি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ করে খরচের নথি সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি কেন্দ্রকে পাঠিয়েছে। তার যাচাই প্রক্রিয়া শেষ করে কেন্দ্রের তরফে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। দ্রুত বরাদ্দ ছাড়ার ও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

কলকাতায় সফল বিজনেস কনক্লেভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ RMB Connect ২০২৪-এর সপ্তম তম সংস্করণ - রোটারি মিনস বিজনেস ফেলোশিপ কলকাতা দ্বারা আয়োজিত একটি ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট, ১৪ ই ডিসেম্বর কলকাতার ফেয়ারফিল্ডে দুর্দান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয়েছে। ইভেন্ট টি সারা দেশ থেকে নানা উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী নেতৃত্ব এবং রোটারিয়ানদের একটি গতিশীল সংবদ্ধ জোটকে একত্রিত করেছিল। এটি একটি অনুপ্রেরণাদায়ক এবং চিন্তা-উদ্দীপক অনুষ্ঠান যা সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং নেতৃত্বের শক্তি প্রদর্শন করেছিল। দিল্লি, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর এবং চেন্নাই সহ শহরগুলির ৩০ টিরও বেশি বিশিষ্ট নেতা এবং কলকাতার ২০০ উদ্যোক্তাদের সাথে, RMB Connect ২০২৪ ছিল ধারণা, নেটওয়ার্কিং এবং ব্যবসায়িক বিকাশের একটি কেন্দ্র। বিভিন্ন সেশনগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, শিল্প গঠনে এর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং এর সুবিধা এবং ঝুঁকির মধ্যে ভারসাম্যের উপর বিশেষ ফোকাস সহ আর্থিক সুস্থতা, MSMEs এবং স্টার্টআপগুলির জন্য অর্থায়নের বিকল্পগুলির মতো বিষয়গুলির একটি উপরে গভীরভাবে আলোচনা করে। অনুষ্ঠানটির একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল সদা ক্যারিশম্যাটিক বলিউড অভিনেতা আশীষ বিদ্যার্থীর স্ট্যান্ড-আপ পারফরম্যান্স এবং মেজর জেনারেল বিক্রম দেব ডোগরার মূল্যবান বক্তব্য যা দর্শকদের অনুপ্রাণিত করে। চ্যাপ্টারের সভাপতি রোটারিয়ান কৌশিক সেন কলকাতায় এই ধরণের বিসনেস কনক্লেভগুলির প্রয়োজনীয়তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন এবং বলেন, কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসার পরিবেশ বৃদ্ধিতে বহিরাগত ব্যবসাযী. এবং উদ্যোক্তাদের সংযুক্ত এবংসক্রিয় ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

খাদ্য দপ্তর ও সারা ভারতবর্ষে অগ্রনী ভূমিকায় পৌঁছবে ঃ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

দুরন্ত বার্তা, বিরাটী, ১৬ ডিসেম্বর ঃ সকলে মিলে ভালো ভাবে কাজ করলে এই রাজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছে একদম প্রথম সারিতে। যা তথ্য রয়েছে। আমার বিশ্বাস করতে অসুবিধা নেই সব দিক দিয়ে রাজ্যের খাদ্য দপ্তরও সারা ভারতবর্ষে অগ্রনী ভূমিকায় পৌঁছবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কে কি বলে না বলে, ওর দিকে তাকাবার বা শোনবার দরকার নেই। আমার কাজ আমাকে করতে হবে। এটা মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা দেন। আমরাও সেই কাজটা করব। আজকে বাংলা যা ভাবে ভারতবর্ষ আগামী কাল তা করে। এটা দেখা গেছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে। সোমবার দুপুরে উত্তর দমদম পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে উন্নততর পরিষেবা প্রদানের লক্ষে বিরাটী নীলাচলে পরিবর্তিত স্থানে উত্তর দমদম রেশনিং অফিসের শুভ উদ্বোধন করে কথা গুলি বলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের কাজের ভূয়শি প্রশংসা করেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মন্ত্রী বলেন এটা খুবই ভালো উদ্যোগ আধিকারিক দের ভালো পরিবেশে কাজ করতে পারবার জন্য রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে খাদ্য মন্ত্রী রথীন ঘোষ দায়িত্ব পালন করেছেন উত্তর দমদম রেশনিং অফিসার দের কাজে যাতে কোন অসুবিধা না হয়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে নীলাচলে পরিবর্তিত জায়গায় নতুন ভাবে সুন্দর পরিবেশে রেশনিং অফিসের উদ্বোধন করা হল। দেখবেন মানুষের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তথ্য জানতে।

e-Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Block, Murshidabad invites e-tender for: 1. **NIeT No:- 23/ICDS/Dev., Date: 13.12.2024** under 15 th FC & W & CD & SW, vide Memo No: **3737/Eng/Dev. Dated: 13.12.2024**, Total No. of Schemes 01 (One) Nos. Last date of Application : **20.12.2024 upto 6.00 pm.** Opening date of Technical Bid : **23.12.2024 from 11.00 am.** Opening date of Financial Bid : **26.12.2024 from 02.00 pm.** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Development Block. Visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Suti-I Dev. Block,
Murshidabad

বনবিড়ালকে উদ্ধার করে নিজস্ব বাসস্থানে ফিরিয়ে দিল পরিবেশ কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, আমতা, হাওড়া ঃ ভোরবেলা মায়ের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল ছোট্ট বনবিড়ালের ছানা। সারাদিন ধরে পরিবেশ কর্মীদের চেষ্টার পর ভয় অবশেষে সন্ধ্যায় মায়ের কাছে ফিরলো ছোট্ট ছানাটি। বাগনান বাঙালপুর ভগবান সেবা সংঘের সদস্যরা ভোরবেলা দেখতে পান ক্লাবের সামনে একটা ছোটো বিড়াল ছানা ঘুরছে এবং কুকুর তাকে তেড়ে আসছে। ক্লাবের সদস্য শুভেন্দু দাস ছানা টিকে নিয়ে বাড়িতে নিয়ে যান এবং তিনি লক্ষ্য করেন এটি সাধারণ গৃহপালিত বিড়াল নয়। শুভেন্দু দাস যোগাযোগ করেন হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সদস্য, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামানিকের সঙ্গে। ছানা টিকে একটি একটি নিরাপদ স্থানে রাখতে বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই চিত্রক প্রামানিক, সুমন্ত দাস ও ইমন ধাড়া এলাকায় পৌঁছায় এবং ছানা টিকে মায়ের কাছে ফেরানোই ছিলো তাদের প্রধান লক্ষ্য। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির

পর তাঁরা এলাকার বাসিন্দা মুক্ত মান্নার বাড়িতে একটি জ্বালানির স্তুপে বনবিড়াল থাকার প্রমাণ পান। কিন্তু দিনের বেলা এই কাজ সম্ভব নয় এবং এলাকার মানুষের সাহায্য প্রয়োজন। সন্ধ্যা নামার পর এলাকার মানুষ চুপচাপ ছিলেন এবং সবাই সহযোগিতা করেন। চিত্রক, সুমন্ত ও ইমন ছানা টিকে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দূর থেকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকেন। ঘন্টাখানেক পর অবশেষে মা বনবিড়াল আসে এবং ছানা টিকে নিয়ে আবার জঙ্গলে ফিরে যায়। এই বছরের শুরুতে জানুয়ারি মাসেও হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সদস্য চিত্রক, সুমন্ত, ইমন ও রঘুনাথ - মায়ের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া দুটো বাঘরোল ছানা কেও প্রায় ছয় ঘন্টার চেষ্টায় তাদের মায়ের কাছে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামানিক বলেন, সুস্থ বন্যপ্রাণী কে এলাকা থেকে দূরে সরানো পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর। যেকোনো বন্যপ্রাণ কে তাদের নিজের এলাকায় রাখলে তবেই এলাকার বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ঠিক থাকবে।

মথুরাপুরে মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনায় মৃত মা ও নাবালক শিশু

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৬ ডিসেম্বর ঃ এক মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা মথুরাপুরে। মৃত এক শিশু সহ তাঁর মা,গুরুতর জখম আরেক এক শিশু। এলাকায় উওজেনা। রাস্তার ধারে দুই সন্তানকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এক মহিলা। আচমকাই একটি এসইউভি গাড়ি প্রবল গতিতে তাঁদের সামনে চলে আসে। নাবালকদের নিয়ে পাশে সরে যাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পাননি ওই মহিলা। তিনজনকেই ধাক্কা মেরে পালায় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ওই মহিলা। নিহত হয় তাঁর ছেলে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বেলায় দঃ২৪ পরগনার মথুরাপুর থানার রামবাটি গোপালনগর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মথুরাপুর থানার গোপালনগর এলাকাতেই তাঁদের বাড়ি। এদিন বেলা সাড়ে এগারোটার পর মর্জিনা হালদার নামে এক মহিলা তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে মোহিতকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরিয়ান নামে এক আত্মীয়ের ছেলেও ছিল। গাড়ির ধাক্কায় তাঁরা তিনজনেই ছিটকে রাস্তার পাশে পড়ে যান। দ্রুত গতিতে ওই গাড়িটি সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জখমদের দ্রুত উদ্ধার করে মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিসকরা তাঁদের পরীক্ষা করে মা ও ছেলে কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ছয় বছরের আরিয়ানকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।ওই নাবালকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা ও উদ্বেগজনক বলে খবর। এদিকে, মাধবপুরের কাছে ঘাতক গাড়িটি কে পাওয়া গিয়েছে। ধৃত চালক। সে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ।

মন্ত্রীর গড়ে শিয়ালের হানা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১৬ ডিসেম্বর ঃ মন্ত্রীর গড়ে শিয়ালের দৌরাত্ম। শিয়ালের হানায় গুরুতর জখম ১৩ জন। আতঙ্কে গ্রাম ছাড়তে চাইছে এলাকাবাসী। প্রশ্নের মুখে বনদপ্তরের ভূমিকা। ক্রমশ বাড়ছে শিয়ালের উৎপাত। সমগ্র বিষয় নিয়ে বনমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী। গাছ মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে বন ধ্বংস হচ্ছে। তাই শিয়াল লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে অভিযোগ বিজেপির। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের কানন পাড়া এলাকায় দিনের আলোয় চাষের জমিতে শিয়ালের দলের আক্রমণের এই ঘটনায় ব্যাপক আতংক ছড়িয়েছে।

নেহেরু যুবকেন্দ্র (কলকাতা নর্থ) ব্যাবস্থাপনায় ও টালা ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন সহযোগিতায় আয়োজিত হলো বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনি । স্থান আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বি টি রোড কলকাতা উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি অনুজিত কুমার নান ও নেহরু যুব কেন্দ্রের

ডিম, দুধ, মাংস উৎপাদনে দেশের মধ্যে এরাজ্য প্রথম স্থান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ ডিম, দুধ, মাংস উপাদনে দেশের মধ্যে এরাজ্য প্রথম স্থান পেয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে প্রকাশিত চলতি বছরের অ্যানিমাল হাসবেন্ড্রি স্ট্যাটিসটিক্স- এ এই তথ্য উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই খবর ভাগ করে নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, মাংস ও দুধ উৎপাদনে দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে এরাজ্য। জাতীয় উৎপাদনের ১২.৬২ শতাংশ মাংস এরাজ্যেই উপাদিত হয়েছে । পাশাপাশি দুধের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে বার্ষিক সর্বোচ্চ উপাদনও এখানেই হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতীয় গড় যেখানে ৩.৭৮ শতাংশ, সেখানে বাংলার গড় ৯.৭৬ শতাংশ।তিনি জানিয়েছেন, ডিম, দুধ, মাংস উপাদনে দেশের সবথেকে বড় রাজ্য উত্তর প্রদেশকেও ছাপিয়ে গেছে বাংলা।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নাম নথিভুক্তকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ আগামী বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নাম নথিভুক্তকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে। আজ সংসদের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে আগামী একুশে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীরা কোন জরিমানা ছাড়াই অনলাইনে তাদের নাম নথিভূক্ত করতে পারবে বলে জানিয়েছে। সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সব উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্কুল ছাত্রী ও পরিবেশ কর্মীদের তৎপরতায় বিলুপ্ত ময়ূরী কাছিম উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আমতা, হাওড়া, ১৬ ডিসেম্বর ঃ স্কুলছাত্রী ও পরিবেশ কর্মীদের তৎপরতায় হাওড়া জেলার বাগনান ও আমতা থেকে উদ্ধার হলো বিলুপ্ত প্রায়, নয় কেজির ও চার কেজির দুটি মনবিশালাকার ময়ূরী কাছিম বা পিকক্ সফটশেল টার্টেল। বাগনান বৈদ্যনাথপুর গ্রামের স্কুল ছাত্রী অঙ্কিতা পাঁজা ভাত খেয়ে ব্যাগ গুছিয়ে স্কুলে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। হঠাৎ জানালা থেকে সে দেখতে পায় .একটি বিশালাকার কাছিম পাশের ডোবা থেকে উঠে রাস্তা পার হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার মা রীনা পাঁজা কে নিয়ে গিয়ে রাস্তা থেকে কাছিম টিকে তুলে নিয়ে বাড়ি আসে। খবর পেয়ে ওই গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবী সোনাই সামন্ত যোগাযোগ করেন হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সঙ্গে। পরিবেশ কর্মী সুমন্ত দাস ও রঘুনাথ

মান্না ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কিছুক্ষণ পরে পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামানিক, ঝিন্দন প্রধান ও সুপ্রকাশ আদক পৌঁছান। গ্রামের মানুষ কে এই বিলুপ্ত প্রায় কাছিম রক্ষার বিষয়ে সচেতন করে ও বন বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে বৈদ্যনাথপুর গ্রামের ই একটা জলাভূমিতে ময়ূরী কাছিম টিকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। অপরদিকে আমতা গাজীপুর গ্রামে সামাজিক সংগঠন প্রয়াসের সদস্যরা একটি চার কেজি ওজনের ময়ূরী কাছিম উদ্ধার করে পুনরায় এলাকার নিরাপদ জলাশয়ে সেটি মুক্ত করে দেয়। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামানিক বলেন, এই ময়ূরী কাছিম বা পিকক্ সফটশেল টার্টেল ২০২২ ভারতীয় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ পরিমার্জিত আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংরক্ষণের আওতায় তফসিলি ১ এর অন্তর্ভুক্ত। একে শিকার করলে ও বাড়িতে আটকে রাখলে কয়েক বছরের জেল ও জরিমানা হয়। ক্রমাগত জলাভূমি নষ্ট ও শিকারের কারনে এর সংখ্যা কমছে।

মথুরাপুরে সাংসদের জন্মদিন পালন

দুরন্ত বার্তা, মথুরাপুর, ১৬ ডিসেম্বর ঃ মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদারের জন্মদিন পালন করা হলো সোমবার ঘটা করে।এদিন মথুরাপুর লোকসভা কেংন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদারের ৩৮ তম জন্মদিন উপলক্ষে কৃষ্ণচন্দ্রপুরের তৃনমূলের দলীয় কার্যালয়ে কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হয়।পাশাপাশি জন্মদিন উপলক্ষে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কয়েক শতাধিক যুব তৃণমূল নেতৃত্বরা শুভেচ্ছা জানান সাংসদ বাপি হালদারকে। এদিন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার তাঁর লোকসভা এলাকা সহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নাগরিকদের মঙ্গল কামনায .বরাসি মঠ মন্দির ছত্রভোগে ত্রিপুরা মন্দিরে পূজা দিলেন ।

সুন্দরবন এলাকায় ছাগল পালনের মাধ্যমে উন্নয়নের উদ্যোগ আরসেটির

দুরন্ত বার্তা, পাথরপ্রতিমা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ পাথরপ্রতিমা ব্লক অফিস রামগঙ্গায় ও রাজপুরে একযোগে দুই জায়গায় সুন্দরবন এলাকার ছাগল পালনের ১০ দিনের প্রশিক্ষণ চলছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত প্রায় ৭০ জন এই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। ছাগল পালনের সাথে উদ্যমী যোগ্যতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণও একযোগে চলছে। ছাগল বিষয়ে এই প্রশিক্ষণে বিশেষজ্ঞ হিসাবে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা, শস্য শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিষয় বস্তু বিশেষজ্ঞ ড. সর্বস্বরূপ ঘোষ, অশোকনগর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিষয় বস্তু বিশেষজ্ঞ ড. চিন্ময় মাঝি, সোনারপুর ব্লকের বিএলডিও ডা. কৃষ্ণ প্রসাদ মুখার্জী, পাথরপ্রতিমা ব্লকের বিএলডিও ডা. কৃষ্ণেন্দু মন্ডল, ডা মুনমুন মন্ডল, ডা অবধুত দে ও রজত রায়। উদ্যমী দক্ষতা বৃদ্ধি বা ইডিপি প্রশিক্ষণের ক্লাস নিচ্ছেন অরিন্দম ব্যানার্জি ও সন্তু সাহা। এই প্রসঙ্গে আরসেটির ডিরেক্টর সঞ্জয় মন্ডল বলেন, এই প্রশিক্ষণ সারা ভারতবর্ষে প্রতিটি জেলার আরসেটির মাধ্যমে হচ্ছে এবং প্রশিক্ষণের শেষে সার্টিফিকেট ছাড়াও ব্যাংকিং সুবিধাও পাওয়া যায়। ড. শান্তনু বেরা বলেন, ছাগল হলো গরীব মানুষের গাই। আরসেটির মাধ্যমে সুন্দরবন এলাকার মানুষদের আর্থ সামাজিক অবস্থান আরো মজবুত হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬২৮, তারিখ ঃ ১৩.১২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৫৩। কাজের নাম ঃ (১)** এইএন/কাটোয়ার অধীনে কাটোয়াতে(০৪টি) অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত পাইপ লাইন সহ ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ও.এইচ. ট্যাংক দ্বারা স্টিল ও.এইচ. ট্যাংক প্রতিস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **(২)** এইএন/কাটোয়ার অধীনে আজিমগঞ্জে (০১টি) এবং সালার-এ (০১টি) এবং এইএন/নবদ্বীপ ধামের অধীনে নবদ্বীপ ধামে (০১টি) এবং ত্রিবেণী-তে (০১টি) অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত পাইপ লাইন সহ ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ও.এইচ. ট্যাংক দ্বারা স্টিল ও.এইচ. ট্যাংক প্রতিস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ।**টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪০,৪৮,৬১৩ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৮১,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-484/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EastenRailway
@easternrailwayheadquarter

ডোমজুড়ে পাকুরিয়া ব্রিজের কাছে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ ডিসেম্বর ঃ ডোমজুড়ে পাকুরিয়া ব্রিজের কাছে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য, পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। খবর পেয়ে সোমবার ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমজুড় থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি। কিভাবে ব্রিজের কাছে মৃত ব্যক্তি পড়ে রইলেন, এটি খুন নাকি দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। নাম পরিচয় জানার জন্য বিভিন্ন থানায় মৃতের ছবি পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সৌরভ মালিক বলেন, এখানে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ পড়েছিল। কি হয়েছিল এখনও জানা যায়নি। এটা দূর্ঘটনা নাকি খুন তা জানা যায়নি। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

পুরএলাকায় বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে নতুন নিয়ম চালু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের পুরএলাকায় বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। নয়া নিয়মে এই বিষয়ে কাউন্সিলারদের ক্ষমতা খর্ব করে পুরসভার আধিকারিকদের বাড়তি দ্বায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এজন্য আইন সংশোধনের পর রাজ্য সরকার তা রূপায়ণের জন্য গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হযেছে এখন থেকে পুর এলাকায় বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দেওয়ার অধিকার বোর্ড অব কাউন্সিলার্স এর বদলে পুরসভার আধিকারিক ও পদাধিকারীদের নিয়ে গঠিত বিশেষ কমিটিকে দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে কাউন্সিলারদের সরাসরি কোনও ভূমিকা থাকবে না।পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারের পদাধিকার বলে ওই কমিটির আহ্বায়ক হবেন। পুরসভার চেয়ারম্যানই হবেন কমিটির চেয়ারম্যান। কমিটিতে ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়াও থাকবেন ফিনান্স অফিসার ও ইঞ্জিনিয়াররা। এছাড়া 'বোর্ড অব কাউন্সিলার্স' মনোনীত কোনও একজন কাউন্সিলারকেও কমিটিতে রাখার কথা বলা হয়েছে।

চুঁচুড়ায় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা

মলয় সুর, হুগলি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ রথীন বোস মেমোরিয়াল আমন্ত্রণ মূলক সারা বাংলা টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা হুগলির চুঁচুড়া স্টেশন রোডের যুব সংঘ ক্লাব এ অনুষ্ঠিত হলো। ১০ থেকে ১৫ ই ডিসেম্বর প্রতিযোগিতা চলে। এতে ২৬০ জন প্রতিযোগী ১১, ১৩ ও ১৫ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের মোট ছয়টি বিভাগে খেলা হয়। প্রথম দিন খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বষিয়ান টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মান্তু মুর্মু , ক্লাবের কোচ আশীষ দত্ত ও জাতীয় কোচ মিহির ঘোষ। রবিবার ফাইনাল খেলায় ছেলেদের ১১ ও ১৩ বছরের দুটি বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজদীপ বিশ্বাস। সে দ্বি মুকুট অর্জন করেছে। ১৫ বছর বিভাগের রুদ্রাক্ষ দাস হারিয়েছে চন্দননগর শক্তি সংঘ ক্লাবের অভ্রনীল আচার্যকে। অন্যদিকে মেয়েদের ১১ বছর বিভাগে স্নেহা দাস হারিয়েছে রূপাঙ্কা বিশ্বাসকে। ১৩ বছর

বিভাগে মৌরিয়া দাস পরাজিত করেছে সৌমশ্রী দে কে। ১৫ বছর বিভাগে দিয়াশ্রীনি ঘোষ কঙ্কনা লাহিড়ীকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এদিন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ক্লাবের টেবিল টেনিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশীষ দত্ত বলেন ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মোবাইলের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের ইনডোর গেমস টেবিল টেনিসে ও খেলায় দক্ষ ও পারদর্শী করে তোলার জন্য কিছুটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আগামী দিনে এই ছেলেমেয়েরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

হাওড়ার আন্দুলের প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজে এসএফআই ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সমর্থকদের মধ্যে বচসা ঘিরে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ ডিসেম্বর ঃ হাওড়ার আন্দুলের প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজে এসএফআই ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সমর্থকদের মধ্যে বচসা ঘিরে সোমবার দুপুরে কলেজ চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এসএফআই ছাত্র নেতা স্বপন কোলের ১৪তম মৃত্যুদিবসে দীপ্সিতা ধরের নেতৃত্বে মিছিল কলেজ গেটে পৌঁছাতেই এদিন উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সমর্থকদের সাথে তাদের তীব্র বচসা শুরু হয়। ঘটনাস্থলে আসে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। বাম নেত্রী দীপ্সিতা ধরের অভিযোগ, এখানকার ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পতাকা নিয়ে .কলেজে ঢুকবে এটা কারও সমস্যা থাকার কথা নয়। পুলিশের সহযোগিতায় যারা কলেজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল কলেজে ঢুকতে দিল না তাদের হাতে একটি নির্দিষ্ট দলের পতাকা ছিল। তাহলে কি বোঝানো হচ্ছে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদ ছাড়া আর কেউই এই কলেজে ঢুকতে পারবে না? আমাদের যা ক্ষমতা তাদের কলেজের গেট ভেঙে সরিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমরা তৃণমূলের মতো পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি করি না। আমরা ছাত্রদের আন্দোলন করি। স্বপন কোলে এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। শুধুমাত্র এসএফআই করতেন বলে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তাদের এখনও পর্যন্ত কোনও শাস্তি হয়নি। আমরা চাইব এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা স্বপন কোলেকে যেন না ভোলে। আমরা চাইলে কলেজে ঢুকতে পারতাম। কিন্তু পরীক্ষা চলছে বলে অশান্তির সৃষ্টি করিনি। আমরা চাইব কলেজের সুস্থ, সাংস্কৃতিক এবং পড়াশোনার পরিবেশ বজায় থাকুক। অন্যদিকে, এদিনের ঘটনা নিয়ে রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ বলেন, দিপ্সীতা ধরের নেতৃত্বে এদিন প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উপর এসএফআইয়ের বহিরাগত হার্মাদ বাহিনী হামলা চালায়। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব পোস্টার তারা ছিঁড়ে ফেলে। ঝান্ডা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে রাজ্যে উচ্চ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এমসি_ডব্লুসি_এইচএবিডি_এসডিএএইচ_২আর২০২৪, তারিখ ০৬.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং. ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে নিম্নলিখিত কাজের জন্য "সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে" সিল করা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **কাজের নাম/বিবরণ ঃ** "শিয়ালদহ ডিভিসন ব্যাপী আনুষঙ্গিক সরঞ্জামসমূহ সমেত হট অ্যাক্সেল বক্স ডিটেকশন সিস্টেম সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ।" **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৭,৭৮,২৯৬.৫০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১৩,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ৫,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ১৪.১২.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। টেন্ডার নথি তৎসহ ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও কাজের যোগ্যতা শর্তাবলি **www.ireps.gov.in** (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা ও ডাউনলোড করা যাবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। SDAH-275/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EastenRailway
@easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১ পৌষ , ১৪৩১

ভারত ও তাইওয়ান ব্যবসা

সম্পাদকীয়

ভারত এবারে তাইওয়ানের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন যদিও ভারতের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে খুশী নয়। তবুও ভারত সরকার থেকে বলা হয়েছে যে তাইওয়ানের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করতে সরকার আগ্রহী। ভারতীয় শিল্পপতিরা এবারে তাইওয়ানে শিল্প স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবে তাইওয়ানের প্রযুক্তি ভারতের খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে মোবাইলের সিম কার্ড তাইওয়ান একচেটিয়াভাবে ব্যাপক উৎপাদন করতে পারে। তাইওয়ান সিম সারা বিশ্বের বেশি চলে। চিন যদি তাইওয়ান দখল করে তাহলে প্রযুক্তির দিক দিয়ে চিন আমেরিকার চেয়ে এগিয়ে যাবে। সেটা আমেরিকা হতে দিতে চাইছে না। চিনের আগ্রাসন নীতিকে একেবারে দমন করে দেওয়ার জন্য আমেরিকা নৌ সেনা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। জাপানও একেবারে ফিছিয়ে নেই। জাপান চাইছে না চিন হঠাৎ করে প্রযুক্তির দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠুক। তাইওয়ানের প্রযুক্তি বিদ্যা অত্যন্ত শক্তিশালী। চিন জানে যে বায়ুপথ ধরে তাইওয়ান আক্রমণ করলে একেবারে শেষ হয়ে যেতে হবে। তার ওপরে যদি আমেরিকা একে যোগ দেয তাহলে মহা বিপদ। চিন এখন অপেক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া যদি কোনও রকমভাবে সহযোগিতা করে তাহলে চিন তাইওয়ান দখল করার ব্যাপারে ভরসা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু রাশিয়া চাইছে না চিন তাইওয়ান দখল করুক। তাইওয়ান থাক তাইওয়ানের মতো এটাই পুতিন বলতে শুরু করে দিয়েছেন। চিন যদি শক্তিশালী হয় তাহলে সেটা রাশিয়ার পক্ষেও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এদিকে ব্রিটেন, জার্মান, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ফ্রান্স ভারত চিন বিরোধী। তারা কোনও সময়ে চাইবে না চিন শক্তিশালী হয়ে উঠুক। চিন চাইছে ভারত যাতে শক্তিশালী না হতে পারে। পাকিস্তান চিনকে কাশ্মীরে আর্থিক করিডর তৈরি করা ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। চিন চাইছে এই আর্থিক করিডরে আফগান, ইরান বা ইরাক যোগদান করুক। এদিকে ভারত থেকে আপত্তি করা হয়েছে। আর্থিক করিডর তৈরি করাটা একেবারে বেআইনী বলে ভারত চিনকে বলেছে। যদিও চিন তাতে কর্ণপাত করছে না। চিন তাদের এখন কাশ্মীরে প্রবেশ করে সেখ ানকার রাজনীতির অংশীদার হতে চাইছে। এদিকে ভারত থেকে বলা হয়েছে পাকিস্তান অন্যায়ভাবে কাশ্মীর দখল করে রেখে দিয়েছে। পাকিস্তানকে তাদের অধিকতৃ কাশ্মীরকে ভারতের হাতে তুলে দিতে হবে। তাইওয়ানের সঙ্গে ভারত ব্যবসা করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় তাইওয়ানর ব্যবসা বাণিজ্য মন্ত্রী নয়াদিল্লিতে এসে উপস্থিত হচ্ছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারত এবং তাইওয়ান যৌথ উদ্যোগে ভারতে এবং তাইওয়ানে শিল্প গড়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ব্যবসায়িক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে তোলার ব্যাপারে ভারত তাইওয়ান ব্যবসায়িক চুক্তি হতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে চিনের আর্থিক করিডর করাকে চাপে রাখতে ভারত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে চিন যে কোনও সময়ে তাইওয়ান দখল করে নিতে পারে বলে মনে করছে তাইওয়ানের প্রশাসন। যেভাবে চিন তাইওয়ানের চারদিকে যুদ্ধ জাহাজের মহড়া দিতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে মনে হচ্ছিল চিন যে কোনও সময়ে তাইওয়নে হানা দিতে পারে। কিন্তু চিন তা করলো না। চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে তারা তাইওয়ান আক্রমণ করবে না। তাইওয়ান তাদের দেশ। সেই কারণে তারা তাইওয়ানকে আক্রমণ করছে না। তবে সংযত হয়ে থাকার বার্তা দিচ্ছে। তাইওয়ান যদি নিজেদের সংশোধন না করতে পারে তাহলে ভবিষ্যতে দুঃখ রয়েছে বলে চিন হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এদিকে আমেরিকার সুযোগ বুঝে তাইওয়ানকে অস্ত্র বিক্রি করতে শুরু করে দিয়েছে। বোমারু বিমান থেকে শুরু করে লাইট ক্ষেপনাস্ত্র বিক্রি করতে শুরু করেছে। আমেরিকার চেষ্টা করছে তাইওয়ানকে ব্যাপক হারে অস্ত্র বিক্রি করে ঘরে টাকা তুলতে। এদিকে হংকংয়ের ওপরে চিন জোর খাটাতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ব্রিটেন পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছে। চিন কাউকে বেশি পাত্তা দিচ্ছে না। চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে হংকংয়ের ব্যাপারে তারা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটাই ঠিক। ব্রিটেন চিনের আভ্যন্তরীন বিষয়ে অহেতুক মাথা গলাচ্ছে। এদিকে তাইওয়ান সফরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন আমেরিকার স্পিকার ন্যান্সি। তাঁর কাছে তাইওয়ান প্রশাসন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে চিন তাদের ওপরে অধিকার ফলাচ্ছে। তাইওয়ান চিনের সঙ্গে নেই। কিন্তু বরাবরই চিন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তাইওয়ান তাদের একটি অংশ। কিন্তু তাইওয়ানবাসীরা কোনও সময়ে স্বীকার করে না তারা চিনের অংশ। এমনকী তিব্বতের জনগণ নিজেদের চিনের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। চিন জোর করে এই সব অঞ্চল দখল করে রেখেছে। চিনের শাসনের কাছে এরা কোনও সময়ে মাথা নত করতে চায় না। কিন্তু চিন যেভাবে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তার ফলে তাইওয়ান এখন ভয় পেতে শুরু করেছে। তাইওয়ান যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। আমেরিকার ওপরে ভর করে তাইওয়ান টিঁকে রয়েছে। কিন্তু চিন যেভাবে তাইওয়ানের ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আশঙ্কা প্রকাশ করছে তাইওয়ান যে কোনও সময়ে চিন জমি দখল করে নিতে পারে। লাগাতার দখল করার হুমকি দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হংকংয়ের মতো পরিণতি হতে পারে তাইওয়ানেরও। তবে মার্কিন স্পিকার সাহস দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাইওয়ানের কোনও ভয় নেই? তাইওয়ানের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে আমেরিকা এগিয়ে থাকবে। চিনের চোখ রাঙানির শিকার হচ্ছে তাইওয়ান। চিন চাইছে তার প্রতিবেশী দেশগুলো তাদের তাবেদার হয়ে থাকুক। দক্ষিণ পূর্ব দেশগুলোর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় চিন। চিন বুঝতে পেরেছে আগামী দিনে গোটা ইউরোপ এবং আমেরিকা তার বিরুদ্ধে থাকবে। সেখানে ব্যবসা করা একেবারে মুশকিল। সেই কারণে চিন এখন গোটা এশিয়ার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব দেশগুলোর ওপরে চিন তার আধিপত্য বিস্তার করলে বব্যসা ভালো চলবে। এই সব রাষ্ট্রে বাজারগুলো দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

মাটির শরীর মাটি হবে মাটি ছাড়া নাই বিধান, মাটিরে তুই কররে খাঁটি অমৃতেরই এনে নিদান কেউ যদি তোমার নিন্দা করে করুক, কিন্তু খেয়াল রেখো তোমার চলন চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু যেন কোনো ক্রমে স্থিতিলাভ করতে না পারে, তাহলে নিন্দা ব্যর্থ হয়ে উঠবে এমনিতেই সহিতে তুমি না পারো যদি অন্যের কটু ব্যবহার, কেমন করে সইবে তারা তোমার তিক্ত অত্যাচার কাউকে যদি বলিস কিছু সংশোধনের তরে, গোপনে তাকে বুঝিয়ে বলিস সমবেদনা ভোরে তুমি যায় দেখোনা কেন, অন্তরের সহিত সবার আগে তার ভালোটুকু দেখার চেষ্টা করো আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেলো আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে।

‘প্রাচীন ভারতে রসায়ন’

একজাতীয় ওষুধকে রসায়ন নামে অভিহিত করা হত

রানা চক্রবর্তী

শুরুতেই

জানিয়ে রাখা যাক যে, বর্তমান সময়ে রসায়ন বলতে যা বোঝানো হয়ে থাকে বা সাধারণ মানুষ যা বুঝে থাকেন, প্রাচীন ভারতে এই শব্দটি দিয়ে তেমন কোন অর্থ বোঝানো হত না। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতে একজাতীয় ওষুধকে রসায়ন নামে অভিহিত করা হত। এই ওষুধগুলি কোন কোন ধাতুজাত ছিল এবং এগুলির সেবনে আয়ুবৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবন লাভ করা যেত বলে প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছিল। সুশ্রুতসংহিতা, চরকসংহিতা এবং পরবর্তীকালে নাগার্জুনের গ্রন্থে এজাতীয় ওষুধের উল্লেখ করা হয়েছিল বলে দেখা যায়।

সুপ্রাচীনকালে ‘রসায়ন বলতে মুনিঋষিরা মূলতঃ গাছপালার শেকড়, লতাপাতা ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত তরল পদার্থ বা নির্যাসকে নির্দেশ করেছিলেন। তখন অনেক সময়ে গাছের পাতা বা শেকড়কে প্রথমে ভালভাবে পেষণ করা হত এবং সেই পেষণের ফলে সেসব থেকে যে রস নির্গত হত, সেটাকে জ্বাল দিয়ে অনেকটা উপক্ষার সংগ্রহ করবার মত করে ক্বাথ তৈরি করা হত। এই পদ্ধতিই আগেকার দিনে ভেষজ প্রস্তুতির মূলনীতি ছিল, এবং এই নীতিটিই সেকালে রসশাস্ত্র নামে বর্ণিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভেষজ প্রস্তুত করবার জন্য পাতন প্রণালীর উদ্ভাবন করা হয়েছিল বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। নাগার্জুনের সময়কার ভারতে-স্বতঃ পাতন ও ঊর্ধ্বপাতন-এই দু'রকমের পাতনের সাথে এবিষয়ে সাথে জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয় ছিল এবং এগুলিই তখন প্রচলিত ছিল। বৈদিকযুগের ভারতে রচিত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রগুলিতে লৌহাদি ধাতুকে ওষুধ হিসাবে ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল না। সুশ্রুত সংহিতাতেই প্রথম লোহাকে ওষুধরূপে ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে লৌহ-নিষ্কাশন পদ্ধতি কিন্তু সুশ্রুতর অনেক আগেই ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া ইতিহাস থেকে পরবর্তী চরকসংহিতার যুগেও পারদের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও পারদের অন্যান্য ব্যবহার তখনকার মানুষের বিশেষ জানা ছিল না, কিন্তু তবুও পারদভস্ম যে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের কাজে ব্যবহার করতে পারা যায়- বিভিন্ন গ্রন্থে এই তথ্যটুকু অবশ্যই প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়া সমকালীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পারদ আবিষ্কারের পরে ভারতে একদল তান্ত্রিক সাধুর আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁরা পারদকে বিভিন্ন উদ্ভিদের দেহ বা মূল থেকে নিষ্কাশিত তরল পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে সোনা তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও এভাবে তাঁরা সোনা তৈরি করতে সক্ষম হননি ঠিকই, তবে কতগুলো ওষুধ তৈরি করতে তাঁরা অবশ্যই সক্ষম হয়েছিলেন। এই লৌহ ও পারদ থেকে তৈরি ওষুধগুলি তখন রোগনাশক এবং আয়ুবৃদ্ধিকর-রূপে পরিচিত হওয়ায় এগুলিই সেকালে রসায়ন নামে পরিচিত হয়েছিল।

লৌহ নিষ্কাশন ও ব্যবহারের বিধি যেমন সেকালের মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল না, ঠিক তেমনই লৌহের প্রধান ধর্মের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ও অবশ্যই ছিল। কারণ, মানুষের খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহঘটিত উপাদান থাকা যে বাঞ্ছনীয়, এই সত্যিটি তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বর্তমান সময়ের বিজ্ঞানও বলে যে, মানুষের নিজের শরীরেও লোহার পরিমাণ কম কিছু নয়। মানব শরীরে জারণের সহায়ক নানাধরণের এনজাইমের অণুতে যেমন লৌহ থাকে, তেমনি আবার শ্বাসকার্যের সহায়ক সবগুলি রঞ্জক পদার্থের অণুতে এবং রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যেও লৌহ থাকে। এছাড়া মানুষের খাদ্যে লোহার অভাব ঘটলে হিমোগ্লোবিন ও লোহিত কণিকার উপাদন বিপর্যস্ত হয়ে রক্তাল্পতা রজার সৃষ্টি হয়। একারণে রক্তাল্পতায় দুর্বল রোগীকে যে ওষুধের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, তাতে লৌহঘটিত উপাদান অবশ্যই থাকে। লক্ষ্য করবার বিষয় হলে যে, প্রাচীন ভারতের চিকিৎসকরাও মানুষের শরীরে লোহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন বলে তাঁরাও রক্তাল্পতায় ভোগা রোগীদের জন্য লৌহভস্ম ও লৌহঘটিত খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।

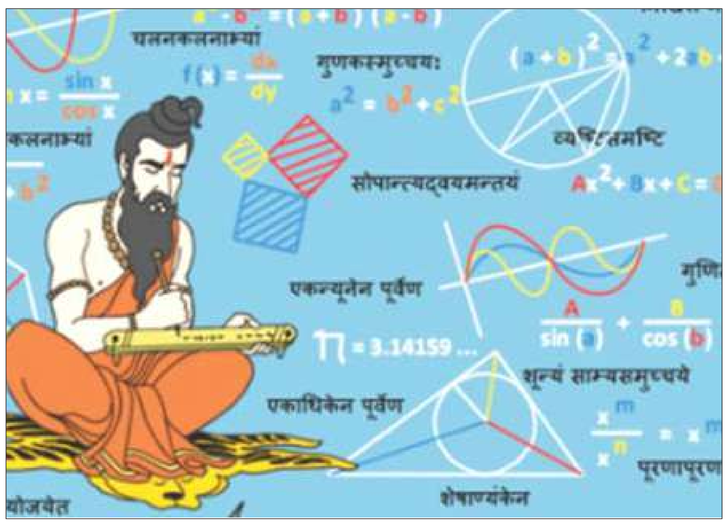

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে পারদের ব্যবহার দেখে গবেষকরা মনে করেন যে, প্রাচীনযুগের পৃথিবীতে ভারতই প্রথম পারদ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। তখন হিঙ্গুল নামক পারদ-গন্ধকের যৌগ থেকে পারদ নিষ্কাশন করা হত বলে জানা যায়। অতীতে থেকেই পারদের আকরিক পৃথিবীর খুব কম দেশেই পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন ভারতের গান্ধার দেশে বা বর্তমান আফগানিস্তানের পাহা।রে ভাঁজে ভাঁজে হিঙ্গুল পাওয়া যেত (এখনও পাওয়া যায়) বলে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায়। ভারতীয় রসায়নবিদরা তখন এই হিঙ্গুল সংগ্রহ করে পারদভস্ম, মকরধ্বজ, রসকপুর, পারদ-গন্ধকের কজ্জলী, রসপর্পটি প্রভৃতি তৈরি করে এগুলিকে ওষুধরূপে ব্যবহার করতেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর ‘ রসায়নের ইতিহাস’ গ্রন্থে জানিয়েছিলেন যে, প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রগুলিতে প্রায় আঠারো রকমের পারদ যৌগ প্রস্তুতির বিধি পাওয়া যায়।

পারদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, এটির পরমাণু ক্রমাঙ্ক ৮০, অর্থাৎ-পারদ পরমাণুর কেন্দ্রকে ৮০টি প্রোটন রয়েছে। অন্যদিকে সোনার পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা হল ৭৯। পর্যায় সারণীতে স্বর্ণের পরেই পারদের স্থান। আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, পারদ-পরমাণু থেকে মাত্র একটা প্রোটনকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে পারলেই পারদের পরমাণুকে সোনায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। যদিও প্রাচীন ভারতের মানুষেরাও পারদ ও সোনা নিয়ে এমন কোন তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন কিনা-ইতিহাস থেকে জানা যায় না, কিন্তু তবুও একথা সত্যি যে, দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা শুধুমাত্র পারদ থেকেই সোনা তৈরি করবার চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। খুব সম্ভবতঃ, সেযুগের মানুষের কাছে পরিচিত থাকা ধাতুগুলির মধ্যে শুধুমাত্র পারদ থেকেই যে সহজে সোনা তৈরি করা যেতে পারে, যেভাবেই হোক তাঁরা একথাটি ধরতে পেরেছিলেন। এমনকি এই পারমাণবিক যুগে পৌঁছেও মানুষের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পারদের পরে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসকরা যে ধাতুটি ব্যবহার করতেন, সেটির নাম হল আর্সেনিক। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস বলে যে, নাগার্জুনই সেকালের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি সেঁকোবিষ বা আর্সেনিককে প্রথম ওষুধরূপে ব্যবহার করেছিলেন। তবে কারও কারও মতে নাগার্জুনের আগেও ভারতে ওষুধরূপে সেঁকোবিষের প্রচলন ছিল।

তবে শুধুমাত্র ধাতুবিদ্যা নয়,- পরিস্রাবণ, পাতন, ঊর্ধ্বপাতন প্রভৃতি রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাথমিক পদ্ধতিগুলির সঙ্গেও প্রাচীন ভারতের রসায়নবিদদের পরিচয় ছিল বুলে ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁরা অ্যালকোহল বা সুরাসার যেমন তৈরি করতে পারতেন, তেমনি বিভিন্ন উদ্ভিদের ফল পাতা ইত্যাদি থেকে কতগুলো জৈব অ্যাসিড ও জৈবক্ষারও তৈরি করে নিতে পারতেন বলে জানা যায়। কিন্তু অধাতুর ক্ষেত্রে তাঁরা কোন মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। বস্তুতঃ জল, বায়ু, মাটি এগুলিকে তাঁরা মৌলিক পদার্থ বলেই মনে করতেন। যদিও প্রাচীনকালের কোন দেশই এগুলির সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিতে পারেনি, কিন্তু তবুও গন্ধক, ফসফরাস, কার্বন, কয়লার গুণাগুণ কিন্তু প্রাচীন ভারতবাসীরাই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ভারতে গন্ধকের ধোঁয়া জীবাণুনাশক বলে পরিচিত ছিল। এছাড়া প্রাচীন ভারতীয়রা কাঠকয়লার বিজারণ ক্ষমতার পরিচয় লাভ করেছিলেন বলেই তাঁরা কাঠকয়লার চুল্লীতে লৌহ নিষ্কাশন করতেন।

বাংলা ছাপার অক্ষরের জনক পঞ্চানন কর্মকার

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর বছর, অর্থাৎ, ১৮০০ সাল বাংলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ওই বছর এক দিকে কলকাতায় স্থাপিত হয় ‘ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ’, পাশাপাশি শ্রীরামপুরের তকালীন সিনেমার শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ‘শ্রীরামপুর ত্রয়ী’ নামে খ্যাত উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং আরও কয়েক জন মিশনারির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘শ্রীরামপুর মিশন’। ওই ধর্মপ্রচারকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ ছাপিয়ে বিলি করা। কিন্তু সে যুগে কোনও কিছু ছাপব বললেই সহজে ছাপা যেত না, বিশেষত বাংলা ভাষায় তো সম্ভবই ছিল না প্রায়! বই ছাপতে গেলে যে সচল হরফ এর প্রয়োজন হয় তা পাওয়া সহজ ছিল না। ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এসে গো।াতে কেরি মালদহের কাছে মদনাবতী অঞ্চলের খিদিরপুরে একটা ছাপার যন্ত্র বসিয়ে বিচল হরফ দিয়ে বাংলায় বই ছাপার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু খরচের বহর দেখে পিছিয়ে আসেন। ১৭৯৫ সাল নাগাদ, বিলেতে খবর নিয়ে জানলেন, বাংলার এক একটা হরফ ঢালাই করতে খরচ পড়বে ১৮ শিলিং করে। বই ছাপতে গেলে যে ছ'শো ছেনি হরফ দরকার, তা বিলেত থেকে তৈরি করিয়ে এবং দশ হাজার বই ছাপিয়ে আনতে খরচ প।বে অন্তত ৪৩৭৫০ টাকা! অতএব, সাধ্যের অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু মিশন প্রতিষ্ঠার পর বই ছাপাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল খুবই।

এমন একটা সময়ে কেরিদের সঙ্গে যোগাযোগ হল, পঞ্চানন কর্মকার নামে কোম্পানির কলকাতার ছাপাখানার এক কারিগরের সঙ্গে। পঞ্চানন হরফ পিছু দর দিলেন এক টাকা চার আনা! হাতে স্বর্গ পেলেন কেরি। কোম্পানির ছাপাখানার তৎকালীন কর্তা কোলব্রুক সাহেবের কাছ থেকে অল্প দিনের ছুটি নিয়ে মাসখানেকের মধ্যেই পঞ্চানন যোগ দিলেন ‘ মিশন’ প্রেসে। বছর কয়েক পর, ১৮০৩০৪-এ শ্রীরামপুরে তিনি প্রয়াত হন। পর্তুগিজরাই এ

দেশে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে আসে। কাঠের তৈরি সেই ছাপার যন্ত্র ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর, জাহাজ থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোয়ায় নামানো হয়েছিল। সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় সে ছাপাখানা। এর পর মুদ্রণযন্ত্র উপকূল ধরে গোয়া থেকে প্রথমে কুইলন, কোচিন, পুডিকাইল, ভিপিকোট্টা, আমবালাকোট্টা, ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ হয়ে হুগলিতে ছাপাখানা এল ১৭৭৮-এ। কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে বাংলার পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যেই হুগলিতে জনৈক অ্যান্ড্রুজ পদবিধারী সাহেব একটা ছাপাখানা খোলেন এবং হুগলির ওই ছাপাখানা থেকে ১৭৭৮-এ ছাপা হয়ে বেরোল উইলিয়ম জোনসের শিষ্য ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালেদের লেখা ইংরেজি বই, ‘গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ’। বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষার এই বইটা ইংরেজিতে লেখা হলেও সেখানে রয়েছে বাংলা ভাষার নানা রচনা থেকে উদ্ধৃতি এবং সেটাই প্রথম কোনও বই যেখানে বাংলা রচনাগুলো ছাপা হয়েছে সচল ধাতু হরফের সাহায্যে। বইতে মুদ্রাকর হিসেবে শুধু চার্লস উইলকিনসের নাম থাকলেও, পরে শ্রীরামপুর মিশনারিদের লেখা থেকে জানা যায়, ‘গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ’ বইয়ের বাংলা হরফ তৈরি করেন ত্রিবেণীর পঞ্চানন কর্মকার। বাংলা মুদ্রণের বিশ্বকর্মা পঞ্চাননের প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর পূর্বপুরুষরা থাকতেন হুগলির জিরাট-বলাগড় অঞ্চলে। কর্মসূত্রে পঞ্চানন ত্রিবেণীতে থাকার সময়ে উইলকিনস তাঁকে অ্যান্ড্রুজের ছাপাখানায় নিয়ে আসেন এবং উইলকিনসের তত্ত্বাবধানেই বাংলা হরফ খোদাই ও ঢালাইয়ের কাজে তিনি যুক্ত হন। কিছুকাল পরে কলকাতায় কোম্পানির নিজস্ব ছাপাখানায় যুক্ত হন। সেখান থেকেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে তিনি আসেন। জামাই মনোহর এবং দৌহিত্র কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সৃষ্টিকে আরও পূর্ণতা দিয়েছিলেন। শ্রীরামপুরের বটতলায় তাঁরা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের দুই ভাই রামচন্দ্র ও হরচন্দ্রের ‘ টাইপ ফাউন্ড্রি’ নামে এক হরফ তৈরির কারখানা খোলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ‘বর্ণপরিচয়’ ছাপার সময়ে ওই ফাউন্ড্রি থেকে তৈরি করিয়েছিলেন বর্ণপরিচয়ের অক্ষর।

সংগৃহীত

বিশ্বের সবচেয়ে ভাগ্যবতী নারী ঃ ভায়োলেট জেসপ

জয়দেব বেরা (তরুণ লেখক এবং সমাজ-মনো বিশ্লেষক)ঃ আমরা সবাই কম-বেশি ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী।তবে একটি আশ্চর্যজনক তথ্য রয়েছে। সেটি হল বিশ্বের সবচেয়ে ভাগ্যবতী নারী। হ্যাঁ উনি হলেন বিশ্বের ভাগ্যবতী নারী। বিশ্বের এই ভাগ্যবতী নারী হলেন ভায়োলেট জেসপ। তিনি অর্থ বা সম্পত্তির জন্য ভাগ্যবতী নন। কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা উনাকে বিশ্বের ভাগ্যাবতী নারীর তকমাটি প্রদান করেছে। উনার জন্ম ১৮৮৭ সালের ২ অক্টোবর আর্জেন্টিনার বাহিয়া ব্লাঙ্কার কাছে।যদিও পরে তিনি ইংল্যান্ডে চলে আসেন।মা-বাবা খুব তাড়াতাড়ি মারা যাওয়ার জন্য জেসপ ছোটবেলা থেকেই তাঁর সমস্ত ভাই-বোনদের দেখাশোনা করেই বড় হয়েছেন। জেসপ ছিলেন পেশায় একজন সেবিকা তথা নার্স। তিনি ১৯০৮ সালে হোয়াইট স্টার লাইন কোম্পানিতে একজন সেবিকা হিসেবে যোগ দেন। ১৯১০ সালে ওই কোম্পানির জাহাজ এইচএমএস অলিম্পিকে কাজ শুরু করেন। ১৯১১ সালে অন্য একটি জাহাজের সঙ্গে অলিম্পিকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুইটি জাহাজই ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সে যাত্রায় অক্ষতই ছিলেন জেসপ। তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। এর পরের বছরই সেই সময়ের সবচেয়ে বড় জাহাজ টাইটানিকে তিনি আবার সেবিকার দায়িত্ব পান। তবে একটি বিশালাকার বরফ শৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সেই জাহাজেরও করুণ পরিণতির কথা আমরা তো সবাই জানি। কয়েক হাজারের বেশি মানুষ এই জাহাজ ডুবিতে প্রাণ হারালেও বেঁচে গিয়েছিলেন জেসপ সহ অন্যান্য কয়েকজন। এত কিছুর পর, উনার জাহাজ নিয়ে এমন বিভীষিকার স্মৃতি থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের সেবা করার জন্য ‘ জাহাজে সেবিকা হিসেবে আবার কাজ শুরু করেন তিনি। ১৯১৬ সালের ১৯ নভেম্বর জার্মানির যুদ্ধজাহাজ ইউ-বোট'র আক্রমণে ব্রিটানিকের তলদেশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ডুবে যেতে থাকে। সেই জাহাজের তলার একটি অংশ ধরে অলৌকিকভাবে সে যাত্রায়ও বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। এইভাবে তিনি বার বার বড় বড় দুর্ঘটনা থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। যার দরুন উনাকে 'বিশ্বের সবচেয়ে ভাগ্যবতী নারী' হিসাবে মনে করা হয়।

সঙ্গীতের পথপ্রদর্শক আনন্দ শঙ্কর

সঙ্গীতের পথপ্রদর্শক আনন্দ শঙ্করের জন্ম ১৯৪২ সালের ১১ই ডিসেম্বর, ব্রিটিশ ভারতের বর্তমান উত্তরাখণ্ড রাজ্যের আলমোড়ায়। পিতা ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্কর এবং মাতা অমলাশঙ্কর, যিনি নিজেও একজন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী। তাঁর পরিবারে সঙ্গীত এবং নৃত্যের পরিবেশ ছিল গভীরভাবে রোপিত, যা আনন্দ শঙ্করের সঙ্গীতপ্রীতির ভিত্তি স্থাপন করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, তার কনিষ্ঠ পিতৃব্য ছিলেন কিংবদন্তি সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর। ছেলেবেলায় গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া স্কুলে পড়াশোনা করার সময় আনন্দ সেতার শেখা শুরু করেন। তবে, তিনি রবিশঙ্করের কাছে তালিম না নিয়ে বারাণসীর বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ড. লালমণি মিশ্রের কাছে সেতার বাজানোর শিক্ষা গ্রহণ করেন।ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে পারদর্শী হয়েও আনন্দ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে তিনি আমেরিকায় যান এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে পাশ্চাত্য সুর শেখেন। সেখানে তিনি জিমি হেন্ডরিক্সসহ সমকালীন বহু গিটারবাদকের সঙ্গে কাজ করেন। এই অভিজ্ঞতা তাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীতের মেলবন্ধনে ফিউশন সঙ্গীত তৈরিতে অনুপ্রাণিত করে।১৯৭০ সালে রিপ্রাইজ রেকর্ডস-এর মাধ্যমে আনন্দশঙ্কর সেতারে রেকর্ড করেন দ্য রোলিং স্টোনসের জাম্পিন' জ্যাক ফ্লাশ এবং দ্য ডোরসের লাইট মাই ফায়ার। তার এই অ্যালবাম, যা '১০০১ অ্যালবামস ইউ মাস্ট হিয়ার বিফোর ইউ ডাই' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়, সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে বিপুল প্রশংসা অর্জন করে।১৯৭৫ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং বিয়ে করেন নৃত্যশিল্পী তনুশ্রী শঙ্করকে। তাদের সঙ্গীত এবং নৃত্যের মেলবন্ধন সঙ্গীত জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাদ্যযন্ত্রের মিশ্রণে তারা তৈরি করেন জনপ্রিয় অ্যালবাম আনন্দ শঙ্কর অ্যান্ড হিজ মিউজিক। চলচ্চিত্র সঙ্গীতেও আনন্দ শঙ্কর ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। মৃণাল সেনের কোরাস (১৯৭৪) চলচ্চিত্রে সুরারোপের জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কার পান। এছাড়াও তিনি বারবধূ চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনার জন্য বিএফজেএ পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৯৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনী সুরায়োজনও তার সৃষ্টির ফল। তনুশ্রী শঙ্করের সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আনন্দশঙ্কর স্কুল অফ পারফর্মিং আর্টস, যা সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৯ সালের ২৬ মার্চ তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু তার সৃষ্টিকর্ম আজও তাকে সঙ্গীতের দুনিয়ায় অমর করে রেখেছে।

৫(সৌজন্যে -উ কিছু কথা । কিছু সুর)

শরচন্দ্রের সন্তানহীন জীবনকে পূর্ণ করেছিল আফিম ভেলু বেটু এবং বাঘা-রা .....

নেশা ধরেছিলেন অনেক কম বয়সেই। দুরন্তও ছিলেন সেরকম। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতো বোহেমিয়ানা ছিল রক্তে। চণ্ডীমণ্ডপের বয়স্ক ব্যক্তি কিংবা স্কুলের পণ্ডিতমশাই রেহাই ছিল না কারোরই। বোঝা যায়, লালু ও ইন্দ্রনাথ'দের বা ‘ অনেক বৈশিষ্ট্য তাঁর নিজের মধ্যেই ছিল। একবার এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফি-র টাকা জমা না করে হাঁটা পথে পাড়ি দিলেন পুরীর উদ্দেশ্যে। মেদিনীপুরের বহু জায়গায় তখন কলেরার মড়ক লেগেছে। রাতে আশ্রয় পেলেন না কোথাও। ক্লান্ত, ক্ষত-বিক্ষত পা দুটিকে কোনোরকমে টেনে পৌঁছে গেলেন পুরীতে। কিন্তু কোনো মন্দিরে ঢুকলেন না। বঙ্গোপসাগরের অসীম জলরাশিকে প্রণাম করে হাঁটা লাগালেন বাড়ির দিকে। ফিরে এসে পেলেন পিতার মৃত্যুসংবাদ। তিনি পরিবারের বড়ো-সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর কাঁধে। গুরুজনরা দিলেন কাজ খোঁজার সুপরামর্শ। সব শুনে, শেষে একটা যাত্রার দলে নাম লেখালেন। বাউন্ডুলে, নেশাখোর, চরিত্রহীন কত বিশেষণই যে জুটল কপালে। কিছুটা আত্মগ্লানি থেকেই রোজগারের আশায় কদিন কলকাতায় থেকে পাড়ি দিলেন ব্রহ্মদেশে (আজকের মায়ানমার)। জীবনের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে এক নতুন অধ্যায় যুক্ত করল রেঙ্গুনের একাকী দিনগুলি। দেখলেন মানবচরিত্রের বহু রূপ, নিজের জীবনে না হলেও সাক্ষী থাকলেন প্রেমের মহত্ত্বের। শুরু হল ‘ শরৎচন্দ্র’-এর যাত্রাপথ। চাক্ষুষ সাক্ষাৎ ঘটল ‘পথের দাবী’-র সব্যসাচীর সঙ্গেও।এসবের মধ্যেই সুস্থির হয়েছে জীবন। সাফল্য পেল ‘ প্রকাশিত হতে লাগল ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ইত্যাদি উপন্যাস। সঙ্গে অসংখ্য ছোটোগল্প। শরচন্দ্র হয়ে উঠলেন ‘ কথাসাহিত্যিক’। এ প্রসঙ্গে বোধহয় আরো দুজনের কথা বলে নেওয়া মন্দ হবে না। তার মধ্যে একজন হল ‘ কুকুর, আসলে শরচন্দ্রের সন্তান। শ্রীহীন এই নে।া কুকুরটির মৃত্যুতে প্রবলভাবে ভেঙে প।ছিলেন তিনি। আরেকজন হল পোশা টিয়া পাখি ‘ যার খ্যাতি ছিল চোর ধরায়। গাছের পেয়ারা আগে সে খাবে, তারপর অধিকার পাবে বাকিরা। অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়েও একবার ঠিক সেই ভুলই করে ফেললেন শৈলেশ বিশী। ব্যাস, শরচংদ্র তো রেগে আগুন। তক্ষণা আদেশ হল, সমস্ত পেয়ারা বিলিয়ে দিতে হবে পা।ায়। বহু আদর যত্নে কমানো হল টিয়া পাখির অভিমান। কিন্তু শরচন্দ্রকে শান্ত করা যাচ্ছে না। অগত্যা বসতে হল আফিমের আসরে। গলে জল হয়ে গেল সমস্ত রাগ। অযথা উত্তেজনার জন্য ক্ষমাও চাইলেন। আর তারপরই ঘোষণা করলেন, সাহিত্যিক হতে গেলে আফিম-সেবন অনিবার্য! সে যাত্রায় অবশ্য লেখক হতে পারেননি শৈলেশ বিশী। প্রথম দিন গুরুজনের আশীর্বাদ বলে প্রত্যাখ্যান না করলেও, কদিন পরে অসুস্থ হয়ে প।নে। কিন্তু ওই পাঁচটা থেকে নটার আড্ডাতেই সাক্ষা পেয়েছিলেন মানবিক শরচন্দ্রের। যাঁর সন্তানহীন জীবনকে পূর্ণ করেছিল ভেলু, বেটু, বাঘারা। যিনি কাশীতে গিয়ে ভোজ খাওয়াতেন কুকুরদের। জাতপাতের ব্যবধানে বিভক্ত সমাজকে সাহিত্যিক শরচন্দ্র একের পর এক প্রশ্নে আহত করতেন। আর হয়তো ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হতেন অবলা পশুদের সঙ্গে। সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন রাজনীতির সঙ্গেও। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হয়ে চরকা কেটেছেন, আবার পকেটে বেআইনি পিস্তল নিয়েও ঘুরতেন। ভেলু মারা যাওয়ার পর আত্মরক্ষার জন্য নাকি এই ব্যবস্থা। সেই সময়ে বাংলার রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশই শেষ কথা। তাঁর স্নেহচ্ছত্রেই নিজেকে গড়ে নিচ্ছেন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁদের পত্রিকা ‘ নিয়মিত লেখালেখি করতেন শরচন্দ্র। একবার সুভাষচন্দ্র ধরলেন তাঁকে, সবাই জেলে যাচ্ছে, (ক্রমশ)

অভিযান চালিয়ে ৪ বাংলাদেশি ও তাদের আশ্রয়দাতাদের ধরল পুলিস

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৬ ডিসেম্বর ঃ বর্তমানে গোলমাল চলছে বাংলাদেশে। অনেকেই সীমান্তের ওপারে অত্যাচারের শিকার। এরকম পরিস্থিতিতে নদীয়ার ধানতলা থানা এলাকায় ৩ বাংলাদেশি ও তাদের আশ্রয়দাতাদের গ্রেফতার করল ধানতলা থানার পুলিস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতভর অভিযান চালায় পুলিস। এরপরই পুলিসের জালে ৪ জন বাংলাদেশি। এদের মধ্যে এক নাবালক রয়েছে। জানা যাচ্ছে, দত্তফুলিয়া সীমান্ত দিয়ে ওই ৪ বাংলাদেশি কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়ে। খবর পেয়েই অভিযান চালায় পুলিস। ওইসব বাংলাদেশিরা পাশাপাশি তাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য আরও ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর, ধৃত বাংলাদেশির মধ্যে একজন নাবালক। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। ঘটনায় ৪ পাচারকারীকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত পাচারকারীদের মধ্যে ২ জন বনগাঁ ও ৩ জন ধানতলা থানা এলাকার বাসিন্দা। সোমবার ধৃতদের রানাঘাট আদালতে পাঠিয়েছে ধানতলা থানার পুলিস। এই ঘটনায় আর কারা জড়িত তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে ধানতলা থানার পুলিস। সম্প্রতি কলকাতার মারকুইস স্ট্রিট থেকে গ্রেফতার করা হয় এক বাংলাদেশিকে। রাজস্থানের বাসিন্দা পরিচয় দিয়ে সেই পাসপোর্ট তৈরি করেছিল। নাম নিয়েছিল রবি শর্মা। ভারতীয় ভুয়ো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এমনকি প্যান কার্ডও বানিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিসের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সেলিম মন্ডল ওরফে রবি শর্মা স্বীকার করেছেন তিনি বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার বিএনপি নেতা। বছর দুয়েক আগে সাবেক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে তিনি পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন।

ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তে গ্রামবাসীদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক বিএসএফের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ বিজয় দিবসের দিনে ভারত কে হুঁশিয়ারি বাংলাদেশের। এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে কো- অর্ডিনেশন মিটিং করলো বিএসএফ- এর ৯৩ নং ব্যাটেলিয়নের এসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট মনোজ কুমার। জানা গেছে ৯৩ নং ব্যাটেলিয়নের অধীনে থাকা চানক্য ও সংকেত এই দুই বিওপি- এর মধ্যে রয়েছে জলপাইগুড়ি নগর বেরুবাড়ি

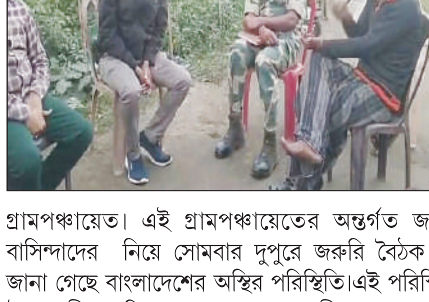

গ্রামপঞ্চায়েত। এই গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত জমাদার পাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের নিয়ে সোমবার দুপুরে জরুরি বৈঠক হয়। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে কাজে লাগিয়ে উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে যাতে কোন গ্রামবাসী চোরাচালানে যুক্ত না হয়। কিংবা তার কেটে সীমান্ত পেরিয়ে আসা কাউকে যাতে আশ্রয় না দেয়। এইসব বিষয়ে সচেতনতা প্রচার করা হয়। এবং সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে এখন থেকে সেই নিয়ম পালনে আরও কড়াকড়ি করবে বিএসএফ। পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে তল্লাশি অভিযান হবে। আর সেইসময় গ্রামবাসীদের সাথে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না হয় তা এড়াতে আজ একটি জরুরি বৈঠক হয়।

ধরা পড়লো কুখ্যাত জমি মাফিয়া

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ আমবাড়ি পুলিশের হাতে ধরা পড়লো কুখ্যাত অপরাধী পিকে। আশিঘর আউটপোস্টের পুলিশ খুঁজছিল পিকে। প্রদীপ চৌধুরী ওরফে পিকে কুখ্যাত জমি মাফিয়া। প্রদীপ চৌধুরী ওরফে পিকে কিছুদিন আগে ধরা পড়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র সহ এবার আবার পুলিশের জালে পিকে। বছর কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জমি মাফিয়া পিকে কে গ্রেফতার করেছিল আশিঘর আউটপোস্টের পুলিশ। বছরখানেক আগে আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজসহ আশিঘর আউটপোস্টের পুলিশ পিককে গ্রেফতার করেছিল। এরপরেই ঘটে যায় ভয়ংকর এক ঘটনা। ভক্তিনগর থানার আশিঘর আউটপোস্টের শান্তিনগর এলাকায় এক মহিলা এবং তার কন্যা আত্মঘাতী হন। ওই ঘটনায় অভিযোগের আঙ্গুল ওঠে এনজেপির দাপুটে তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়নের প্রাক্তন নেতা প্রসেনজিত রায়ের দিকে। ঘটনার কথা স্বীকার করেছিলেন প্রসেনজিত। প্রসেনজিত রায় সাফ জানিয়েছিলেন তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। সাধন নামে এক জমি কারবারীর স্ত্রী এবং কন্যা আত্মঘাতী হওয়ার পর ঘটনার তদন্তে নামে আশিঘর আউটপোস্টের পুলিশ। সূত্রের খবর, তদন্তে নেমে তদন্তকারী অফিসার একটি সুইসাইড নোট পায়। সেই সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের আশিঘর আউটপোস্টের পুলিশ পিককে খুঁজছিল। বেশ কিছুদিন ধরে পিকে শিলিগুড়ি শহর ছেড়ে আমবাড়ি এলাকায় গা ঢাকা দিয়েছিল বলেই জানা গেছে। সূত্রের খবর সাহুডাঙ্গী থেকে আমবাড়ি যাবার পথে একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সামনে সরকারি জমি দখল করে বহুতল বিল্ডিং বানিয়ে তা বিক্রির কারবারে নেমেছিল পিকে। সূত্রের খবর এক সরকারি কর্মীর কাছ থেকেই নাকি ওই পি ডব্লিউ ডি'র জমিতে থাকা বহুতল বিল্ডিং সস্তায় কিনেছিল পিকে। সূত্রের খবর পিকে ওই বিল্ডিংটি নিজের নয় বলে দাবি করলেও এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে পিকে ওই বিল্ডিংটি সস্তায় কিনে কোটি টাকায় বিক্রির ছককষ ছিল। এরই মধ্যে আশিঘর আউটপোস্টের পুলিশ এবং আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় পিকে। রবিবার পি কে কে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের আশিঘর আউটপোস্টের পুলিশ। পিকের বক্তব্য সে নির্দোষ। তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তিনি নন। প্রদীপ চৌধুরীর দাবী বারবার টার্গেট হচ্ছেন তিনি। উল্টো পিকে সংবাদমাধ্যমে কাছে দাবি করেন, সাধন নামে যে জমি কারবারির স্ত্রী এবং কন্যা আত্মঘাতী হয়েছেন, ওই জমি ব্যবসায়ীর কাছে তিনি টাকা পেতেন। আর এই কারণেই তাকে ফাঁসানো হচ্ছে বলেই অভিযোগ পিকের। এখন এটাই দেখার পুলিশের তদন্ত এবং আদালত অবশেষে পিকে কে কি রায় দেয়।

অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিটিএম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ অষ্টম বারের মত ফের অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত অন্যতম অনুষ্ঠান বিটিএম। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে সে কথা জানালেন উদ্যোক্তারা। মূলত আগামী ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির এক জনপ্রিয় পাঁচতারা হোটেলে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে

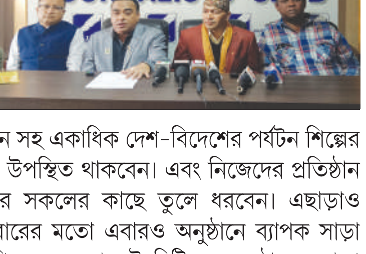

চলেছে। যেখানে নেপাল, ভুটান সহ একাধিক দেশ-বিদেশের পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থাকবেন। এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠান ও নিজেদের ঐতিহ্য কালচার সকলের কাছে তুলে ধরবেন। এছাড়াও উদ্যোক্তারা জানান, প্রত্যেকবারের মতো এবারও অনুষ্ঠানে ব্যাপক সাড়া ফেলবে উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্প। কেননা এই বিটিএম অনুষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে থাকেন উত্তরবঙ্গ সহ পার্শ্ববর্তী একাধিক রাজ্যের পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে পার্শ্ববর্তী ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার অর্থা বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। তা ছাড়া উত্তরবঙ্গের পার্বত্য ও উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল সংলগ্ন ডুয়ার্স-সিকিমসহ বেশ কিছু পর্যটনমূলক জায়গায় এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে, যার ব্যতিক্রম হবে না এবছরও আশাবাদী উদ্যোক্তারা। তাই আজ বিকেল পাঁচটায় শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের হাত ধরে অষ্টম বারের জন্য এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হতে যাচ্ছে। তবে এবার এই অনুষ্ঠানে দেখা যাবে না বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিত্বরা। প্রত্যেকবার বাংলাদেশের থেকেও পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত প্রচুর মানুষ এই বিটিএম অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। তবে এবার বাংলাদেশের যে উত্তাল পরিস্থিতি এবং ভারতের জাতীয় পতাকাকে অবমাননার কারণে এই অনুষ্ঠানে এবার বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিত্বদের বয়কট করা হয়েছে উদ্যোক্তাদের তরফে। তবে এর পরিবর্তে এ বছর নতুন সংযোজন রূপে থাকছে ভুটানের পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিত্বরা।

পৈতে লুকিয়ে ভারতীয় সেনা কে সাহায্য মুক্তি বাহিনীর গুপ্ত ফটোগ্রাফারের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ আজ ৭১ সালে পাক ভারত যুদ্ধের বিজয় দিবস। কি বলছেন সেই যুদ্ধে পৈতে লুকিয়ে অংশ নেওয়া উত্তরবঙ্গের বীর যোদ্ধা। পৈতে লুকিয়ে ভারতীয় সেনা কে সাহায্য মুক্তি বাহিনীর গুপ্ত ফটোগ্রাফারের। আজ অশান্ত বাংলাদেশ, ৭১ এর মুক্তি যুদ্ধে ছদ্মবেশে সক্রিয় সদস্যই আজকের ডুয়ার্সের সোমনাথ চৌধুরী । পাক সেনাদের নজর এড়াতে মাদুলিতে লুকিয়ে রাখেন পৈতে, গোপনে খান সেনাদের গতিবিধির ফোটো তুলে পৌঁছে দিতেন ভারতীয় সেনা এবং মুক্তিবাহিনী হাতে, আজও সেই স্মৃতি আঁকড়ে ডুয়ার্সের এক কোনে বসে আক্ষেপ করেন বর্তমান বাংলাদেশ নিয়ে। অশান্ত বাংলাদেশ, তদারকি সরকারের হাতে প্রতিনিয়ত ধূলিস্যাৎ হচ্ছে শত শহীদের আত্মবলিদান এবং ভারতীয় সেনার সক্রিয় সহযোগিতায় পাক সেনাদের হাত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের অনেক কিছুই। এক সময় মুক্তি বাহিনীর হয়ে কুষ্টিয়া জেলায় কার্যত জেমস বন্ডের ভূমিকা পালন করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নিজে চোখে স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ করা সেই মানুষটি আজও ডুয়ার্সের এক ছোট্ট জনপদ চালশার আস্তানায় বসে বলে চলেন, সেই কঠিন সংগ্রামের আখো দেখা হাল। সোমনাথ চৌধুরী (৭৮), এপার বাংলায় বসে টিভির পর্দায় যখন দেখছেন অশান্ত বাংলাদেশ। ভারত বিরোধী স্লোগান, চোখে মুখে ফুটে ওঠে ক্রোধ। প্রশ্ন করতেই বলতে শুরু করেন, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তি বাহিনী এবং ভারতীয় সেনার জন্য পাক সেনাদের গতিবিধির ফোটো তোলার সেই ঘটনা। যে কাজ করে সেই সময় বাংলাদেশকে পাক সেনাদের হাত থেকে স্বাধীন করার শপথ নিয়েছিলেন তার জন্য শুধু জীবনের ঝুঁকি নয়, পাল্টে ফেলেছিলেন জাতিসত্তার পরিচয়। হিন্দু ব্রাহ্মণ সোমনাথ চৌধুরী গায়েব পৈতে মাদুলীতে পুরে গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন, পাছে পাক সেনারা যাতে টের না পায় আসল পরিচয়, কিছুটা উর্দু ভাষা জানা থাকায় পাক সেনাদের কাছেও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সুবিধে হয়েছিলো, বলে জানালেন তিনি। তবে বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা নিয়ে খুব একটা আশ্চর্য নন, সোমনাথবাবু, কারন হিসেবে বলেন, এটা আমার কথা নয়, স্বয়ং ফিল্ড মার্শাল মানিক শাও এই আশঙ্কা করেছিলেন, কারন পাক সেনাদের লজ্জাহীন, নির্মম নির্যাতনের ফলে সেই সময় যে মা-বোনেরা বিরঙ্গনা হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ সময় সুচিকিৎসা না পাওয়ায় গর্ভবতী হয়ে পরবর্তীতে সন্তান প্রসব করতে বাধ্য হয়েছিলেন, আজ সেই প্রজন্মের শিরায় বইছে খান সেনাদের রক্ত। তাঁরা কোনো দিনই বাংলাদেশের ৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধ কে মন থেকে গ্রহণ করবে না এটাই স্বাভাবিক। আর সেটাই হচ্ছে, আগেও হয়েছিলো মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে, আমাকে সেই সময় আমার বাবা বলেছিল পালিয়ে যা নাহলে ওরা তোকেও মেরে ফেলবে, সেই থেকেই ডুয়ার্সের এই আস্তানায় । সোমনাথবাবু এটাও জানাতে ভোলেন না, এই ডুয়ার্সের মূর্তি চা বাগানে ভারতীয় সেনা বাহিনী কত মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের মাত্র এক মাসের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে দ্রুত পাক সেনারা বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করেছিল সেই সময়। একদিকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা আরেক দিকে জলপাইগুড়ির বর্তমানে মেটেলি থানার অন্তর্গত সামসিং এলাকার মূর্তি চা বাগানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলতো মুক্তি বাহিনীর জন্য বিশেষ অস্ত্র প্রশিক্ষণ।

স্বচ্ছ ও নির্মল গঙ্গার বার্তা নিয়ে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত মহিলা বিএসএফ কর্মীদের র‍্যাফটিং অভিযান

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৬ ডিসেম্বর ঃ আমরা নারী আমরাই পারি, বহু প্রচলিত এই কথাটিকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহিলাদের প্রতিভার কথা আমরা জেনেছি, দেখেছি। আর এদিন এই কথাটির আরও একবার জ্বলন্ত উদাহরণের সাক্ষী থাকলো সকলে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ২২ জন সাহসী নারীরকে দেখে মুগ্ধ সকলেই। এই কুড়িজন নারী আসলে তারা যারা দিন রাত এক করে আমাদের সকলকে সুরক্ষীত রাখতে সীমান্ত প্রহরায় যারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে তেমনই কুড়িজন বিএসএফ মহিলা কর্মী। স্বচ্ছ ও নির্মল গঙ্গার বার্তা নিয়ে বিএসএফ-এর উদ্যোগে কুড়িজন মহিলা বিএসএফ কর্মীদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল র‍্যাফটিং অভিযান। গঙ্গোত্রী থেকে যার সূচনা হয়েছিল, সমাপ্তি হবে গঙ্গাসাগরে, মোট ৫৩ দিনের এই অভিযান চলবে বলেও জানা যায়। আর ১৫ ডিসেম্বর বিয়াল্লিশ তম দিনে তার এসে পৌছায় নদীয়ার নবদ্বীপ মায়াপুরে, আর এই মহিলাদের র‍্যাফটিং টিমের সাথে মায়াপুরে উপস্থিত ছিলেন নদীয়ার সীমা নগর বিএসএফ ক্যাম্পের বিভিন্ন আধিকারিক। সেখানেই বিএসএফ এর তরফে জানায় বি এস এফ ও নমামী গঙ্গে ন্যাসেনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, এদিন সকালে মায়াপুরে আসেন তারা, আর মায়াপুরে ইস্কন মন্দির দর্শন সহ গঙ্গা নিয়ে তাদের বার্তাও দেয় ইস্কন কর্তীপক্ষ সহ সাধারণ মানুষদেরও। পাশাপাশি বিএসএফ এর আধিকারীকদের তরফে আরও জানানো হয় এদিন বিকেলে এই টিম পৌছাবে পূর্ব বর্ধমানের কালনাতে, সেখানেই রাত্রিযাপন হবে। পাশাপাশি বিএসএফ আধিকারিক বলেন তাদের যাত্রা পথের আনুমানিক ২৫০০ কিলোমিটার রাস্তায় বিভিন্ন বিপদ ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই করছে কারন পুরো যাত্রাটাই হচ্ছে গঙ্গা বক্ষে। এই টিমের সদস্য বিএসএফ কনস্টেবল সুস্মিতা চৌধুরী বলেন এটা একটা আলাদা অনুভূতি, আমাদের আগে থেকেই পরের দিনের সিডিউল তৈরী থাকে সেইমতো আমরা চলছি, এলাকায় এলাকায় স্থানীয় মানুষ সহ ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথা বলছি, গঙ্গাকে পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা যেমন থাকছে তেমনি মহিলা সশক্তিকরণের বিষয়টিও তুলে ধরা হচ্ছে, কারন আমরা এই যে অভিযানটি করছি সেখানে আমরা সকলেই মহিলা, আর সাধারণ মানুষের কাছে এই বিষয়টিও তুলে ধরা হচ্ছে।

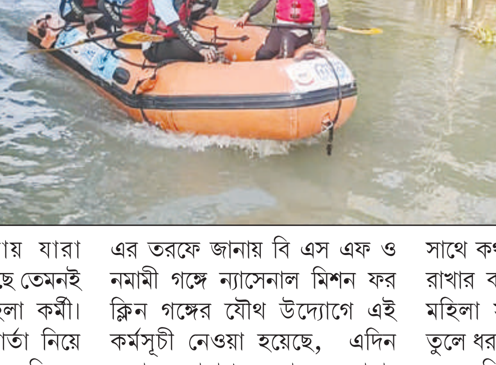

কর্তব্যরত মহিলা শিক্ষা কর্মীর অশ্লীল ছবি তোলার অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে! অস্বীকার অভিযুক্তের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৬ ডিসেম্বর ঃ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ে কর্তব্যরত শিক্ষা কর্মীর অশ্লীল ছবি তোলার অভিযোগ প্রাইমারি শিক্ষকের বিরুদ্ধে! ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ব্লকের অন্তর্গত কেশপুর এক চক্র অর্থাৎ নেড়াদেউল অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের। গত ৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টো নাগাদ বই বিতরণ হচ্ছিল অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ের সামনে কোয়াই বালিকা বিদ্যালয়ে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অবর বিদ্যালয়-এর চুক্তিভিত্তিক এডুকেশনাল সুপারভাইজার। তার অভিযোগ, তার অজান্তেই কৌশিক মন্ডল তার বিভিন্ন অশ্লীল ছবি তুলে। বারবার বারণ করলেও শোনে না সে, তাকে ছবি তুলতে বাধা দিতে গেলে, অভিযুক্ত উক্ত মহিলা শিক্ষা কর্মীর গায়ে হাত দেন বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। পরবর্তীতে সেখান থেকে ওই মহিলা শিক্ষা কর্মী দৌড়ে চলে যান এসআই অফিসে। এসআই অফিসে থাকা শিক্ষকদের এবং এসআই ম্যাডামকেও বিষয়টি জানান তিনি। পরবর্তীতে বাড়িতে জানান এবং আইনের দ্বারস্থ হন, কেশপুর থানায় একটি জেনারেল ডাইরি করেন। আইনের দ্বারস্থ হবার পর, বাড়ি ফেরার পথে ওই অভিযুক্ত শিক্ষক সহ বেশ কয়েকজন কেশপুর বাসস্ট্যান্ডে তাকে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলে। তাদের কথায় রাজি না হাওয়ায় অভিযুক্ত শিক্ষকগণ দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা শিক্ষা কর্মী। মহিলা শিক্ষা কর্মী আরো বলেন যে, তিনি ভয়-ভীতিতে রয়েছেন, তার প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা রয়েছে বলেও জানান তিনি। ওই মহিলা শিক্ষা কর্মী আরো বলেন, তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ এসআই ম্যাডামকে বিষয়টি জানালেও তিনি কোন পদক্ষেপ নেননি উদাসীন থাকেন। অবশেষে অভিযুক্তদের নামে কেশপুর থানায় এফআইআর দায়ের করেন। তবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ কৌশিক মন্ডল জানিয়েছেন, এইসব সাজানো নাটক! উনি নিজেই ঠিক মতো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইন্সপেক্সানের কাজ করেন না। ওনার বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজের অভিযোগ রয়েছে। উনি শোকজ হয়েছেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সেই সময় উনি আমাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। আমি বা আমাদের ইউনিয়ন ওনার পাশে না থাকায় উনি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন। ঘটনায় মধ্যে থাকা আরও এক শিক্ষক চন্দন চক্রবর্তী বলেন, উনি আমার নামেও মিথ্যে ক্লেম করেছেন। যে আমি ওনাকে কেশপুর বাসস্ট্যান্ডে নাকি বিষয়টি মিটমাট করার জন্য বলেছি। এইসব কথা সম্পূর্ণ সাজানো এবং মিথ্যে। ওনার বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজকর্মের অভিযোগ রয়েছে। উনি আমাদের ইউনিয়নের সাহায্য চেয়েছিলেন, আমাদের ইউনিয়ন জানিয়েছে কোন ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িত ব্যক্তির পাশে থাকবে না। তাই উনি মিথ্যে নাটক করছেন। তবে এইসব অনৈতিক কাজ কর্মের কথা একেবারেই মানতে রাজি নন ওই মহিলা শিক্ষা কর্মী। তিনি জানিয়েছেন যদি এই ধরনের কোন অনৈতিক কাজ থেকেই থাকতো, তাহলে এতদিন কেন কেউ বলেনি। যখনই আমি থানায় অভিযোগ করেছি তারপর কেন এসব কথা হচ্ছে। আসলে উনারা আইনের হাত থেকে বাঁচতে, এইসব বাহানার নিচ্ছেন। আমি পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করবো দ্রুত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মামলা রুজু করেছে কেশপুর থানার পুলিশ।

আমার মক্কেল শ্রীমতি বিউটি মণ্ডল, স্বামী-নারায়ন মণ্ডল, সাকিন-আমতলী (নোকসা), পোঃ- খিদিরপুর, খানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর, স্বায়ী বাসিন্দা হইতেছে। জে.এস. নং-১১৫, মৌজা-নোকসা, দলিল নং-৬২১১/২০২৪, তারিখঃ-১৩.১০.২০২৩ মূলে Balurghat DSR Office, (রেকর্ড ভুক রায়তের নাম) এর নিকট হইতে খতিয়ান নং- এল আর ৫৮৬, দাগ নং-হাল ১৪৯ মোট ২২ শতক পরিমাণ ৩১.০৭.২০২৩ তারিখে Dakshin Dinajpur DSR Office এ ৫০৮৫/২০২৩ নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম যখা ১) শ্রী সুবীর মুখার্জ্জী, পিতা-মৃত সুভাষ মুখার্জ্জী ওরফে সুভাষ চন্দ্র মুখার্জ্জী, সাং-সুকান্ত এপার্টমেন্ট ১৪৪ সন্তোষপুর এভিনুউ, বিপরীত ২ এইচ.ডি.এফ.সি.ব্যাঙ্ক, পোঃ সন্তোষপুর, থানা-পূর্ব যাদবপুর, কোলকাতা-৭০০০৭৫ (আমমোক্তার দাতার নাম যথা শ্রীমতি শিখা ব্যানাজ্জী, স্বামী-শ্রী বাসব ব্যানাজ্জী, সাং ১৩ এ, ঈশ্বর মিত্র রোড, (মিত্র কলোনি), থানা-বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৩৪) এর নিকট হইতে বিক্রয় কবলা দলীল করিয়াছেন এবং নং ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত রায়ত জমি বালুরঘাট বি. এল. এন্ড, এল. আর. ও অফিসে (ROR) রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

নীলরঞ্জন শীল
অ্যাভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

আমার মক্কেল শ্রীমতি বিউটি মণ্ডল, স্বামী-নারায়ন মণ্ডল, সাকিন-আমতলী (নোকসা), পোঃ- খিদিরপুর, থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর, স্বায়ী বাসিন্দা হইতেছে। জে.এল.নং-১১৫, মৌজা-নোকদা, দলিল নং-৪১৭০/২০২৪, তারিখ-২৯.০৮.২০২৪ মূলে Balurghat DSR Office, (রেকর্ড ভুক রায়তের নাম) এর নিকট হইতে খতিয়ান নং- এল আর ৫৮৬, দাগ নং- হাল ১৪৯ মোট ৪৯ শতক পরিমাণ ৩১.০৭.২০২৩ তারিখে Dakshin Dinajpur DSR Office ৫০৮৫/২০১৩ নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম যথা ১) শ্রী সুবীর মুখার্জ্জী, পিতা-মৃত সুভাষ মুখার্জ্জী ওরফে সুভাষ চন্দ্র মুখার্জ্জী, সাং-সুকান্ত এপার্টমেন্ট ১৪৪ সন্তোষপুর এভিনুউ, বিপরীত ২ এইচ.ডি.এফ.সি.ব্যাঙ্ক, পোঃ-সন্তোষপুর, থানা-পূর্ব যাদবপুর, কোলকাতা- ৭০০০৭৫ (আমমোক্তার দাতার নাম যথা শ্রীমতি শিখা ব্যানাজ্জী, স্বামী-স্ত্রী বাসব ব্যানাজ্জী, সাং ১৩ এ. ঈশ্বর মিত্র রোড, (মিত্র কলোনি), খানা-বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪) এর নিকট হইতে বিক্রয় কবলা দলীল করিয়াছেন এবং নং ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত রায়ত জমি বালুরঘাট বি. এস. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে (ROR) রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

নীলরঞ্জন শীল
অ্যাভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

আমার মক্কেল ১) শ্রী বিমল মণ্ডল, পিতা-দেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল, ২) শ্রী তন্ত মণ্ডল, উভয়ে পিতা-বিমল মণ্ডল, সাকিন-আমতলী, পোঃ -দক্ষিন শিবরামপুর, খানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর, স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে। জে.এল. নং-১১৫. মৌজা-নোকসা, দলিল নং-৪১৭৯২০২৪, তারিখ-২৯.০৮.২০২৪ মূলে Balurghat DSR Office, (রেকর্ড ভুক রায়তের নাম) এর নিকট হইতে খতিয়ান নং-এল আর ৫৮৬, দাগ নং- হাল ১৪৯ মোট ৪৮.৫ শতক পরিমাণ ৩১.০৭.২০২৩ তারিখে Dakshin Dinajpur DSR Office এ ৫০৮৫/২০২৩ নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম যথা ১) স্ত্রী সুবীর মুখার্জ্জী, দিতা-মৃত সুভাষ মুখার্জ্জী ওরফে সুভাষ চন্দ্র মুখার্জ্জী, সাং-সুকান্ত এপার্টমেন্ট ১৪৪ সন্তোষপুর এভিনুউ, বিপরীত ২ এইচ.ডি.এফ.সি. ব্যাঙ্ক, পোঃ সন্তোষপুর, থানা-পূর্ব যাদবপুর, কোলকাতা- ৭০০০৭৫ (আমমোক্তার দাতার নাম যথা শ্রীমতি শিখা ব্যানাজ্জী, স্বামী-শ্রী বাসব ব্যানাজ্জী, সাং ১৩ ৩, ঈশ্বর মিত্র রোড, (মিত্র কলোনি), থানা-বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪) এর নিকট হইতে বিক্রয় কবলা দলীল করিয়েছেন এবং নং ওয়ারিশ সূত্রে প্রান্ত রায়ত জমি বালুরঘাট বি. এল. এন্ড. এল. আর ও অফিসে (ROR) রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াদেন। এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে বালুরঘাট বি এল এন্ড. এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

নীলরঞ্জন শীল
অ্যাভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

আমার মক্কেল শ্রীমতি সম্পা মণ্ডল দাস, স্বামী-স্ত্রী অন্তিম দাস, সাকিন-শালগ্রাম, পোঃ -বিরোহিনী, খানা- বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর, স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে। জে.এস.নং-১১৫, মৌজা-নোকসা, দলিল নং-৪১৭৩/২০১৪, তারিখঃ ২১.০৮.২০২৪ মূলে Balurghat DSR Office, (রেকর্ড ভুক রায়তের নাম) এর নিকট হইতে খতিয়ান নং- এল আর ৫৮৬, দাগ নং-হাল ১৪১ মোট ৪৮.৫ শতক পরিমাণ ৩১.০৭.২০২৩ তারিখে Dakshin Dinajpur DSR Office এ ৫০৮৫/২০২৩ নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম যথা ১) স্ত্রী সুধীর মুখার্জ্জী, পিতা-মৃত সুভাষ মুখার্জ্জী ওরফে সুভাষ চন্দ্র মুখার্জী, সাং-সুকান্ত এপার্টমেন্ট ১৪৪ সন্তোষপুর এভিনুউ, বিপরীত ২ এইচ.ডি.এফ.সি. ব্যাঙ্ক, পোঃ সন্তোষপুর, থানা-পূর্ব যাদবপুর, কোলকাতা-৭০০০৭৫ (আমমোক্তার দাতার নাম যথা শ্রীমতি শিখা ব্যানাজ্জী, স্বামী-শ্রী বাসব ব্যানাজ্জী, সাং ১৩ এ. ঈশ্বর মিত্র রোড, (মিত্র কলোনি), থানা-বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪) এর নিকট হইতে বিক্রয় কবলা দলীল করিয়াছেন এবং নং ওয়ারিশ সূত্রে প্রান্ত রায়ত অমি বালুরঘাট বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে (ROR) রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে বালুরঘাট বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

নীলরঞ্জন শীল
অ্যাভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং ঃ ২৮৫_২০২৪-২৫, তারিখ ১৩.১২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ [সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া-র আওতাধীনে] কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার আওতাধীনে এই স্থানগুলিতে সেস মেরামতির কাজ - বালি - ব্যান্ডেল আপ মেন লাইনে কিমি ৭.০৫১ - ৭.৫৮৫, ১১.০০৮ - ১১.৯৬৮ কিমি, ১৩.৭৬৮ - ১৪.০০৪ কিমি, ১৪.০২ - ১৫.৮৬৩ কিমি, ১৭.৪২ - ১৯.১৭৯ কিমি, বালি - ব্যান্ডেল ডাউন মেন লাইনে - ১২.০৩৩ - ১২.৬৯৫ কিমি, ১২.৮২৭ - ১৩.৩৮২ কিমি, ১৩.৭৬২ - ১৫.৮০২ কিমি, বালি - ব্যান্ডেল আপ মেন লাইনে - ২১.৫৮৭ - ২১.৭৭১ কিমি, ২৩.০০৪ - ২৪.০৬৩ কিমি, ২৪.৭৭৯ - ২৪.৮১৯ কিমি, ২৫.৩২৯ - ২৮.০৪১ কিমি, এবং ২৮.৬০ - ৩৮.০০১ কিমি এবং বালি - ব্যান্ডেল ডাউন মেন লাইনে - ২৮.৫৯৮ - ৩২.৩৯৩, ৩৩.০৫৮ - ৩৭.৪০৬ কিমি-তে। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৩৪,৬৯,৭৪৯.৭৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৭,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টে। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-482/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রায় ৫০০ জন কর্মী তৃণমূলে যোগদান করলেন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ এবারে বিরোধী দল কংগ্রেসের ৪ জন পঞ্চায়েত সদস্য, ও বিজেপির ২ জন পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রায় ৫০০ জন কর্মী তৃণমূলে যোগদান করলেন। মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের মোথাবাড়ির প্রধান কার্যালয়ে তৃণমূলের এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের উপস্থিতিতেই কংগ্রেস ও বিজেপি দল ছেড়ে আসা নেতা কর্মীরা তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে তুলে নেন। যোগদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে তৃণমূলের দলীয় ঝান্ডা হাতে তুলে নেন। এরফলে মোথাবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চাযেতে তৃণমূলের অনেকটাই সংগঠন মজবুত হবে বলেও দাবি করেছেন স্থানীয় দলীয় নেতৃত্ব । এদিনের এই যোগদান শিবিরে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কালিয়াচক ২ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি ফিরোজ শেখ তৃণমূল নেতা হাসিমউদ্দিন আহমেদ সহ বিশিষ্টজনেরা। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, বিজেপি, কংগ্রেস, দল থেকে ৬ জন পঞ্চাযেত় সদস্য সহ এদিন প্রায় ৫০০ জন কর্মী তৃণমূলে যোগদান করেছেন। এতদিন এরা বিরোধী দলে থেকেও যোগ্য মর্যাদাটুকু পাননি । এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের ওপর ভরসা করেই তাঁরা তৃণমূলকেই বেছে নিয়েছেন। এদিন একটি জনসভার মাধ্যমে এই যোগদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে যোগদানকারী বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেওয়া হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৩.১২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৭০-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-র অধীনে বালিগঞ্জ-বজবজ শাখায় সন্তোষপুর এবং একিউআর -এর মধ্যে কিমি ১৬/১৫ থেকে ১৯/৬ পর্যন্ত, বালিগঞ্জ ও সন্তোষপুরের মধ্যে কিমি ৫/৪ থেকে ১৬/৯ -এর মধ্যে, একিউআর এবং বজবজের মধ্যে কিমি ১৯/৫ থেকে ২৫/২এ-তে ব্যালাস্ট পাথর ধরে রাখার প্রাচীর সমেত রেল ফেন্সিং দ্বারা সীমানা প্রাচীর এবং নৈহাটি থেকে হালিশহর পর্যন্ত ৩৮/২৮ থেকে ৩৯/৬এ (৩৬০ মিটার), মদনপুর থেকে শিমুরালি পর্যন্ত ৫৬/৯ থেকে ৫৬/২৫ (৪৮০ কিমি) এবং চাকদহ থেকে পায়রাডাঙ্গা পর্যন্ত ৬২/২১ থেকে ৬৩/৫ (৬০০ মিটার) (মোট ১৪৪০ মিটার) স্থানগুলিতে রেল-রে বেড়া ও সীমানা প্রাচীরের ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৯১,৯৮,৬১০.৩৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৪,৪৬,০০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৯৮-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** বজবজ - সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-র অধীনে বজবজে নতুন গুডস্ অফিস, মার্চেন্ট রুম নির্মাণ, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা এবং আলোকিতকরণের যথেষ্ট ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৫৮,৪৩,৮২২.৪০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৩,৭৯,২০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৯৯-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বালিগঞ্জের অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ কলকাতা স্টেশনের প্ল্যান্টফর্ম নং ১ থেকে ৫-এর মধ্যে লাইন নং. ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫-এর বিদ্যমান ক্ষতিগ্রস্ত ধোলাই যোগ্য অ্যাপ্রন-এর মেরামতি ও সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৬,৪১,০৭৪.৫০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৭২,৮০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৪। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২০০-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত লেভেল ক্রশিং-এ রাস্তার উপরিতলের মেরামতি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৯,৭৮,৭০৯.৮১ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৫৯,৬০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৫। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২০১-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** হোয়ার্ফ সংস্কার সমেত টিটাগড় স্টেশনে গুডস্ শেড-এর উন্নয়ন, আলোকিতকরণ ব্যবস্থার উন্নতি, মার্চেন্ট রুম-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৪১,০৭,২৮৬.৩১ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৭০,৫০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৬। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২০৫-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** [i] শিয়ালদহ - বজবজ -এ - এলসি গেট নং. - ১/এ/ই, ২/এ/ই, ৫/এস/টি কাঁকুলিয়া, ৭/বি/টি (০৪টি এলসি গেট)। [ii] নিউ আলিপুর - নিউ আলিপুর (কলকাতা) গুডস্ শেড-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে আলোকিতকরণের যথেষ্ট ব্যবস্থা, প্রবেশ প্রস্থানের দরজা, সীমানা প্রাচীর এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৬৫,০৩,১১০.৩২ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৩২,৫০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৭। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২০৮-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে ক্রটিযুক্ত গ্লুড জয়েন্ট/ব্লক জয়েন্ট সমূহের প্রতিস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বস্থানাস্থিত গ্লুড জয়েন্টসমূহ (৫২/৬০ কেজি)-র ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৫,৬৭,৫৮৩.১৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০২,৮০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৮। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২০৯-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** বালিগঞ্জে আরপিএফ ব্যারাকের ব্যবস্থা (৩০ শয্যার)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৬,১১,৭২৫.৫৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০৮,১০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৯। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২১০-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** আরডিএসও অনুসারে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ স্ট্যান্ডার্ড হাইট গেজ-এর ব্যবস্থা করার কাজ এলসি গেট নং. - ১/এ/ই, ২/এ/ই (শিয়ালদহ - বালিগঞ্জ জংশন), ৫/এস/টি (বালিগঞ্জ জংশন - সোনারপুর জংশন), ৭/বি/টি, ৯/বি/টি, ১০/বি/টি, ১১/সি/ই, ১২/বি/টি, ১৩/বি/টি, ১৪/বি/টি (বালিগঞ্জ জংশন - বজবজ), ১৩০ (নৈহাটি জংশন - ব্যান্ডেল জংশন), ১ এবং ১এ (কল্যাণী - কল্যাণী সীমান্ত) = ১৩টি-তে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৮,৩৭,১৬২.৭৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৩৯,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৯ -এর জন্য ০৬.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং. ১, ৭ ও ৯-এর জন্য **১৮ (আঠারো) মাস**, ক্র. নং. ২, ৪, ৫, ৬ ও ৮-এর জন্য **১২ (বারো) মাস** এবং ক্র. নং. ৩-এর জন্য **০৯ (নয়) মাস**। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ১ থেকে ৯ -এর জন্য। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

SDAH-277/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নিম্নলিখিত শাখার সম্পূর্ণ করা অংশে অবস্থিত সকল রেলওয়ে লাইন ও পরিসর ব্যবহারকারীদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট শাখায় উল্লেখিত তারিখে বা তার পরে ২৫০০০ ভোল্ট, ৫০ হার্ৎজ, এসি ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইন বিদ্যুতায়িত করা হবে। ওই তারিখ থেকে, উল্লিখিত ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইন সর্বদা সচল ও বিদ্যুৎবাহী হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং কোনও অননুমোদিত ব্যক্তি উক্ত ওভারহেড লাইনের কাছে আসতে অথবা কোনও কাজ করতে পারবেন না। **রেলওয়ে স্টেশন ঃ** পুরুলিয়া—কোটশিলা শাখা ৩৬ কিমি এবং গৌরীনাথধাম ইয়ার্ড, বারবেন্দা ইয়ার্ড, কোটশিলা ইয়ার্ড। **রেলওয়ে ডিভিশন ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা ডিভিশন। **বিদ্যুতায়নের তারিখ ঃ** ১৮.১২.২০২৪।

ক্রঃ নং	শাখার নাম: লাইন নং	থেকে: এলওসি নং	থেকে: কিমি.চেনেজ	পর্যন্ত: এলওসি নং	পর্যন্ত: কিমি.চেনেজ
(১)	পুরুলিয়া (গৌরীনাথধাম প্রান্ত) থেকে কোটশিলা মেইন লাইন নং ১ (ঝালদা প্রান্ত) পর্যন্ত পুরুলিয়া—কোটশিলা নতুন ডাবলিং জয়েন্ট লাইন নং ২	৩২৩ / পিকে-৬	৩২৩/ ১৬৭.০০	৩৭৭ / ৩	৩৭৭ / ৫৭.০০
(২)	গৌরীনাথধাম (ইয়ার্ড লাইন নং ৪)-এ কমন ল্যুপ লাইন নং ২)	জিটিডি / ১০০৬	৩৩৭ / ২৯২.০০	জিটিডি / ১০৪২	৩৩৮ / ২৫২.৫০
(৩)	বারবেন্দাতে (ইয়ার্ড লাইন নং ৪) কমন ল্যুপ লাইন নং ২	বিবিডিএ / ১০০৩	৩৫৩ / ৯১০.০০	বিবিডিএ / ১০৪১	৩৫৪ / ৯৫০.০০

২৫ কেভি এসি ট্র্যাকশনের প্রবর্তন
"সড়ক ব্যবহারকারীদের প্রতি সতর্কবার্তা"

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের পুরুলিয়া এবং কোটশিলা শাখায় ২৫ কেভি এসি বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন চালু সংক্রান্ত কাজে জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সমস্ত লেভেল ক্রসিংয়ে রাস্তার তল থেকে পরিষ্কার **সর্বোচ্চ ৪.৭৮** মিটার উচ্চতায় হাইট গেজ স্থাপন করা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত উচ্চতায় বোঝাই করা পণ্যবাহী গাড়ি বৈদ্যুতিকৃত সক্রিয় ট্র্যাকশন লাইনের **(কন্ট্যাক্ট ওয়্যার), যেটি সমস্ত লেভেল ক্রসিংগুলিতে রেল লেভেলের ওপরে ন্যূনতম ৫.৫ মিটার উচ্চতায় থাকবে,** বিপজ্জনক সংস্পর্শে না আসে।

ক্রঃ নং ও লেভেল ক্রসিং গেট নং; শাখা; কিমি লোকেশন নং যথাক্রমে ঃ (১) পিকে-৩; পুরুলিয়া—গৌরীনাথধাম; ৩২৫/পিকে-২ এবং ৩২৫/পিকে-৩। (২) পিকে-৫; পুরুলিয়া—গৌরীনাথধাম; ৩২৬/পিকে-১০ এবং ৩২৬/পিকে-১১। (৩) পিকে-৬; পুরুলিয়া—গৌরীনাথধাম; ৩২৮/পিকে-২ এবং ৩২৮/পিকে-৩। (৪) পিকে-৮; পুরুলিয়া—গৌরীনাথধাম; ৩৩০/পিকে-৩ এবং ৩৩০/পিকে-৪। (৫) পিকে-১০; পুরুলিয়া—গৌরীনাথধাম; ৩৩১/পিকে-১৪ এবং ৩৩১/পিকে-১৫। (৬) পিকে-১২; পুরুলিয়া—গৌরীনাথধাম; ৩৩৪/পিকে-৭ এবং ৩৩৪/পিকে-৮। (৭) পিকে-১৩; পুরুলিয়া—গৌরীনাথধাম; ৩৩৫/পিকে-১০ এবং ৩৩৫/পিকে-১১। (৮) পিকে-১৪; গৌরীনাথধাম—বারবেন্দা; ৩৩৮/পিকে-৭ এবং ৩৩৮/পিকে-৮। (৯) পিকে-১৭; গৌরীনাথধাম—বারবেন্দা; ৩৪৩/পিকে-৪ এবং ৩৪৩/পিকে-৫। (১০) পিকে-২১; গৌরীনাথধাম—বারবেন্দা; ৩৪৭/পিকে-৬ এবং ৩৪৭/পিকে-৭। (১১) পিকে-২৪; গৌরীনাথ-ধাম—বারবেন্দা; ৩৪৮/পিকে-৮ এবং ৩৪৮/পিকে-৯। (১২) পিকে-২৫; গৌরীনাথধাম—বারবেন্দা; ৩৪৯/পিকে-৯ এবং ৩৪৯/পিকে-১০। (১৩) পিকে-২৮; গৌরীনাথধাম—বারবেন্দা; ৩৫২/পিকে-১৩ এবং ৩৫২/পিকে-১৪। গাড়িতে এবং সড়কযানে পণ্য বোঝাই করার সময় যাতে কোনও অবস্থাতেই তা বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্পর্শে না আসে তার জন্য উপরোক্ত উচ্চতার বিষয়টি লক্ষ্য করতে জনসাধারণকে অবগত করা হচ্ছে। অতিরিক্ত উচ্চতায় পণ্য বোঝাই করার বিপদ ঃ (১) হাইট গেজের বিপদ এবং সড়ক তথা রেল লাইনে বাধার সৃষ্টি। (২) গাড়িতে বোঝাই করা পণ্য বা যন্ত্রপাতি তথা গাড়ির বিপদ। (৩) বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্পর্শে বা বিপজ্জনক চৌহদ্দিতে আসার দরুন অগ্নিসংযোগ ও জীবনহানির আশঙ্কা।

(PR-913)

ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, রাঁচি

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

বিজ্ঞান - পরিবেশ

গবেষকেরা হিগস বোসন সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন

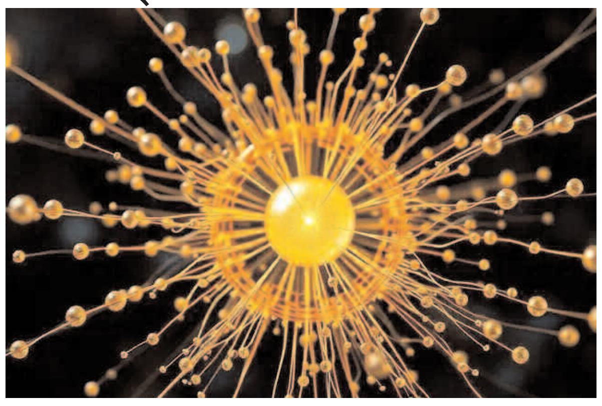

পদার্থ বিজ্ঞানের দুনিয়ায় হিগস বোসন কণা ঈশ্বর কণা হিসেবে আলোচিত। ২০১২ সালে আবিষ্কারের পর থেকে এই কণা পদার্থবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। এমন প্রাথমিক কণা কীভাবে ভর অর্জন করে, তা বিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা করছেন। জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের গবেষকেরা হিগস বোসন সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন। হিগস বোসন নিয়ে সম্প্রতি গবেষণা মৌলিক কণার ধারণাকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে জানিয়েছেন তাঁরা। কণা পদার্থবিজ্ঞানের স্ট্যান্ডার্ড মডেলে হিগস বোসন হলো অন্যান্য কণাকে ভর দেওয়ার জন্য দায়ী কণা। এই কাজ কীভাবে হয়, তা জানার কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা। রহস্যের উত্তর হিগস ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে। এই ক্ষেত্র একধরনের অদৃশ্য মাধ্যম, যা মহাবিশ্বকে বিস্তৃত করে। নতুন গবেষণায় হিগস বোসন কীভাবে ডব্লিউ ও জেড বোসনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে, তার পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করা হয়েছে। ডব্লিউ ও জেড বোসন পদার্থবিজ্ঞানের স্ট্যান্ডার্ড মডেলে মূল ভূমিকা পালনকারী দুটি অন্যান্য মৌলিক কণা। নতুন গবেষণার ফলাফলকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলা হচ্ছে। কারণ, তাঁরা এক দশক আগের তাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য নতুন প্রমাণ সরবরাহ করছেন। গবেষকেরা, হিগস বোসন ও একটি ডব্লিউ বোসনের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। এই মিথস্ক্রিয়ায় হিগস বোসন ক্ষয়প্রাপ্ত কণায় পরিণত হয়, যাকে বটম কোয়ার্ক বলা হয়। এই মিথস্ক্রিয়া বাস্তব বলে প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এই ফলাফল মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা এক মিলিয়নের মধ্যে এক ভাগের কম বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এ ছাড়া হিগস বোসন ও একটি জেড বোসনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়। যেখানে বটম কোয়ার্ক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ডব্লিউ বোসন মিথস্ক্রিয়া থেকে কিছুটা কম মাত্রা আছে এই মিথস্ক্রিয়ায়। এই ফলাফল স্ট্যান্ডার্ড মডেলের দৃঢ়তাকে বেশি সমর্থন করছে।

বিজ্ঞানীরা হিগস বোসন কীভাবে ক্ষয় হয়ে আকর্ষণীয় কোয়ার্কে পরিণত হয়, তা জানার চেষ্টা করেন। নতুন গবেষণার ফলাফল শুধু তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আকর্ষণীয় নয়, কণা পদার্থবিজ্ঞানে গভীর প্রভাব ফেলবে। এই পরীক্ষা স্ট্যান্ডার্ড মডেলের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা নিশ্চিত করছে। এমন পরীক্ষার মাধ্যমে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জানাশোনার সুযোগ বাড়বে। নতুন গবেষণার ফলাফল এলএইচসিতে আরও গবেষণার ভিত্তি তৈরি করছে।

মঙ্গল গ্রহে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত

গত ১৮ জানুয়ারি মঙ্গল গ্রহে বিধ্বস্ত হয়েছিল নাসার পাঠানো ইনজেনুইটি নামের একটি হেলিকপ্টার। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থাটির তথ্যমতে, ২০২০ সাল থেকে মঙ্গল গ্রহের তথ্য সংগ্রহ করছিল হেলিকপ্টারটি। প্রাথমিকভাবে পাঁচবার উড্ডয়নের জন্য পাঠানো হলেও হেলিকপ্টারটি মোট ৭২ বার উড্ডয়ন করেছে। তবে জানুয়ারি মাসে সর্বশেষ উড্ডয়নের সময় ১২ মিটার ওপর থেকে ছবি তোলার পরপরই সেটির সঙ্গে পৃথিবীতে থাকা নিয়ন্ত্রণকক্ষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর পর থেকেই দুর্ঘটনার কারণ জানতে কাজ চলছিল। দুর্ঘটনার প্রায় ১১ মাস পর অবশেষে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ জানিয়েছে নাসা। নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি (জেপিএল) ও অ্যারোভাইরনমেন্টের প্রকৌশলীরা হেলিকপ্টারের সর্বশেষ উড্ডয়নের তথ্য পর্যালোচনা করে জানিয়েছেন।

ধৃত যুবক

জয়নগর, ১৬ ডিসেম্বরঃ এবার এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। গ্রেপ্তার প্রতিবেশী যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরের বোড়াল এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। জানা গিয়েছে, দঃ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা ওই নাবালিকা। রবিবার বাড়িতে একাই ছিল সে। সেই সুযোগকে কাজে লাগানোর ফন্দি আঁটে প্রতিবেশী যুবক রাজু মালি।

গুগলের অ্যাপ স্টোর থেকে মুছে ফেলা হবে টিকটক

চীনের ভিডিওনির্ভর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে গত মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে একটি আইন পাস হয়েছে। এ আইনে যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার জন্য টিকটকের মূল প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সকে আগামী ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশ না মানলে যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করা হবে টিকটক অ্যাপ। নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসায় অ্যাপল ও গুগলকে ১৯ জানুয়ারির মধ্যে তাদের অ্যাপ স্টোর ও প্লে স্টোর থেকে টিকটক অ্যাপ মুছে ফেলার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে চিঠি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের দুই আইনপ্রণেতা। গত শুক্রবার ইউএস হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস কমিটি অন চায়নার চেয়ারম্যান জন মুলেনার ও কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট সদস্য রাজা কৃষ্ণমূর্তি এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি ও ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বিক্রি করতেই হবে। এ জন্য গুগল ও অ্যাপলকে ১৯ জানুয়ারির মধ্যে তাদের অ্যাপ স্টোর ও প্লে স্টোর থেকে টিকটক অ্যাপ মুছে ফেলার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে সতর্কও করেছেন তাঁরা। অ্যাপ স্টোর ও প্লে স্টোর থেকে টিকটক অ্যাপ মুছে ফেলার দিক নির্দেশনার বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি অ্যাপল বা গুগল।

তবে অ্যাপ স্টোর ও প্লে স্টোর থেকে মুছে ফেলা হলে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা স্মার্টফোনের পাশাপাশি আইফোন ব্যবহারকারীরাও টিকটক অ্যাপ নামানো বা হালনাগাদ করতে পারবেন না। আর তাই আইনটির কার্যকারিতা স্থগিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে এরই মধ্যে আপিল করেছে টিকটক। এক বিবৃতিতে টিকটক জানিয়েছে, এই আইন কার্যকর হলে ১৯ জানুয়ারির পর অ্যাপ স্টোর ও প্লে স্টোর থেকে টিকটক অ্যাপ মুছে যাবে। এর ফলে নতুন ব্যবহারকারীরা অ্যাপটি নামাতে পারবেন না এবং টিকটকের বিভিন্ন প্রযুক্তি সেবাও বন্ধ হয়ে যাবে। আর তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়বে টিকটক অ্যাপ।

হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহারের ওপর জোর দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা

পরিবেশের ক্ষতি কমাতে দীর্ঘদিন ধরেই জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহারের ওপর জোর দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। জ্বালানি হিসেবে শিল্পে হাইড্রোজেনের ব্যবহার বাড়লেও চাহিদার তুলনায় সরবরাহে বড় ঘাটতি রয়েছে। এত দিন ধারণা করা হতো, ছোট অণুর কারণে ভূগর্ভে হাইড্রোজেন বেশি জমা হতে পারে না। তবে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভের বিজ্ঞানীরা এক গবেষণায় দাবি করেছেন, ভূগর্ভের বিভিন্ন স্থানে থাকা শিলা ও জলাধারে প্রায় ৬ . ২ ট্রিলিয়ন টন হাইড্রোজেন রয়েছে। বিপুল পরিমাণ এই হাইড্রোজেন প্রায় ২০০ বছর ব্যবহার করা যাবে। এর ফলে ভবিষ্যতে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণভাবে কমে যাবে। সায়েন্স অ্যাডভান্সেস সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণা ফলাফলে বলা হয়েছে, সম্প্রতি আলবেনিয়া, পশ্চিম আফ্রিকার একটি ক্রোমিয়াম খনিসহ বেশ কিছু জায়গার ভূগর্ভস্থ জলাধার হাইড্রোজেনের কারণে তৈরি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভের বিজ্ঞানী জিওফ্রে এলিস বলেন, 'আমি যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে বেশি হাইড্রোজেন উৎসের খোঁজ পাওয়া গেছে। সেখানে অনেক কিছু রয়েছে। এসব হাইড্রোজেন দিয়ে জ্বালানির চাহিদা মেটানোর সুযোগ রয়েছে।' গবেষণায় বলা হয়েছে, ভবিষ্যতের শক্তি চাহিদার ৩০ শতাংশ আসবে হাইড্রোজেন থেকে। ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী হাইড্রোজেনের চাহিদা পাঁচ গুণের বেশি বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভূগর্ভের বিভিন্ন স্থানের শিলা ও জলাধারে থাকা হাইড্রোজেনের পরিমাণ বিশ্বের মোট তেলের মজুতের প্রায় ২৬ গুণ বেশি।

প্রয়াত তবলার যাদুকর জাকির হুসেন

সৌরভ দত্তঃ প্রয়াত তবলার যাদুকর জাকির হুসেন। আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোর এক হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। চিকিত্সা চলছিল আইসিইউতে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ৭৩ বছরেই থেমে গেল জীবনের পথচলা।সঙ্গীত জগতের নক্ষত্র বললেও বোধ হয় কম বলা হবে। উস্তাদ জাকির হুসেনকে চেনেন না বা তাঁর নাম শোনেননি, এমন মানুষ খুবই কম। সেই জাকিরই গুরুতর অসুস্থ! রবিবার বিকেলে প্রথম সেই খবর জানান শিল্পীর শ্যালক আয়ুব আউলিয়া। অনুরাগীদের প্রার্থনা করতে বলেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে বিবিসির সাংবাদিক পারভেজ আলম লেখেন, কিংবদন্তী তবলা বাদক উস্তাদ আল্লারাখার পুত্র জাকির হুসেন অসুস্থ। বর্তমানে তিনি সানফ্রান্সিসকোর একটি হাসপাতালে ভর্তি। জাকিরের অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ বাড়ছিল ভক্তেরা। সন্ধ্যের পর থেকে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে শুরু করন অনেকেই।

জাকির হোসেনের বন্ধু বিখ্যাৎ বাঁশিবাদক রাকেশ চৌরাসিয়া তাঁর প্রয়ানের খবর জানিয়েছেন। পরে পরিবারের তরফে কেউ কেউ এই খবর ভুল বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। জানানো হয়, তিনি আশঙ্কাজনক, সবাই যেন তাঁর আরোগ্য কামনা করে। পরে সংবাদ সংস্থা পিটিআই তাঁর মৃত্যু র খবর নিশ্চিত করে। কিন্তু শেষে দুঃসংবাদই এল। বস্তুত, এই সময়েই কলকাতার এই অনুষ্ঠান করার কথাও ছিল জাকিরের, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে সেই অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়।১৯৫১ সালে মুম্বইয়ে জন্ম জাকির হুসেন। মাত্র তিন বছর বয়সেই তবলায় হাতেখড়ি, এরপর একক অনুষ্ঠান করেন সাত বছর বয়সে। দীর্ঘ সংগীত জীবনে জিতেছেন পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, গ্র্যামি-সহ বহু পুরস্কার। ১৯৯৯ সালে আমেরিকার সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পান জাকির হুসেন। তিন বার গ্রামি পেয়েছেন। ভারতের কোনও শিল্পীর এই কৃতিত্ব নেই। ভারতের প্রথম শিল্পী হিসেবে বারাক ওবামার আমলে অল স্টার গ্লোবাল কনসার্টে যোগ দিয়েছিলেন জাকির হুসেন। অত্যন্ত দুঃখের দিন, এক্স হ্যান্ডেলে শুধু এটুকু লিখেই কান্নার ইমোজি দিলেন অমিতাভ বচ্চন। কমল হাসান লিখলেন, জাকির ভাই! বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেলে। তবুও তুমি আমাদের জন্য যে লিগ্যাসি রেখে গেলে, তার জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ। কিংবদন্তী মায়েস্ত্রোর প্রয়াণে ভগ্নহৃদয়ে শোকপ্রকাশ করিনা কাপুর খান। স্মৃতির সরণিতে হেঁটে বাবা রনধীর কাপুর এবং জাকির হোসেনের সঙ্গে তাঁর ছবি পোস্ট করেছেন।

শোকপ্রকাশ মালাইকা অরোরাও। জাকির সাহেবের চলে যাওয়া ভারত তথা গোটা বিশ্বের সঙ্গীতজগতের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি, শোকবার্তা রীতেশ দেশমুখের। উস্তাদের উদ্দেশে অভিনেতা লেখেন, স্যর, আপনার সঙ্গীত আমাদের জন্য মূল্যবান উপহার। যা কিনা আগামী প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে। আপনার লিগ্যালি চিরকাল বেঁচে থাকবে। মায়েস্ত্রোর ছবি পোস্ট করে শোকবার্তা রণবীর সিংয়ের। জাকির হুসেনের সাহেবের প্রয়াণের খবরে খুব কষ্ট হচ্ছে। উনি প্রকৃত অর্থেই আমাদের দেশের সঙ্গীতজগতের মহীরুহ। ওম শান্তি।

বাধিয়ায় পিঠে পুলি উৎসব উপলক্ষে মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা

মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমে সূচনা হলো বাধিয়া উৎসব ও পিঠে পুলি মেলার। বাধিয়া অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। রবিবার এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার উপস্থিত ছিলেন রামনগর এক পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল খালেক কাজী। এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমেই কার্যত বাধিয়া পিঠে পুলি উৎসবের সূচনা। ২৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এসএসকে মিলে এই পরীক্ষা আয়োজিত হয়। এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় যারা ভালো ফল করবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে পিঠেপুলি উৎসবের মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে। রবিবার মিরগোদা মৃত্যু ঞ্জয় বাণিপিঠ হাই স্কুলে এই পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। বাধিয়া পঞ্চায়েত ও মাতঙ্গিনী সংঘ প্রতিবছরের মতো এবারও আয়োজন করতে চলেছে পিঠেপুলি উৎসব। এই উৎসবকে ঘিরে বাধিয়া অঞ্চল সহ রামনগর বাসীর মধ্যে প্রতিবছর উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে। এবারেও পিঠে পুলি উৎসব এ থাকছে অভিনব চমক। বাধিয়া উৎসবে এবারে শুভ সূচনা হল মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমে।এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক মান উন্নয়নে অনেকটাই সাহায্য করবে। এমনই বার্তা দেন শিক্ষক সুদীপ্ত মিশ্র ও দীনবন্ধু বারিক। বাধিয়া পিঠে পুলি উৎসবে বিভিন্ন পিঠের স্টল যেমন থাকছে তার সাথে থাকছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সমাহার। আগামী ৭ ই জানুয়ারি থেকে পিঠে পুলি উৎসবের শুভ সূচনা হচ্ছে। নতুন বছরে বাধিয়া সহ রামনগরবাসীর কাছে এই উৎসব বড় উপহার হতে চলেছে।

সাতজন অসামান্য কর্মচারীকে পুরস্কৃত করা হবে, নতুন দিল্লিতে অতি বিশেষ রেল সেবা পুরস্কার - ২০২৪

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর, ২১.১২.২০২৪ তারিখে ভারত মন্ডপম, প্রগতি ময়দান, নয়াদিল্লিতে ৬৯তম রেলওয়ে সপ্তাহ কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান- অতি বিশেষ রেল সেবা পুরস্কার-২০২৪ আয়োজিত হবে।ভারতীয় রেলওয়ের মোট ১০১ জন রেলওয়ে কর্মচারীকে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য পারফরম্যান্সের জন্য অতি বিশেষ রেল সেবা পুরস্কার-২০২৪ দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে।দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে থেকে, মোট ৭ (সাত) জন কর্মচারীকে তাদের অনুকরণীয় অবদান এবং নিবেদিত পরিষেবার জন্য পুরস্কৃত করা হবে। তারা হলেন, শ্রী বিকাশ কুমার, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শ্রী অক্ষয় কুমার নায়ক, ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, শ্রী গোপবন্ধু শেঠি, সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি. ওয়ে), শ্রী কমলেশ রায়, লোকো পাইলট প্যাসেঞ্জারমোটরম্যান (ইলেক্ট্রিক্যাল), শ্রী রমা চন্দ্র পাত্র, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কশপ), শ্রী অভিষেক কুমার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিগন্যাল) এবং মিঠুন মঞ্জুনাথ, অফিস সুপারিনটেনডেন্ট (ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার)।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে নিউ ব্যারাকপুরের রামকৃষ্ণ পাঠাগার হলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন লন্ডনের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামল বিশ্বাস, ভারত চেম্বার অফ কমার্সের অচ্যুৎ চন্দ, আলিপুরের সিবিআই কোর্টের প্রাক্তন জর্জ অমলকান্তি আচারিয়া, বালুরঘাট ল কলেজের অধ্যক্ষ ড. জ্যোতি প্রকাশ রায়, ছিলেন সাংবাদিক ও লেখক অপূর্ব দাস, শংকর বেদান্ত মঠ ও মিশনের প্রধান স্বামী বিভেদানন্দ মহারাজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিস্টেম ম্যানেজার ড. সমীর কুমার দাস, কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ড. অরবিন্দ কুমার জয়সওয়াল সহ প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অ্যামনেস্টি ইন্ডিয়ার সম্পাদক সুশান্ত সরকার।

গ্রাহক সংযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ অব্যাহত

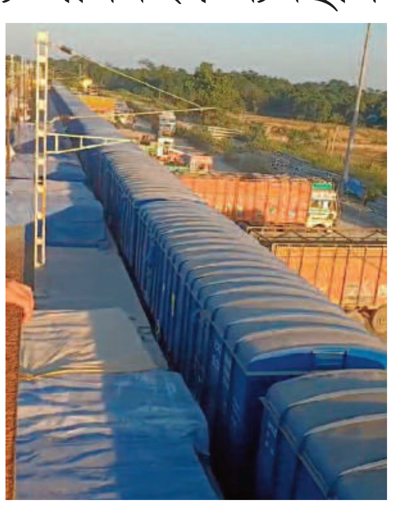

মালিগাঁও, ১৬ ডিসেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে তার জোন ও জোনের বাইরে পণ্য সামগ্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং উন্নত গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই ধরনের ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করার জন্য গ্রাহকদের দ্বারা বিভিন্ন সামগ্রীর সুগম ও সহজ পরিবহণের লক্ষ্যে অন্তর্মুখী ও বহির্গামী পণ্য ট্রাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য আরও কিছু স্টেশন খুলে দেওয়া হয়েছে ও সজ্জিত করা হয়েছে। গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং পণ্য রাজস্ব বৃদ্ধি করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে উদ্ভাবনীমূলক ব্যবস্থা এবং সম্প্রসারিত পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে তার পণ্য পরিবহণের নেটওয়ার্ক আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার সময় ২০২৪-এর নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের তুফানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন থেকে ত্রিপুরার জিরানীয়া রেলওয়ে স্টেশনে চালের একটি কনসাইনমেন্ট সফলভাবে পরিবহণ করা হয়েছে। 'মিনি রেক ডিমান্ড' স্কিমের অধীনে সাধারণ চালের এই রেকটি মেসার্স তুফানগঞ্জ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড প্রেরণ করেছিল। এই লেনদেনের পেমেন্ট করা হয়েছিল অনলাইনের মাধ্যমে, যার দ্বারা গ্রাহক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় রেলওয়ের ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমকে গ্রহণ করার প্রতিফলন ঘটেছে। ট্রাক থেকে প্রত্যক্ষ লোডিং করা থেকে শুরু করে কনসাইমেন্টের ওজন এবং পরিমাণের যত্নশীল ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াটি নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ এবং উচ্চমানের রেল পণ্য পরিষেবা প্রদানের প্রতি এই রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে বর্ণনা করে। এই কনসাইমেন্টটি উচ্চ সুরক্ষার মান মেনে চলেছিল, ফিটনেস এবং জল প্রতিরোধী ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যৌথভাবে ওয়াগনগুলি পরিদর্শন করা হয়েছে, ফলে রেলওয়ে পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে দেশের মধ্যে সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও দ্রুত পণ্য পরিবহণের অন্যতম একটি পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত করেছে। আরও একটি মাইলস্টোন হিসেবে প্রথমবারের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন থেকে পশ্চিমবঙ্গের এসএসপিএল সাইডিং পর্যন্ত কোয়ার্টজাইট পরিবহণ শুরু করেছে। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে প্রতি রেকে আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হবে বলে আশা করা হয়েছে, যা অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য নতুন পথ খুলে দিবে এবং পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে জোনের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। এই পদক্ষেপগুলির দ্বারা পণ্যবাহী লজিস্টিক ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করা এবং বাধাহীন পরিবহণ ব্যবস্থা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিরলস প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, ফলে রেলওয়েকে সমগ্র দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যগুলির জন্য একটি বিশ্বস্ত ও পছন্দের অংশীদার হিসেবে নিশ্চিত করে তুলেছে। এটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে পণ্যবাহী সংযোগ উন্নত করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা রেলওয়ের বর্ধিত দক্ষতা ও গ্রাহককেন্দ্রিক পদ্ধতিকে প্রতিফলিত করেছে।

Name Change
I, AAMIRA HOSEN SARKAR (Old Name) S/O LATE OHAB SARKAR Residing at Vill-Sarang Pur, P.O.- Pawnan, P.S.- Polba, District - Hooghly, Pin- 712305, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AMIR HOSEN SARKAR (New Name) as declared before the Judicial Magistrate 2nd Court at Hooghly Sadar vide affidavit Dated 06-12-2024. AAMIRA HOSEN SARKAR (Old Name) and AMIR HOSEN SARKAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, SK MANSUR ALI (Old Name) S/O SK KADER MIDDYA Residing at Vill+ P.O.- Gopalnagar, P.S.- Kolaghat, District - East Medinipur, Pin- 721130, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK MUNSUR MIDDYA (New Name) as declared before the Ld Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit Dated 09-12-2024. SK MANSUR ALI (Old Name) and SK MUNSUR MIDDYA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, UMMY FATEMA (Old Name) W/O ERSHAD HYDER Residing at 25 Rifel Range Road, P.O - Ballygunge, P.S - Karaya, District - Kolkata, Pin - 700019 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as UMMI FATEMA (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 16-12-2024. UMMY FATEMA (Old Name) and UMMI FATEMA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, KIRAN KUMAR PATRA (Old Name) S/O LATE BHUTNATH PATRA Residing at Ichapur, Dakshinpara, Santragachi, P.s - Jagacha, District - Howrah, Pin - 711104 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KIRAN PATRA (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 16-12-2024. KIRAN KUMAR PATRA (Old Name) and KIRAN PATRA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, TAHAJUDDIN SK S/O LATE JAFAR SK MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY PNB BANK PASSBOOK A/c No 0330010378925 AS TAHAJUDDIN LAT AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 20-11-24. I TAHAJUDDIN AND SK TAHJUDDIN LAT AND MY FATHER JAFAR SK AND JAFAR LAT IS SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS TAHAJUDDIN SK. MY FATHER ACTUAL NAME'S JAFAR SK.

Name Change
I, ALI BADDIN BISWAS S/O MOTALEB BISWAS MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY VOTER CARD AS ALAUDDIN BISWAS AND PNB BANK A/C no 0330010381403 AS ALAUDDIN SEKH AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 28/11/24 ALIBADDIN BISWAS, ALAUDDIN SEKH AND ALAUDDIN BISWAS IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS ALIBADDIN BISWAS.

Name Change
I, Arunima Chakrabarty D/O Nemai Kumar Chakrabarty resident of P-34, Green View, Garia, Patuli, Kolkata-700 094 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name ARUNIMA CHAKRABARTY instead of ARUNIMA CHAKRABORTY(MUKHOPADHYAY) which is wrongly recorded in my LIC Policy (No. 418110697), vide an affidavit sworn before Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 19/12/2024. ARUNIMA CHAKRABARTY and ARUNIMA CHAKRABORTY (MUKHOPADHYAY) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Piyali Banerjee, D/O, Partha Sarathi Banerjee and W/O, Koushik Chattopadhyay residing at Flat-N6W4, Bidhan Nibas, 4,Bidhan Sishu Sarani, Kankurgachi, Kolkata-700054, have changed my name and henceforth be known as Piyali Chattopadhyay as declared before the Notary Public, Bidhannagar Court, District - North 24 Pgs, West Bengal vide Affidavit No- 566/2024 Dated 16- Dec-2024. Piyali Banerjee and Piyali Chattopadhyay are same and identical person.

NAME CHANGE
I, Ananya Chakraborty, W/o Sumanta Sarathi Chakraborty, R/o-Flat No.: 34,Manna Para, Monirampur, P.O&P.S.: Barrackpore,District: North 24 Parganas, Kolkata-700120 and shall henceforth be known as Ananya Majumder, as declared before 1st Class Judicial Magistrate, Barrackpore Court vide affidavit (No.:178) Dated 16.12.2024. Ananya Majumder & Ananya Chakraborty both are same & identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Nutfar Mondal alias Lutafar Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Omrali Mondal ঠিকানা Daragapara Matiari, Banpur, Krishnaganj, District- Nadia, Pin- 741503, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 16-12-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Lutfar Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Lutfar Mondal (নতুন নাম) ও Nutfar Mondal, Lutafar Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি আব্দুল আজিজ ঘরামী পিতা মিনাজ উদ্দিন খরামী 13/12/24 একজিকিউটিভ, ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে ABDUL AZIZ GHARAMI, ABDUL AZIZ GHORAMI ও ABDUL AJIJ GHARAMI সকলে একই ব্যক্তি হলাম। বালির মাঠপাড়া, ডোমপুকুর চাপড়া নদীয়া। 741123

Name Change
I, Puja Gupta Saha(Old Name) W/o Prem Saha D/o Niranjan Gupta Residing at A/74, Natun Pally, Aadars Vidyalay, Benachity, Durgapur (M Corp), District - Bardhaman, Pin- 713213 W.B. India shall henceforth be known as Puja Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-12-2024. Puja Gupta Saha (Old Name) and Puja Saha (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Mrityunjoy Halder alias Mrituinjoy Halder (Old Name) S/o Sahayram Haldar Residing at Labutala Lane, Santipur, Ward No - 4, Santipur, District - Nadia,Pin- 741404 West Bengal India shall henceforth be known as Mrityunjay Haldar (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 16-12-2024. Mrityunjoy Halder, Mrituinjoy Halder (Old Name) and Mrityunjay Haldar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Liyakat Khan S/o Sadakat Khan Residing at Mithani Centar Bhanora, Colliery, P.o - Charanpur, P.s - Barabani, District - Paschim Bardhaman, Pin- 713330 West Bengal India shall henceforth be known as Liyakat Khan. I declare that Md Liyakat Khan and Liyakat Khan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-12-2024.

Name Change
I, Uday Sankar Santra S/o Chaturbhuj Santra Residing at Vill+ P.o - Sagar Bishnupur, P.s - Gangasagar Coastal, District - 24 Pgs (S), Pin- 743373 West Bengal India shall henceforth be known as Uday Shankar Santra. I declare that Uday Sankar Santra and Uday Shankar Santra is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-12-2024.

Name Change
I, SUDIPTA BANERJEE, DAUGHTER OF RAJKUMAR BANERJEE, RESIDING AT 1/429 GARIAHAT ROAD SOUTH, JODHPURPARK, KOLKATA - 700068, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDIPTA GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/12/2024.THAT SUDIPTA BANERJEE AND SUDIPTA GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Ratan Dutta (old name) son of Nikhil Dutta, residing at H No. 45/A/3, Bipin Bihari Road, Netaji Pally, Madhyamgram, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700129, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ratan Kumar Dutta (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 16/12/2024. Ratan Kumar Dutta (new name) and Ratan Dutta (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sanjay Agarwal (old name) son of Madan Lal Agarwal, residing at Nepal Chandra Kole Street, North Barrackpore, P.O.- Nawabganj, P.S.- Noapara, North 24 Pgs, Pin-743144, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Kumar Agarwal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 16/12/2024. Sanjay Kumar Agarwal (new name) and Sanjay Agarwal (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Chandan Singh (old name) S/o Uma Shankar Singh, residing at P/20, Radha Bazar Street, Kolkata- 700001, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Chandan Kumar Singh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 16/12/2024. Chandan kumar Singh (new name) and Chandan Singh (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sekh Safiqul Haque (old name) S/o Sk Abdul Sattar, residing at Vill. Eazpur, P.O.- Debalaya, P.S.- Deganga, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743424, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Sk Safiqul Haque (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 16/12/2024. Sk Safiqul Haque (new name) and Sekh Safiqul Haque (old name) both are same and identical person.

Name Change
I,SUROJIT SARKAR,SON OF AMAR SARKAR, RESIDING AT VILL - UDDHARANPUR,PO - SANKAI, PS - KETUGRAM,DISTRICT- PURBA BARDHAMAN PIN - 713130, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAJIT SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/12/2024.THAT SUROJIT SARKAR AND SURAJIT SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, SHYAMAL KUMAR ADITYA,SON OF JAGADISH ADITYA, RESIDING AT SABIGERIA, PO-DEBRA,WEST MEDINIPUR - 721126, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAMAL ADITYA VIDE AN AFFIDAVIT NO 26 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/12/2024.THAT SHYAMAL KUMAR ADITYA AND SHYAMAL ADITYA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, SUSMITA ADITYA,WIFE OF NAYAN CHAND ADITYA, RESIDING AT SABIGERIA,PO-DEBRA,WEST MEDINIPUR - 721126, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSMITA RANI JANA ADITYA VIDE AN AFFIDAVIT NO 25 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/12/2024.THAT SUSMITA ADITYA AND SUSMITA RANI JANA ADITYA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

শালডাঙ্গা সংলগ্ন রায়ডাক নদীতে সক্রিয় উঠেছে বালি- পাথর পাচারচক্র

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ ডিসেম্বর ঃ সরকারি অনুমতিপত্রের অপব্যবহার করে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালডাঙ্গা সংলগ্ন রায়ডাক নদীতে সক্রিয় উঠেছে বালি- পাথর পাচারচক্র। রায়ডাক নদী থেকে বিভিন্ন সময় তোলা ছিল বালি- পাথর। সেগুলিকে সরানোর জন্য সম্প্রতি অনুমতি দেয় রাজ্যের ভূমি দপ্তর। অভিযোগ, সরকারি নিয়মের তোয়াক্কা না করে অবৈধভাবে নদী খনন করে বালি- পাথর পাচারের কারবার চলছে। অভিযোগের আঙুল তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা যুব সহ - সভাপতির বিরুদ্ধে। অবৈধভাবে নদী খননের ফলে বদলে যাচ্ছে নদীর গতিপথ। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বালি-পাথর পাচারের কারবার চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ক্ষোভ উগড়ে দেন এলাকার বাসিন্দারা। অবৈধ খাদানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। তুফানগঞ্জ মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক সুশান্ত সেনগুপ্ত বলেন, নদী থেকে বালি- পাথর তোলার কথা নয়। তবে অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে খবর, রায়ঢাক নদী থেকে বালি-পাথর তুলে তা পরিবহনের জন্য মহেশ বর্মন নামে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে পাঁচ বছরের জন্য লিজ দিয়েছিল রাজ্যের সংশ্লিষ্ট বিভাগ। বিগত চার বছর আগেই সেই লিজের মেয়াদ ফুরিয়েছিল। সূত্রের খবর, বিভিন্ন সময় নদী থেকে বালি - পাথর তুলে সেগুলি নদীর তীরে জমিয়ে রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি সেই বালি - পাথর বিক্রির জন্য সম্প্রতি পুরনো খাদান হোল্ডারকে অনুমতি দিয়েছে রাজ্যের ভূমি দপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগ। তবে অভিযোগ, অবৈধভাবে নদী খনন করে চলছে বালি-পাথর পাচার। অবৈধ খাদান বন্ধের দাবিতে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে জলেশ্বর বর্মন বলেন, সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবৈধভাবে নদী খনন করে চলছে বালি - পাথর পাচার। তাতে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অবৈধ কারবার বন্ধের দাবিতে আমার প্রশাসনিক সমস্ত দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছি। অপর বাসিন্দা সঞ্জয় ডাকুয়া বলেন, মজুতের চালান দিয়ে নদী খনন করে চলছে পাচার। তৃণমূলের জেলা যুব সহ সভাপতি তথা স্থানীয় তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী মহেশ বর্মন নিজের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অবৈধভাবে গোটা কারবার চালাচ্ছে। একজনের জন্য গোটা দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। এই নিয়ে মহেশ বর্মনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি পুকুরে, একই পরিবারের দুই শিশু-সহ চার জন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ ডিসেম্বর ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি পড়ে গেল রাস্তার ধারের পুকুরে। দুর্ঘটনায় মারা গেলেন একই পরিবারের চার জন। নিহতদের মধ্যে আছে দুজন শিশুও। রবিবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের কালজানি এলাকায়। জানা গেছে, সঞ্জিত রায় ও বিপাশা সরকার রায় ছিলেন পেশায় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাঁদের বাড়ি কোচবিহারের বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাওয়ারগঞ্জ এলাকায়। রবিবারে রাতে তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লক এলাকায় ওই পরিবারের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ ছিল। রায় দম্পতি তাঁদের দুই বছরের ছেলে ইভান ও পাঁচ বছরের ইশশ্রীকে নিয়ে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। রাতে তাঁরা নিজেদের গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন। সঞ্জিতবাবু নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন বলে খবর। বেশি রাতে কালজানি হেরিটেজ এলাকার রাস্তা দিয়ে গাড়িটি যাচ্ছিল। আচমকাই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের পুকুরে পড়ে যায়। গাড়ির ভিতরেই আটকা পড়ে যান ওই চারজন। আওয়াজ শুনে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে যান। তাঁরাই উদ্ধারকাজে হাত লাগান। কাঁচ ভেঙে গাড়ির ভিতর থেকে চারজনকে উদ্ধার করা হয়। দ্রুত তাঁদের মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

Office of the Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat
Dalapatipur::Haripal::Hooghly

Tender Reference no:- WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN- 455/DGP/2024-25

For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodhan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for the Construction of Office Room with Boundary Wall including Land Development (INSIDE) of SWM Project at Parbotipur. Source of Fund: SBM(G). Document download/ sell starting(online) from **11.12.2024 up to 18.12.2024 at 18.00 Hrs.** Last date of submission of Bid(online) **18.12.2024 18.00 Hrs.** Bid Opening date for Technical Proposals (Online): **19.12.2024 at 11.00 Hours.** For details visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ ১) ইমন চৌধুরী আমক্তোরনামা দাতাঃ-মিরা দাস, স্বামী বিনোদ বিহারী দাস। ঠিকানা ২৫৮ সেক্টর ৩ সল্টলেক সিটি কোলকাতা ৭০০০৯৭, পোঃ পূর্বঅঞ্চল খানা বিধান নগর দক্ষিন চব্বিশ পরগনা

আমজোনামা নং ও সনা-১৯০২-০৩০২৫ /২০২৪, (০৭.০৩.২০২৪) A.R.A II OFFICE

আমক্তোনামা বলে দলিল ও সন ১-১৯০২-০৪৯৭৯ /২০২৪, (১৮.০৪.২০২৪) A.R.A II KOLKATA OFFICE মিউটেশন কেশ নং.- MN/2024/0705/550

উক্ত আমক্তোনামা দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার এক মাস এর মধ্যে মাটিয়ালী.বি.এল., & এল.আর ও অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদন টি নিস্পত্রী করা হবে।

দলিলে বর্ণিত তপশীল সম্পত্তির বিবরন ও পরিমান এবং খতিয়ান।

মৌজাঃ বড়দিঘী

জে এল নং-২৩, সীট নং.- ২

এল.আর.

দাগ নং	জমির পরিমাণ একরে
৫৯৯	০.১০
৬০০	০.১২
৬০১	১.০০
৬০৪	৩.২০
৬০৭	০.৪০
৬১১	১.১২
	মোট ৫.৯৪ একর

এল.আর.খতিয়ান নং.- ১২৩

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী বিভাগ ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)

বিজ্ঞপ্তি দাতার নাম ও ঠিকানা ইমন চৌধুরী **পিতা**- সুদীপ চৌধুরী **ঠিকানা**-১২ এফ সুরেন সরকার রোড, পোঃ থানা বেলেঘাটা কোলকাতা ৭০০০১০

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
63/GPW/WBFDC/ 2024-25	Supply of different materials for maintenance works at DSTPS, DVC Andal.	17.12.2024	24.12.2024
64/GPW/WBFDC/ 2024-25			
65/GPW/WBFDC/ 2024-25			

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-
Corrigendum has been added to the following NIT.

NIT No.	Name of Projects	Last Date of Bid Submission
41/GPW/WBFDC/ 2024-25	2024_FDCL_778250_1	21.12.2024

Details of corrigendum against NIT No. 41/GPW/WBFDC/2024-25 can be seen at https://wbtenders.gov.in

যুবতীর রহস্য- মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ ডিসেম্বর ঃ পুকুর থেকে যুবতীর দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো মুর্শিদাবাদে। সোমবার মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানা এলাকায় এক যুবতীর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতার নাম হামিদা বিবি (২৬)। তাঁর বাড়ি বৈদ্যনাথপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়াতে। ওই যুবতী মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে জানা গেছে। পরিবারের দাবি, রবিবার তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আর ফেরেননি। তাঁর খোঁজও শুরু করেন পরিবারের লোকজনেরা। এরপর সোমবার সকালে বৈদ্যনাথপুর গ্রামের একটি পুকুরে তাঁকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

টোপর দেওয়া সাজানো গরুর গাড়ি, তাই হাঁকিয়ে নতুন বধূ যাই গো শ্বশুরবাড়ি

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৬ ডিসেম্বর ঃ 'পালকি বাহকের হুম হুম না শুনতে শুনতে দুলকি তালে নব বধূর আর শ্বশুর বাড়ি যাওয়া ভাগ্যে জোটে না'। 'গরুর গাড়ি চাটাই ছাওয়া ছাউনি তলে, নতুন বধূ শ্বশুরবাড়ি ঐ যে চলে।' আর কেউ বলে না। তবুও মঙ্গল ভাণ্ডারির শখ হলো সাবেকি আমলের ঘরানায় গরুর গাড়িতে চড়েই নব বধূ নিয়ে বাড়ি ফিরবেন। আর তার এই ইচ্ছেতে হাঁ মিলিয়েছেন সহধর্মীনি রাখী দাস। রাখী দাস বলেন, তাঁর স্বামীর মাথায় এরকমই নতুন নতুন ধারণা আসে। আমি বাধা দিই নি। আইডিখানা বেশ ভালো। প্রাচীন হলেও আধুনিকতা আছে। কথা বলতে বলতে হাসি উছলে পড়ছে তাঁর চোখে মুখে। নব বধূর বাপের বাড়ি বোলপুরের রতনপুর। তার থেকে মাত্র দু'কিমি দূরে শ্রীনিকেতন বোলপুর ব্লকে সর্পলেহনা আলবাঁধা পঞ্চায়েতের গোবিন্দ বালা গ্রামে রাখী দাসের শ্বশুরবাড়ি। ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দে গাড়ি চলছে গ্রামের ঢালাই পথে। পর্দা তুলে পিছন হতে দেখছে চেয়ে। ডাগর চোখে নব বধূ গ্রামের মেয়ে। বর মঙ্গল ভাণ্ডারি পেশায় নাপিত আবার চাষিও। এই অভিনব ইচ্ছে নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলেন, আমার বাবা মায়ের বিয়ে এসেছিল গরুর গাড়িতে। এর একটা ঐতিহ্য আছে। পেট্রোল ডিজেলের গাড়িতে হুঁশ করে চলে যাওয়া অনেকটাই যান্ত্রিক। অবশ্য রাস্তা দূর হলে সেটাকেই অবলম্বন করতে হতো। কিন্তু পথ যখন কাছে তখন রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে যাওয়া বেশ ভালো লাগে। অবশ্য তাঁর মন গুনগুন করে বলছে কিনা- এই পথ যদি শেষ না হতো, জানা হলো না। 'ফুল সাজানো 'গরুর গাড়ি ঢুকলো এবার গ্রামের মাঝে। নতুন বধূ ঘোমটা টানে বেজায় লাজে।।'

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole,
Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No- 1) **NIeT-12/2024-25 (Tender ID-2024_ZPHD_785345)** Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 5 no (five) works. Last date of documents download & bid submission is **23 th dec 2024 at 6:30 p.m**. For details please visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

DUARS ENGINEERING CORPORATION
P.O. CHALSHA, DIST-JALPAIGURI
NOTICE

M/S. Duars Engineering Corporation, Chalsa, Jalpaiguri, (D.E.C) hereby invited interested buyers to purchase scraps from D.E.C. anyone interested to purchase the scraps may contact site for details.

For and on behalf of
Duars Engineering Corporation

eTender Notice No. – **SGP/11/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_785667_1** Dated 16/12/2024 e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tender from **16/12/2024 to 23/12/2024**, For further details visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Sribati Gram Panchayat

Office of the
Hutmura GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O:-Hutmura, Dist:-Purulia, Pin- 723148
Memo No.-430/HGP Dated-10/12/2024
NOTICE INVITING TENDER No.-04/ SBM(G)/2024-25

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 18(Eighteen)Nos. different works. Date of Sale of Tender Form **10/12/2024 to 23/12/2024 (from10.00 AM to 3.00 PM)** & **24/12/2024 on or before 12 PM**. Last date of dropping of Sealed Tender On or before **24/12/2024 (up-to 12 noon only)**. Date of Opening of Tender **24/12/2024 (at 1.00 PM)** s. For more details information visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

নোটিশ উপেক্ষা করেই চলছে কাঁচা চা পাতা তোলা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৬ ডিসেম্বর ঃ চা পর্ষদের নোটিশ উপেক্ষা করেই গোপনে চলছে কাঁচা চা পাতা তোলা। এবছর ৩০ নভেম্বর থেকে বন্ধ হয়েছে কাঁচা চা পাতা তোলার কাজ । টি বোর্ডের নির্দেশিকাকে অমান্য করে চোপড়ার বিভিন্ন এলাকায় চলছে চা পাতা তোলার কাজ বলে অভিযোগ । রবিবার সন্ধ্যায় সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজীগছ এলাকায় একটি বাগান থেকে তোলা চা পাতা ধরেছে চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা। এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় । এমনিতেই এবছর ক্ষুদ্র চা চাষীদের কাঁচা চা পাতা নিয়ে চরম হয়রানির শিকার হতে হয়েছে । এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষীরা জানিয়েছেন, টি বোর্ডের নির্দেশিকা মাথায় রেখে এবার লাস্ট রাউন্ডে তাড়াতাড়ি চা পাতা তুলে নিতে হয়েছে । কিছু অসাধু বাগান মালিক এখনো টি বোর্ডের নির্দেশিকা অমান্য করে চা পাতা তুলছে বলে অভিযোগ । ক্ষুদ্র চা চাষীদের আক্ষেপ, তড়িঘড়ি পাতা তুলতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। একদিকে দাম নেই, অন্যদিকে শ্রমিকের সমস্যা । মোটের উপর এবার সংকটের মধ্যেই কেটেছে গোটা বছর।

পূর্ব ভারতের প্রথম মিউজিয়াম হোটেল দ্য হাউস অফ শেহেরওয়ালি

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ঃ গত কয়েক বছরে, মিউজিয়াম হোটেলগুলি সারা বিশ্বে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং দর্শকরা প্রকৃত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় নিজেকে নিমজ্জিত করে। শিক্ষা এবং বিনোদনকে একত্রিত করে, এই আন্দোলন অতিথিদের একটি মিউজিয়াম পরিবেশে বাস করার সুযোগ প্রদান করে, যা তাদের অতীতের যুগের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সহায়ক হয়, ইতিহাসকে স্পর্শযোগ্য এবং স্মরণীয় করে তোলে। দ্য হাউস অফ শেহেরওয়ালি তার শাশ্বত সৌন্দর্য্য এবং অতুলনীয় আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত। পূর্ব ভারতে এই ধরণের প্রথম মিউজিয়াম হোটেল হিসাবে, এটি শহর ব্যাপী ঐতিহ্য অন্বেষণ করার এক অনন্য সুযোগ প্রদান করে। আজিমগঞ্জের সর্বোচ্চ এবং শীতলতম অংশে অবস্থিত, সম্পত্তির প্রতিটি কোণ থেকে নদীর একটি দর্শনীয় দৃশ্য পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম প্রাচীন জিনিস সম্পত্তির এবং শিল্পে সজ্জিত, এটি তাদের জন্য একটি পবিত্র স্থান যারা বাংলার স্বর্ণযুগের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে নিমজ্জিত রাজকীয় অভিজ্ঞতা সন্ধান করেন। শেহেরওয়ালি সংস্কৃতির সাথে ইতিহাসের মেলবন্ধন ঘটিয়ে, দ্য হাউস অফ শাহরুওয়ালি বিলাসিতা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গম। এর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং ফেলে দেওয়া ঐতিহাসিক সামগ্রী গুলির অনন্য পুনঃব্যবহার ও পুনঃসংস্করণের মাধ্যমে পরিবেশের উপর সর্বনিম্ন প্রভাব ফেলে, যা জৈন দর্শনের অপরিগ্রহ দর্শন কে প্রতিফলিত করে। মুর্শিদাবাদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, সম্পত্তিটি এএসআই দ্বারা সুরক্ষিত প্রায় ৫০টি প্রধান সাইটের ৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য। শেহেরওয়ালি হাউসটি বিশাল স্থানবিশিষ্ট রুমে সাজানো, যা প্রধান শেহেরওয়ালি সরদার পরিবারের আদলে তৈরি, আধুনিক সুযোগ- সুবিধা সহ, একটি আরামদায়ক থাকার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। পর্যটকরা আধুনিক আতিথেয়তায় শহর-ভিত্তিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তাদের উৎসর্গের প্রশংসা করেন। আরও তথ্যে জানতে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন **www.hosheherwali.com**

NOTIFICATION

Notice is hereby given that Share Certificate No. 411566 for 1920 share(s) bearing distinctive nos. 1096563182 - 1096565101 (both inclusive) of **Berger Paints Ltd.**, having its Registered Office at **Berger House, 129, Park Street, Kolkata - 700 017**, registered in the name of Ratan Kumar Mehrotra of Flat No. V - 2, Block - 5, Marlin Warden, Lake View, 104, Bidhan Nagar Road, Near Bidhan Nagar Railway Station, Ultadanga Main Road, Kolkata - 700 067, has been lost.

I, have now applied to the Company for issue of duplicate share certificate in lieu of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate Share certificate in lieu of said original share certificate, is requested to lodge his / her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrars, **C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD., P-22, Bondel Road, Kolkata-700 019**, in writing, within 15 days from the date of publication of this Notice.

Ratan Kumar Mehrotra
Place : Kolkata Date : 17.12.2024

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :

1. NIT No.: KMC/XV/137/033/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work : **Repairing of surface drain including slab, manhole, gully pit etc with allied works near H/No- S-58, R-175, R-41, S-73, S-118/1, R-200, R-148/2, R-152, R-152/1, S-160, R-166, R-187, S-55, S-38 etc in Ward No. 137, BR-XV under slum area**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,55,470.58;** Earnest Money : **Rs. 5,200.00**; Period of Completion: **90 Days;**

2. NIT No.: KMC/XV/136/042/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work : **Repairing cement concrete & paver block passage with allied works at different slum area, Patharpota Lane, Shimpukur Lane etc. in Ward No. 136, BR-XV**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,96,388.18;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **90 Days;**

3. NIT No.: KMC/XV/141/069/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work : **Repairing of drainage system at Jelia Para Road Bye Lane (slum area) near premises no. Z-4/288/5, Z-4/298/2C etc. in Ward No. 141, BR-XV**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,97,382.26;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **180 Days;**

4. NIT No.: KMC/XV/133/053/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work : **Repairing & maintenance of surface drain with allied works at Ramnagar Lane and other location near premises no. J95/B, J127, N143 etc. in Ward No. 133, BR-XV under slum area**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,90,583.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **60 Days;**

5. NIT No.: KMC/XV/139/061/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work : **Repairing of C/C passage with allied work near H/No. V-110, V-112, V-114 Choti Para, under slum area in Ward No. 139, BR-XV**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 1,98,477.97;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **30 Days;**

6. NIT No.: KMC/XV/135/060/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work : **Renovation of surface drain and allied works N/H/No. I-220/G, I-220/C etc. Rameswarpur Road Bye Lane in Ward No. 135, BR-XV slum area**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,17,845.43;** Earnest Money : **Rs. 8,400.00**; Period of Completion: **45 Days;**

7. NIT No.: KMC/XV/138/052/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work : **Renovation surface drain with allied works at Panchpara Lane N/H/No. T-470, T-465 etc. in Ward No. 138, BR-XV under slum area**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,99,942.69;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **120 Days;**

8. NIT No.: KMC/XV/134/070/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work : **Repairing & maintenance of surface drain with allied works at Battikol 2nd Lane, Meher Manzil Lane etc. near premises no. G221, G317, G324 etc. in Ward No. 134, BR-XV under slum area**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,84,477.76;** Earnest Money : **Rs. 9,700.00**; Period of Completion: **90 Days;**

9. NIT No.: KMC/XV/135/058/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work : **Repairing of paver block pathway and allied works at Kasaipara Lane N/H/No. I-10, I-14, I-158, I-170 etc. in Ward No. 135, BR-XV slum area**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,85,302.49;** Earnest Money : **Rs. 9,800.00**; Period of Completion: **45 Days;**

10. NIT No.: KMC/XV/138/049/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work : **Repairing & maintenance of cement concrete passage with allied works at Mader Saheb Math Road, Panchpara Road N/H/No. Y-104, Y-327, Y-111 etc. in Ward No. 138, BR-XV under slum area**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,12,970.66;** Earnest Money : **Rs. 8,300.00**; Period of Completion: **90 Days;**

11. NIT No.: KMC/XV/138/050/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call) Name of the Work : **Repairing & maintenance of surface drain with allied works at Jhinuk Saha Lane, Mitha Talab Lane, Murray Road N/H/No. T-289, T-189 etc in Ward No. 138, BR-XV under slum area**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 3,86,232.46;** Earnest Money : **Rs. 7,800.00**; Period of Completion: **120 Days;** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online) : **18.12.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 11); Documents download/sell start date (online) : **18.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 11); Documents download/sell end date (online) : **28.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 11); Bid submission start date (online) : **18.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 11); Bid submission closing (online) : **28.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 11); Bid opening date for Technical Proposals (online) : **30.12.2024 at 4 p.m.** (for Sl. no. 1 to 11); The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 11)

12. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/138/055/2024-2025/R Name of the Work : **Renovation cement concrete passage with allied works at Jugi Para Lane N/H/No. T-76/2, T-88 etc. in Ward No. 138, BR-XV**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,96,979.12;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **90 Days;**

13. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/141/057/2024-2025/R Name of the Work : **Improvement of road by providing hot asphaltum mixture at Jelia Para Road near Badartala Library in Ward No. 141, BR-XV**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,97,654.27;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **180 Days;**

14. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/141/059/2024-2025/R Name of the Work : **Improvement of road by providing hot asphaltum mixture at Molla Para Lane near Furqan Model School in Ward No. 141, BR-XV**; Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,98,980.63;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **180 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **28.12.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 12 to 14); Date of opening of tender : **30.12.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 12 to 14); The bid forms and other details are available on and from **18.12.2024 at 5 pm.** (for Sl. no. 12 to 14); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 12 to 14)

The Director General (Bustee), KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :

1. NIT No.: KMC/EEBS/32/24-25/147 (1st Call) Name of the Work : **Repairing of bustee passage at 151, 157 Manicktala Main Road, 53 B Bagmari Road and different area in Ward No. 32, Borough-III**; Estimate Amount (including GST & LWC): **Rs. 4,09,937.70;** Earnest Money : **Rs. 8,200.00**; Period of Completion: **120 Days;**

2. NIT No.: KMC/EEBS/32/24-25/148 (1st Call) Name of the Work : **Construction of new bustee latrine at 103 Ultadanga Main Road, 34 Bagmari Road and other different slum area in Ward No. 32, Borough-III**; Estimate Amount (including GST & LWC): **Rs. 3,93,121.01;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion: **120 Days;** Last date and time of submission of Bid : **28.12.2024 up to 11 a.m.** (for Sl. no. 1 & 2); Bid opening date and time for technical proposals : **31.12.2024 at 11.30 a.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **18.12.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2);

3. NIT No.: KMC/EEBS/HQ/128/24-25/154 (1st Call) Name of the Work : **Repairing of passage by C.C near 5/K Beni Master Lane slum area in Ward No. 128, Borough-XIV**; Estimate Amount (including GST & LWC): **Rs. 4,18,543.60;** Earnest Money : **Rs. 8,500.00**; Period of Completion: **90 Days;**

4. NIT No.: KMC/EEBS/HQ/142/24-25/155 (1st Call) Name of the Work : **Development of passage by C.C near 60/49 Sajneberia slum area in Ward No. 142, Borough-XVI**; Estimate Amount (including GST & LWC): **Rs. 4,98,599.98;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **60 Days;**

5. NIT No.: KMC/EEBS/HQ/117/24-25/151 (1st Call) Name of the Work : **Construction of bustee sanitary latrines at Canal Road, B. L. Saha Road etc. and its surrounding bustee area in Ward No. 117, BR-XIII**; Estimate Amount (including GST & LWC): **Rs. 4,93,732.12;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **90 Days;**

6. NIT No.: KMC/EEBS/HQ/117/24-25/152 (1st Call) Name of the Work : **Construction of bustee sanitary latrines at T. C. Road, Joytish Roy Road etc. and its surrounding bustee area in Ward No. 117, BR-XIII**; Estimate Amount (including GST & LWC): **Rs. 4,94,463.82;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **90 Days;** Last date and time of submission of Bid : **28.12.2024 up to 11 a.m.** (for Sl. no. 3 to 6); Bid opening date and time for technical proposals : **30.12.2024 at 11.30 a.m.** (for Sl. no. 3 to 6); The bid forms and other details are available on and from **18.12.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 3 to 6); The websites **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in** (for Sl. no. 1 to 6).

1056/24-25

বাংলা শস্য বিমা যোজনার প্রচারে ট্যাবলোর উদ্বোধন করলেন জেলাশাসক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ ডিসেম্বর ঃ জেলার সমস্ত কৃষককেই 'বাংলা শস্য বিমার' আওতায় আনতে উদ্যোগ নিলো পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। গত কয়েক বছর ধরেই চালু হয়েছে এই বিমা। কিন্তু এখনও জেলার বহু কৃষক এই বিমার আওতার বাইরে রয়েছেন বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আলু বা ধান নষ্ট হলে ফসলের কোনরকম ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার জন্য আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন কৃষকরা। শস্য বিমার আওতায় এসে কি কি সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন কৃষকরা সেই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয় সোমবার। এই ট্যাবলোটি জেলা জুড়ে শস্য বিমা সম্বন্ধে প্রচার চালাবে। 'বাংলাশস্য বিমা' যোজনার প্রচার ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানি এ। উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাধিপতি গার্গী নাহা সহ অন্যান্য জেলাপ্রশাসনের। উচ্চ আধিকারিকরা। এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে জেলাশাসক আয়েশা রানি এ জানান, একমাস ধরে গোটা জেলা জুড়েই ঘুরবে ট্যাবলো। বিগত সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আলু চাষ ও ধান চাষে ক্ষতির মুখে পরেছে কৃষকরা কিন্তু শষ্য বিমা না থাকায় কৃষকদের আর্থিক সাহায্যে করা যায় না প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তাই এবছর আলু চাষ ও বোরো ধান চাষে কৃষকরা শষ্য বিমা করায় সচেতন হন, সে বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে জেলাপ্রশাসনের পক্ষ থেকে। আগামী ৩১ডিসেম্বর পর্যন্ত আলু চাষের জন্য এবং ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত বোরো ধান চাষের জন্য শস্য বিমায় নাম নথিভুক্ত করা যাবে বলে জানান জেলাশাসক।

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, PS-Purulia(MF)
Dist-Purulia
Memo No.-431/HGP Dated-10/12/2024
NOTICE INVITING e-TENDER No.- 05(01)/2024-25

For and on behalf of the Hutmura Gram Panchayat, Pradhan, Hutmura Gram Panchayat invites tenders through e-Tendering for the work. Last date of submission of Bid **21.12.2024 at 17:30 Hrs.** Bid Opening Date (Technical) **24.12.2024 at 9:35 Hrs.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

Public Notice

Public are hereby informed that we Zarina Reshma, Ayesha Yusuf, Tahira Ahmed, Zahida Ahmed & Khawat Yusuf are owners of premises No.13H, Bechulal Road, Kolkata – 700014. The said property was mutated in the name of Haji Md. Yusuf but later got wrongly mutated by K.M.C. in the name of Md. Fazilat Ul Alam. Now K.M.C. after verifying all papers and documents relating to the said property is pleased to cancel the mutation of the said property in the name of Md. Fazilat Ul Alam and restore mutation in the name of Haji Md. Yusuf.

e-Tender Notice

Pradhan, Maju Gram Panchayat under Jagatballavpur Development Block, Howrah invites e-Tender vide **NIT No: Maju GP/912/LWM & 15th CFC/24-25 to Maju GP/913/ LWM/24-25 Dated 5/12/2024 and NIT No-Maju GP/921/ LWM & 15th CFC/24-25 to Maju GP/924/LWM & 15th CFC/24-25, dated-6/12/2024 and NIT No-Maju GP/958/ LWM & 15th CFC/24-25 dated 13/12/2024**. For more information,visit **http://www.wbtenders.gov.in** and the notice board of Maju Gram Panchayat office.

Sd/- Prodhan
Maju Gram Panchayat

পাম্প চুরি, গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর ঃ চুরির ঘটনায় দুই যুবককে আটক করেছে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছিল, বিচারক তাদের দুজনকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছেন। ধৃতদের নাম গোপাল দাস ও সাহিল সাহা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভক্তি নগর থানার অন্তর্গত ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের খিচড়িপট্টি এলাকার একটি বাড়ি থেকে একটি জলের মোটর পাম্প চুরি হয়। পরে বাড়ির মালিক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ভক্তি নগর থানার পুলিশ রবিবার জানতে পারে যে সাহিলের কাছে চোরাই পাম্প বিক্রি করতে গিয়েছিল গোপাল। ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গোপাল ও চুরির মালামাল ক্রয়কারী সাহিলকে আটক করে। চুরি যাওয়া পাম্পও উদ্ধার হয়েছে।

চেন্নাইতে নামতেই রাজকীয় অভ্যর্থনা গুকেশকে!

‘দেশে শিরোপা ফেরানো বড় ব্যাপার’ বললেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন

চেন্নাই, ১৬ ডিসেম্বরঃ কয়েকদিন আগেই দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে দোম্মারাজু গুকেশ। চিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ডিং লিরেনকে হারিয়ে তিনি বিশ্বজয় করেছেন ৬৪ ঘরের খেলায়। মগজাস্ত্রে মাত দিয়েছেন চিনা প্রতিপক্ষকে। শেষ দিকে লিরেনের সামান্য একটা ভুলই তাঁকে খেলা থেকে বের করে দেয়, সেই সুযোগেই প্রতিপক্ষকে ধাক্কা দেন গুকেশ। এরপর নিজে সাবধানী দান দিয়ে আর চিনের প্রতিপক্ষকে ম্যাচে ফিরতে দেননি। বিশ্ব দাবার ইতিহাসে কনিষ্ঠতম চ্যাম্পিয়নের দাম চেন্নাইয়ের ১৮ বছর বয়সী ডি গুকেশ। তাও বাঘা বাঘা তারকাদের সম্প্রতি হারিয়েছেন তিনি। দাবায় মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে বয়স যে আদৌ কোনও ফ্যাক্টর নয়, সেটা ভারতের দ্বিতীয় বিশ্বচ্যাম্পিয়নই বুঝিয়ে দিয়েছেন। এবার তিনিই বিশ্বজয়ের শিরোপা নিয়ে ফিরলেন নিজের হোমটাউন অর্থাৎ চেন্নাইতে। চেন্নাই বিমানবন্দরে নামতেই রাজকীয় অভ্যর্থনায় ভেসে যান এই তারকা দাবাড়ু। ১৪তম গেমে গিয়ে লিরেনকে আটকে দেওয়া গুকেশ অবশ্য নিজেই আটকা পড়লেন ভক্তদের ভালোবাসার জোয়ারে। ফুল মালায়, বোকেতে বীর বরণ করে নিল চেন্নাইবাসী। সিঙ্গাপুর থেকে এদেশে আসার ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই বিমানবন্দরে ভিড় জমায় তাঁর ভক্তরা। বিমানবন্দর থেকে নিজের শহর, যেখানেই তিনি গেলেন উপচে পড়ল ভিড়, সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি আর ভালোবাসা। চেন্নাইতে এসে এমন ভালোবাসা পেয়ে আপ্লুত গুকেশ নিজেও। ভিড়ে ঠাসা বিমানবন্দর ছাড়তে ছাড়তেই গুকেশ অল্প কথায় বলে গেলেন, ‘‘এই সমর্থন আমার কাছে অনেক বড় বিষয়। দেশে আবার শিরোপা ফিরিয়ে নিয়ে আসা অনেক বড় ব্যাপার। আমাদের এভাবে আপ্যায়ন করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আশা করব আগামী কয়েকটা দিন আমরা খুব ভালোভাবে কাটাব একসঙ্গে বিশ্বজয়ের আনন্দ উপভোগ করব।’’ যেখানে গুকেশ পড়াশোনা করেন, সেই ভেলাম্মাল গ্রুপের ছাত্ররাও তাঁকে স্বাগত জানাতে ফুল, পোস্টার নিয়ে এসেছিল। তিনি জানিয়েছেন আগামী মাসের র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিটজ্‌ড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন না। তাঁকে ভেলাম্মা নেক্সাস স্কুলেও সংবর্ধিত করা হয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। লিরেনের যে ভুলে তিনি চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছেন, সেই নিয়েও প্রশ্ন করা হয় গুকেশকে। আর সেখানেই তিনি বলেন, ‘‘এত বড় প্রতিযোগিতা, সঙ্গে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ম্যাচ, তাই ওমন চাপের মূহূর্তে ভুল হয়ে যেতেই পারে।’’ চলতি বছরটা ভারতীয় দাবার ক্ষেত্রে যে সোনায় মুড়িয়ে রাখার মতোই গেছে তা বলাই যায়। কারণ গুকেশ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগেই তিনি দেশকে আরও একবার গর্বিত করেছে চলতি বছরেই সতীর্থদের তিনি। তিনি দেশকে প্রজ্ঞানন্দ, অর্জুনসহ বাকিদের সঙ্গে নিয়ে প্রথবার দাবা অলিম্পিয়াডে সোনা এনে দেন। মহিলারাও জেতে দাবা অলিম্পিয়াডে সোনা।

বৃষ্টি-বিপর্যয়, মন্দ আলোয় দিন শেষে ভারতের প্রাপ্তি ‘অজানা’

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বরঃ সিরিজের শুরুটা যেমন হয়েছিল তাতে উৎসবের মেজাজ ছিল ভারতীয় শিবিরে। পারথের প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫০ রানে অলআউট থেকে দুর্দান্ত কামব্যাক এবং ২৯৫ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়। কিন্তু অ্যাডিলেড থেকে চরম হতাশার শুরু। যা বজায় রয়েছে ব্রিসবেনেও। এখন আবহাওয়াই যেন ভরসা ভারতীয় শিবিরে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের রাস্তাও ধোঁয়াশায়। এই সিরিজ অন্তত ৪-১ ব্যবধানে জিতলে কোনও অঙ্ক থাকত না। ৩-১ জিতলেও ফাইনাল হতে পারে। সিরিজ হারলে কোনও সম্ভাবনা নেই। অন্য ব্যবধানে সিরিজ জিতলেও জটিল অঙ্ক। ম্যাচের তৃতীয় দিন কী পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ভারত? দিনের শুরুতে ভারতের টার্গেট ছিল অস্ট্রেলিয়াকে দ্রুত অলআউট করা। শুরুটা করেন জসপ্রীত বুমরা। এরপর সিরাজ ও আকাশ দীপের উইকেটে ৪৪৫ রানে অলআউট অস্ট্রেলিয়া। ভারতীয় ইনিংস শুরুর আগে ফের বৃষ্টি এবং শুরুর পর ব্যাটিং বিপর্যয়। ১৩ বলের মধ্যেই যশস্বী, শুভমন আউট। কোহলির ইনিংসও বিরাট হয়নি। বারবার বৃষ্টির কারণে খেলা থামাতে হয়েছে। প্রতিবারই বিরতি থেকে ফিরলেই যেন নতুন ধাক্কার আশঙ্কা। হলও তাই। একটা বৃষ্টি বিরতির পরই আউট ঋষভ পন্থও। লোকেশ রাহুলের সঙ্গে ক্রিজে যোগ দেন রোহিত শর্মা। বৃষ্টিতে আবারও থামে খেলা। দীর্ঘ অপেক্ষার পর খেলা শুরু হলেও লাভ হয়নি। মাত্র ১৭টি ডেলিভারি হয়েছে। মন্দ আলোর কারণে আম্পায়াররা পরিস্কার করে দিয়েছিলেন, পেসারদের দিয়ে বোলিং করানো যাবে না।

নাথান লিয়ঁর সঙ্গে উল্টোপ্রান্তে বোলিংয়ে আসেন পার্টটাইম স্পিনার ট্রাভিস হেড। আলো অবশ্য উন্নতি হয়নি। দিনের খেলার তখনও অন্তত ১১ ওভার বাকি। সে সময়ই দিনের খেলা শেষ ঘোষণা করতে বাধ্য হন আম্পায়াররা। ১৭ বলের লাস্ট ‘সেশনে’ ভারত কোনও উইকেট হারায়নি। অস্ট্রেলিয়ার ৪৪৫ রানের জবাবে ভারতের স্কোর ৫১-৪। চতুর্থ দিনও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই ম্যাচে ফলের সুযোগ কম। আর ফল হলে ভারতের পক্ষে যাবে না, এটা যেন এখনই বলে দেওয়া যায়। এদিন বোর্ডে ৪৪৫-এর লক্ষ্যমাত্র নিয়ে নামলে ভারতীয় দলের প্রাথমিক লক্ষ্য এর কাছাকাছি পৌঁছনো। এর জন্য সবার আগে প্রয়োজন নতুন বল সামলানো। কিন্তু কোথায় কী! টেস্ট ম্যাচ আর ‘টেস্ট’ পরীক্ষা নয়! ডেড বল ডিফেন্স যেন ডিকশনারি থেকে উধাও। এর খেসারতও দিতে হল। উইকেটে ওভার শুরু হয়েছিল। ৫১ রানে চার উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে ভারত। অজি পেসারদের নিখুঁত লাইন লেন্থের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পারলে এমনটা হয়তো হত না। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং জুটি যেটা করেছিল। বিশাল রান যোগ করতে না পারলেও ক্রিজ আঁকড়ে পড়েছিল। মিডল অর্ডার ব্যাটাররা এর সুবিধা তুলতে পেরেছে। অফস্টাম্পের বাইরের বল তাড়া করার রোগ নতুন নয় বিরাট কোহলির। তিন ফরম্যাটে হাজার হাজার রান করেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী এই লোভ সামলাতে পারেনি। ব্রিসবেনেও তাই হল। দুই তরুণ ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল ফিরেছেন। ইনিংসের ১৩ বল পরই ক্রিজে নামতে হয় কিং কোহলিকে। তাঁর কভার ড্রাইভের ‘লোভ’ মাথায় রেখেছিলেন মিচেল স্টার্ক। প্রথম ডেলিভারিতেই আউট সাইড এজ থেকে বাঁচেন কোহলি। বেশ কিছুটা সময় সংযত ছিলেন বিরাট কোহলি। মনে হচ্ছিল, লোকেশ রাহুলের সঙ্গে একটা মজবুত পার্টনারশিপ গড়বেন। তা আর হল না। বোলার অন্য, লাইন এক। ততক্ষণে ১৫টা ডেলিভারি সামলে নিয়েছেন। কিন্তু জশ হ্যাজলউডের অফস্টাম্পের সামান্য বাইরের ডেলিভারিতে সংযত থাকতে পারলেন না। খোঁচা। কিপার অ্যালেক্স ক্যারির হাতে। পারথের প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ হলেও সেঞ্চুরিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন দ্বিতীয় ইনিংসে। এরপর থেকে অফস্টাম্পের বাইরের ডেলিভারিতে আউটের ধারা চলছেই। ১৬ বলে তাঁর অবদান ৩ রান।

পাঞ্জাব ম্যাচের আগে সুখবর লাল-হলুদ শিবিরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বরঃ ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব বর্তমানে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে একটি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছিল দলটি, তবে বিভিন্ন ধরনের চোট এবং প্রতিপক্ষের শক্তিশালী পারফরম্যান্সে কিছুটা ভাটা পড়েছে। আগামীকাল লিগ টেবিলের পঞ্চম স্থানে থাকা পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে খেলতে নামবে অস্কার ব্রুজোর ছাত্ররা। এই ম্যাচের আগে মার্ক জোথানপুইয়াকে নিয়ে সুখবর লাল হলুদ শিবিরে। মিনি ডার্বি ম্যাচে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে নয় জনের দল নিয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখানো সত্ত্বেও ম্যাচ শেষে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয়েছিল তাদের। তবে ওই ম্যাচে দলটির পারফরম্যান্স প্রমাণ করেছিল যে তারা কোনোভাবেই পিছিয়ে নেই এবং শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপরীতে তাদের লড়াই করা সামর্থ্য রয়েছে। ম্যাচের পর ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা আশা করেছিলেন যে এই পারফরম্যান্স তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে, এবং তারা নিজেদের শক্তির পরিচয় দেবে বাকি ম্যাচগুলোতে। সেই আশাই একধাপ এগিয়ে যেতে দেখা যায় পরবর্তী দুটি ম্যাচে। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এবং চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয় পায় ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ করে, চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে ওয়ে ম্যাচে সাফল্য দলটির জন্য নতুন করে অক্সিজেন সরবরাহ করে। এটি ইস্টবেঙ্গলের সামগ্রিক মনোবল বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করায় যে এই মরশুমে তারা আরও ভাল ফলাফল করতে সক্ষম। তবে গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার, নিজেদের ঘরের মাঠে জয়ের হ্যাটট্রিক করার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গলকে পরাজয়ের স্বাদ নিতে হয়। সার্জিও লোবেরার শক্তিশালী ওড়িশা এফসি তাদের পরবর্তী প্রতিপক্ষ ছিল এবং শেষ পর্যন্ত কলিঙ্গ ওয়ারিয়ার্সরা ২-১ গোলের ব্যবধানে ম্যাচটি জয় করে নেয়। এই পরাজয়ের পর কিছু সমর্থক মন্তব্য করেন যে, ইস্টবেঙ্গল যেভাবে অক্সিজেন পেয়েছিল, তা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে। একদিকে দলের পারফরম্যান্সে উত্থান-পতন থাকলেও, অন্যদিকে তাদের দলগত একতা এবং যুদ্ধের মনোভাব সবসময়ই প্রমাণিত হয়েছে। এখন, যখন ইস্টবেঙ্গল পরবর্তী ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন তাদের সামনে আরও এক চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। আগামীকাল, লাল-হলুদ শিবির তাদের ঘরের মাঠে খেলবে পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে। এই ম্যাচের আগে দলটির জন্য একটি সুখবর রয়েছে। মার্ক জোথানপুইয়া চোট থেকে সুস্থ হয়ে ট্রেনিংয়ে ফিরে এসেছেন। এটি দলের জন্য এক আশার আলো।

১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের ঝড়ে ম্যানচেস্টার ডার্বি ইউনাইটেডের

লন্ডন, ১৬ ডিসেম্বরঃ অবিশ্বাস্য! ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডেই কীভাবে বদলে গেল সবকিছু। ৮৭ মিনিট পর্যন্ত ম্যানচেস্টার ডার্বিতে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকা ইউনাইটেড প্রত্যাবর্তনের অবিশ্বাস্য গল্প লিখে ইতিহাদ থেকে জয় নিয়ে ফিরল ওল্ড ট্রাফোর্ডে। লিগে হারের হ্যাটট্রিকের শঙ্কায় পেয়ে বসা দলটি জিতেছে ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও আমাদ দিয়ালোর গোলে। ৩৬ মিনিটে ইওস্কো গাভারদিওলের গোলে পিছিয়ে পড়া ইউনাইটেড সমতায় ফেরে ফার্নান্দেজের পেনাল্টি গোলে ৮৮ মিনিটে। ম্যাথিউস নুনেসের ভুলে ফাঁকায় বল পেয়ে গিয়েছিলেন আমাদ। বাঁ প্রান্ত দিয়ে যখন তিনি পেনাল্টি বক্সে ঢুকলেন সামনে শুধু সিটি গোলরক্ষক এদেরসন। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেই কিনা দৌড়ে এসে আরও বড় ভুল করে বসলেন নুনেস। আমাদকে স্লাইড করে ফেলে দিলেন। তাতে বাজল পেনাল্টির বাঁশি। আর সেই পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করলেন না ফার্নান্দেজ। ২ মিনিট যেতে না যেতেই আবার গোল ইউনাইটেডের। লিসান্দ্রো মার্তিনেজের দারুণ এক পাস ধরে বুটের ডগা দিয়ে এদেরসনের ওপর দিয়ে গোলে বল পাঠিয়ে দিলেন আমাদ। এরপর লিডটা ধরে রেখে জিতে গেল ইউনাইটেড। আর সিটি সর্বশেষ ১১ ম্যাচে পেল অষ্টম হারের স্বাদ। অথচ এই দুই গোলের আগে একবারও মনে হয়নি ইউনাইটেড ম্যাচটি জিততে পারে। বরং প্রিমিয়ার লিগে হারের হ্যাটট্রিক করেই প্রতিবেশীর মাঠ থেকে ফেরার মতোই খেলছিল ইংলিশ ফুটবলের সবচেয়ে সফল দলটি। তারা গোলটিও খেয়েছিল আর্সেনাল ও নটিংহাম ফরেস্টের কাছে আগের দুই ম্যাচের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে কর্নার থেকে।

ম্যাচের বয়স তখন ৩৬ মিনিট। এর আগে ইতিহাদে মোটামুটি উদ্দেশ্যহীন ফুটবলই খেলেছে বাজে সময় কাটানো দুই নগর প্রতিদ্বন্দ্বী সিটি ও ইউনাইটেড। সিটি একটি কর্নার পেল। কেভিন ডি ব্রুইনার শট কর্নার ইলকায় গুন্দোয়ানের পা ঘুরে আবার যায় বেলজিয়ান তারকার পায়ে। এবার ক্রস বাড়ালেন ডি ব্রুইনা। আর সেই ক্রসে মাথা ছুঁয়েই সিটিকে এগিয়ে দিলেন ক্রোয়েশিয়ান ডিফেন্ডার ইওস্কো গাভারদিওল। ম্যাচের গতি বেড়েছে সিটির ওই গোলের পরই। শেষের সেই নাটকের আগে গোলের সুযোগ নষ্ট করেছে দুই দলই। সিটির ফিল ফোডেন ও ইউনাইটেডের ফার্নান্দেজরা পারেননি সেই সুযোগ কাজে লাগাতে। তবে শেষের সেই ঝড়ে ইউনাইটেড সব ব্যর্থতাই ভুলেই বাড়ি ফিরল লিগে ষষ্ঠ জয় নিয়ে। তাতে ১৬ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য হলেও ১৩ থেকে ১২-তে উঠল ইউনাইটেড। অন্যদিকে ১৬ ম্যাচে পঞ্চম হারের স্বাদ পাওয়া গার্দিওলার সিটি ২৭ পয়েন্ট নিয়ে পড়ে রইল পাঁচেই।

পাকিস্তানে যাচ্ছে রোহিত-বিরাটরা? সিদ্ধান্ত শোনাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

মুম্বই, ১৬ ডিসেম্বরঃ আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কিছু আশাবাদী মনোভাব প্রকাশ করেছে, তবে নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক কারণে জটিলতা রয়ে গিয়েছে। বিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লার মতে, এই জটিলতা দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে এবং আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা এই সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেবে এবং ভারত ও পাকিস্তান একসাথে সহযোগিতার মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সফলভাবে আয়োজন করতে সক্ষম হবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ পাকিস্তান, তবে এই প্রতিযোগিতা নিয়ে বেশ কিছু নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ রয়েছে। রাজীব শুক্ল স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বিসিসিআই ক্রিকেটারদের নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় এবং ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার কোনও ঝুঁকি নেওয়া হবে না। গত বছর পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপের সময়ও ভারতীয় দল সেখানে খেলতে যায়নি এবং সেই সময়ে একটি হাইব্রিড মডেল গ্রহণ করা হয়েছিল। বিসিসিআই এখন একই মডেল অবলম্বন করতে চায়, যেখানে ভারতের ম্যাচগুলো নির্দিষ্ট কোনো দেশের বাইরে অনুষ্ঠিত হবে, তবে পাকিস্তানে অন্যান্য ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে। রাজীব শুক্লের বক্তব্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে, যা হল আইসিসির সঙ্গে বিসিসিআইয়ের আলোচনার বিষয়। তিনি বলেন, ‘‘আমরা আশা করি আইসিসি দ্রুত একটি সমাধান খুঁজে বের করবে। আমরা এই সমস্যার সমাধান পেতে আশাবাদী।’’ এই মন্তব্যটি ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের জটিলতা এবং মুম্বইয়ের জঙ্গি হামলার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে চলমান উত্তেজনার প্রতিফলন। মুম্বই হামলার পর থেকে ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ রয়েছে এবং এই দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেট সম্পর্ক অনেকটা শীতল হয়ে গেছে। এর ফলে, বহুদিন ধরেই ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানে সফর করেনি। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে একাধিকবার এই বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে যে, পাকিস্তানে ভারতীয় ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে, যা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আগেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এদিকে, ২০২৩ সালের এশিয়া কাপের সময়েও এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা ছিল। বিসিসিআই পাকিস্তানে দল পাঠায়নি, তবে অন্য দেশের ভেন্যুতে খেলানো হয়েছিল ম্যাচগুলো। সেখানে প্রতিযোগিতাটি হাইব্রিড মডেলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই মডেলটি বিসিসিআই আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্যও প্রস্তাব করছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে, রাজীব শুক্লা আরও বলেন, ‘‘বিসিসিআই চায় প্রতিযোগিতা হোক হাইব্রিড মডেলে। আইসিসি চেয়ারম্যান বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কর্তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। আমাদের আশা, ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশ কোনো রকম তিক্ততা ছাড়াই সম্মত হবে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান পাওয়া যাবে।’’ এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা বিশ্বাস করে যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সফলভাবে আয়োজন করা সম্ভব। যদি দুই দেশের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে এমন দ্বন্দ্ব ও আলোচনার মধ্যেই একটি বড় প্রশ্ন দাঁড়িয়ে রয়েছে- এই প্রতিযোগিতার আয়োজন পাকিস্তানে হলে কি নিরাপত্তার প্রশ্নটি মিটে যাবে? রাজীব শুক্লা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ‘‘আমরা সমস্যার সমাধান চাই। তবে, আমাদের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘ভারতের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো ধরনের আপোস হতে পারে না।’’ এর অর্থ হলো, বিসিসিআই কোনোভাবেই তাদের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার সঙ্গে আপোষ করতে প্রস্তুত নয়।

ভারতের ব্যাটিং কোচ কে? বিরাটের ‘রোগ’ নিয়ে প্রশ্ন প্রাক্তন ক্রিকেটারের

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বরঃ ভুল যে কারও হতে পারে। তবে বারবার একই ভুল হলে? অবশ্যই সমাধান প্রয়োজন। বিরাট কোহলির ক্ষেত্রে যা হচ্ছে না বলেই মনে করছেন অনেকে। তাঁর আউটের ধরণেও বারবার তা সামনে আসছে। ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম ইনিংসেও তাই। অফস্টাম্পের অনেকটা বাইরের বল তাড়া করে কট বিহাইন্ড হন বিরাট কোহলি। বর্তমান প্রজন্মের সেরা ব্যাটারের এমন ভুল বারবার হওয়ায় বিরক্ত দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার। প্রশ্ন করছেন, ভারতের ব্যাটিং কোচ কে? অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ইনিংসে ৪৪৫ রানে অলআউট করে ভারত। কিন্তু ভারতের ইনিংসের শুরুটা আরও ভয়ঙ্কর। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই আউট যশস্বী জয়সওয়াল। ইনিংসের তৃতীয় তথা স্টার্কের দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই শুভমন গিলও আউট। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট কোহলি। এরপরই প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মঞ্জরেকরের প্রশ্ন। সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘আমার মনে হয় ভারতীয় টিমের ব্যাটিং কোচকে নিয়ে আলোচনা করার সময় এসেছে। এত বড় টেকনিক্যাল সমস্যা কেন হচ্ছে? বিশেষ কিছু ব্যাটারের জন্য দীর্ঘ সময় ধরেই একই সমস্যা চলছে।’ ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করছেন অভিষেক নায়ার এবং মর্নি মর্কেল। সঞ্জয় মঞ্জরেকরের পোস্টে অনেকেই লিখেছেন, ‘ভারতের ব্যাটিং কোচ কে?’। আবার কেউ লিখেছেন, ‘বিরাট কোহলিকে কে খেলা শেখাবে? অফস্টাম্পের বাইরের বল তাড়া করা বন্ধের কথা কে বলবে? এমন তো নয়, বিরাট কিছুই জানে না। ক্যাজুয়াল মানসিকতা রাখলে একই ভুল বারবার হবে।’

কার্স্টেনের পর পাক কোচের দায়িত্ব ছাড়লেন গিলেসপি

ইসলামাবাদ, ১৬ ডিসেম্বরঃ পাকিস্তান ক্রিকেটে বিতর্ক থামার নাম নেই। গ্যারি কার্স্টেনের পর পাকিস্তানের কোচের পদ ছেড়েছেন জেসন গিলেসপিও। কোচ হিসাবে পাকিস্তানকে সাফল্য এনে দিয়েও দায়িত্বে থাকতে চাননি গিলেসপি। কেন? দায়িত্ব ছেড়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে নিশানা করেছেন গিলেসপি। কয়েক দিন আগেই গিলেসপির প্রধান সহকারী টিম নিয়েলসেনকে ছাঁটাই করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি গিলেসপি। নিয়েলসেনকে সরানোর আগে তাঁর সঙ্গে মহসিন নকভির নেতৃত্বাধীন বোর্ড কোনও কথা বলেনি বলেও দাবি গিলেসপির। তিনি বলেন, ‘‘কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রধান কোচ হিসাবে আমার সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল বোর্ডের। কিন্তু আমাকে অন্ধকারে রেখে পুরোটা করা হয়েছে। হাই পারফরম্যান্স কোচ হিসাবে ভাল কাজ করছিল নিয়েলসেন। তার পরেও ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।’’ গত কয়েক মাসে পাকিস্তান বোর্ড যে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেগুলি সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা ছিল না বলে দাবি করেছেন গিলেসপি। তিনি বলেন, ‘‘গত কয়েক মাসে বোর্ডের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি। আমাকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। এ ভাবে কোনও দল চলতে পারে না। তাই আমি সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’’

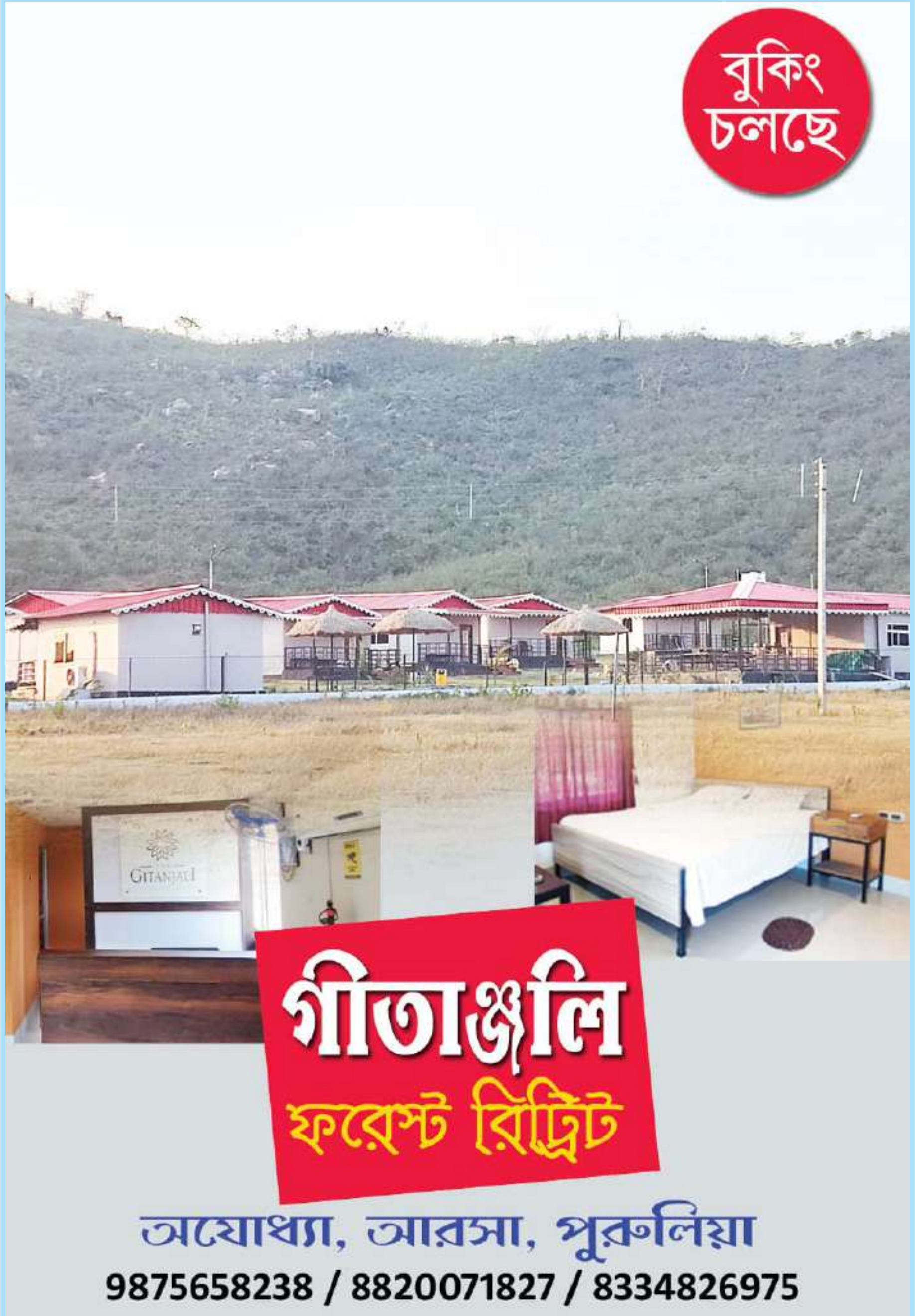

ঘরের মাঠে আবারও হার বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ১৬ ডিসেম্বরঃ ম্যাচের ৮০ ভাগ সময় বলের দখল ছিল বার্সেলোনার। গোলের জন্য শট নিয়েছে ২০টি। প্রায় নিশ্চিত গোলের সুযোগ তৈরি করেছে অন্তত তিনটি। কিন্তু ঘরের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে রবিবার রাতে তবু জয়ী দলটার নাম বার্সেলোনা নয়, লেগানেস। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই সের্জিও গনসালেসের গোলে এগিয়ে যাওয়া লেগাসেন বাকি পুরোটা ম্যাচ সেই ব্যবধান রক্ষা করেছে জানপ্রাণ দিয়ে। একের পর এক আক্রমণ করেও তাই লাভ হয়নি বার্সেলোনার। ১-০ গোলেই হেরেছে হান্সি ফ্লিকের দল। অসাধারণ এক জয়ে আপাতত অবনমন অঞ্চল থেকে বাইরে চলে এলো লেগানেস। লা লিগায় ঘরের মাঠে ঠিক এর আগের ম্যাচেও লাস পালমাসের কাছে ২-১ গোলে হেরেছিল বার্সেলোনা। সব মিলিয়ে লিগে সর্বশেষ ৪ ম্যাচে বার্সার জয় মাত্র একটি, দুটি হারের সঙ্গে একটি ড্র । এই মরসুমে লিগে ১৮ ম্যাচ খেলে এটি বার্সার চতুর্থ হার। তারপরেও অবশ্য ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে এখন পর্যন্ত লিগের শীর্ষেই আছে বার্সা। ১৭ ম্যাচে সমান ৩৮ পয়েন্ট নিয়েও গোল ব্যবধানের কারণে আপাতত দুইয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ১৭ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট পাওয়া রিয়াল মাদ্রিদ আছে তিন নম্বরে। এই দুই ক্লাবের সুযোগ আছে নিজেদের পরের ম্যাচেই বার্সাকে টপকে যাওয়ার। ম্যাচের মাত্র ৪ মিনিটের সময় বার্সাকে চমকে দেয় লেগানেস। অতিথি দলের উইঙ্গার মুনির এল হাদ্দাদির শট বার্সা গোলরক্ষক ইনাকি পেনার গায়ে লেগে পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। কর্নার পায় লেগানেস। সেই কর্নার থেকেই ফাঁকায় বল পেয়ে যান সের্জিও গনসালেস। তাঁর হেড চলে যায় বার্সার জালে। সেই যে পিছিয়ে পড়ল বার্সা, এরপর আর ভাগ্যকে পাশে পেল না তারা। একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে গেলেন বার্সা খেলোয়াড়েরা। ম্যাচের বেশির ভাগ সময়ই বার্সার অধিকাংশ খেলোয়াড় কাটিয়েছেন লেগানেসের অর্ধে। কিন্তু গোলের দেখা আর পাননি। ১০ মিনিটের সময়ই রাফিনিয়ার ক্রস থেকে রবার্ট লেভানডফস্কির শট দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেন লেগানেস গোলরক্ষক মার্কো দিমিত্রোভিচ। রাফিনিয়া নিজেই সুযোগ পান ৩৩ মিনিটের সময়, তাঁর শট দিমিত্রোভিচের হাতে লেগে যায় ক্রসবারে, একটুর জন্য হতাশ হতে হয় বার্সাকে। প্রথমার্ধের যোগ হওয়া সময়ে একটা সুযোগ নষ্ট করেন বার্সা ফরোয়ার্ড লামিনে ইয়ামালও। বিরতির পরও কখনো লেভানডফস্কির শট গেছে বারের উপর দিয়ে, কখনো ইয়ামাল শট মেরেছেন বাইরে। জুলস কুন্দে তো একটা নিশ্চিত গোলের সুযোগ পেয়েও বল বিস্ময়করভাবে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বদলি নামা ফেরমিন লোপেজের যোগ হওয়া সময়ের একটা শট তো প্রায় গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন লেগানেসের অস্কার রদ্রিগেজ। এরপর আর এই ম্যাচ বার্সা জিতে নাকি!

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com